সমবায় সমিতির কথা।

শ্রীরমণীমোহন বিদ্যার্থী, এম্, এ প্রণীত

Calcutta :
PRINTED AND PUBLISHED AT THE TEMPLE PRESS,
1, Shib Sanker Mullick Lane, Shampuker.
1917.

মূল্য আট আনা।] [বাঁধান এক টাকা।

THIS TREATISE

ON

Co-operation

is dedicated to

RAI S. C. DAS, BAHADUR.

Extracts from H. E. Lord Carmichael's speech on the occasion of the opening of the Goalundo Co-operative Central Bank building on the 21st of August 1916.

* * * * * * *

"Co-operation is a thing in which I have taken a keen interest while I have been in India, for I believe it more than most things can help India. I believe it will be one of the main factors in building up a prosperous people."

* * * * * * *

"Co-operation to increase credit must come first but once the credit has obtained and the lessons of co-operation learnt, the opportunities before you in an agricultural country like India are immense. You can save waste and avoid unproductive expenditure by joining together to purchase good seed, to purchase good implements, to purchase unadulterated manures, to purchase materials for cottage industries and to sell your agricultural and industrial products in a fair market; and I hope at no distant date you will be able to form societies with such objects in view."

* * * * * * *

"When I came to Bengal I made many inquiries about the people and how far they were able to manage their own village affairs. I was often told that the people had not sufficient education to govern themselves in village affairs and that they would not join together for the purpose; but from what I have heard and still more from what I have seen, of co-operative societies, I am persuaded that in many villages the people have quite enough intelligence and capacity to join together and that it is only example and encouragement which are needed in many cases to secure local self-government in our villages. The experience gained in the co-operative societies will be very valuable and wherever there is a successful society there will, I anticipate, be little difficulty in making Local Self-Government a reality.

বঙ্গানুবাদ।

"ভারতবর্ষে আসিবার পর হইতে আমি সমবায়ের অনুষ্ঠানে বিশেষ মনোনিবেশ করিয়াছি। কারণ, আমার বিশ্বাস অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা এই সদনুষ্ঠানের দ্বারা ভারতবর্ষ সমধিক সাহায্যলাভ করিবে। আমার ধারণা, ইহা প্রজাসাধারণকে সমৃদ্ধিশালী করিবার একটি প্রধান উপকরণ হইবে"।

* * * * * * *

"পসার বৃদ্ধি করা সমবায়ের প্রথম কার্য্য। কিন্তু এই পসার একবার স্থাপিত হইলে এবং সমবায়ের সদুপদেশগুলি সকলে বুঝিতে পারিলে, ভারতবর্ষের ন্যায় কৃষিপ্রধান দেশে আপনাদের অশেষ সুবিধা হইবে। আপনারা যদি একত্র মিলিত হইয়া ভাল বীজ, ভাল যন্ত্র এবং খাঁটি সার ও গৃহজাত শিল্পের উপকরণ ক্রয় করিতে পারেন এবং কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি উচিত মূল্যে বাজারে বিক্রয় করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনাদের অনেক অপচয় এবং অযথা ব্যয় নিবারিত হইবে। আমি আশা করি, এই সকল উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত আপনারা অচিরে সমিতি গঠন করিতে সমর্থ হইবেন"।

* * * * * * *

"বঙ্গদেশে আসিবার পর এদেশের লোক পল্লীশাসনে কতদূর সমর্থ তদ্বিষয়ে আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি। অনেক সময়েই আমি শুনিয়াছিলাম যে এদেশের লোকেরা উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে গ্রামশাসনে অসমর্থ এবং তজ্জন্য মিলিত হইতেও অনিচ্ছুক। কিন্তু সমবায় সমিতির সম্বন্ধে আমি যতদূর শুনিয়াছি, আর স্বয়ং এবিষয়ে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাতে আমার প্রতীতি হইয়াছে যে বাঙ্গালার অনেক গ্রামে সম্মিলিতভাবে কার্য্য করিবার উপযুক্ত বুদ্ধি ও শক্তি অনেক লোকেরই আছে; আমাদের পল্লীগ্রামে স্বায়ত্তশাসন সংস্থাপন করিতে অধিকাংশ স্থলেই কেবল দৃষ্টান্ত ও উৎসাহের প্রয়োজন। সমিতির কার্য্যে যে অভিজ্ঞতা লাভ হয় তাহা অতিশয় মূল্যবান্; এবং যে স্থানেই একটি সমবায় সমিতি সফল হইবে আমার ভরসা হয় সেখানে স্বায়ত্তশাসন কার্য্যে পরিণত করা সুকঠিন হইবে না"।*

* মহামান্য গভর্ণর শ্রীযুক্ত লর্ড কারমাইকেল সাহেব বাহাদুরের বক্তৃতা হইতে অনুদিত।

শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার তাহার এই সমবায় সম্বন্ধীয় পুস্তক খানির মুখপত্র লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিয়া আমাকে বিশেষ আপ্যায়িত করিয়াছেন।

২। আমাদের দেশের বর্ত্তমান দারিদ্র্য সমস্যা যে ক্রমশঃই গুরুতর হইয়া পড়িতেছে তাহা সকলেই কিছু না কিছু উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। দারিদ্র্য নিবারণের জন্য যে সকল বিভিন্ন পন্থাঃ আবিষ্কার হইতেছে তাহার মধ্যে সমবায় সমিতি স্থাপন যে একটী প্রকৃষ্ট পন্থাঃ তাহা এ বিষয় যাঁহারা কিছুমাত্র আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা বিশেষভাবে জানেন। বিগত দশ বৎসরের মধ্যে দেশে নানাবিধ সমবায় সমিতি স্থাপনা দ্বারা আশাতিরিক্ত কল্যাণসাধন হইলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে দেশের লোক সংখ্যার তুলনায় ইহা এখনও সাধারণের মধ্যে যথেষ্ট প্রচার হয় নাই। এতদিন এ বিষয় সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য বাঙ্গালা পুস্তকের প্রচার না থাকা ও সভা সমিতি ও মাসিক পত্রিকা প্রভৃতি বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহার যথেষ্ট আলোচনার অভাব যে ইহার একটি কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। সুখের বিষয় আজকাল অনেক শিক্ষিত ও দেশ হিতৈষী ব্যক্তিগণের দৃষ্টি এ বিষয়ে বিশেষরূপ আকৃষ্ট হইতেছে।

৩। নানাবিধ সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠার দ্বারা সাধারণ মধ্যবিত্ত, কৃষিজীবী ও শিল্পিগণের মধ্যে কিরূপে তাহাদিগের আর্থিক ও আনুষঙ্গিক নৈতিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে তাহা গ্রন্থকার এই পুস্তকে সহজ ভাষায় সাধারণের বোধগম্য করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকের বিশেষত্ব এই

* বঙ্গদেশের কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক সমূহের রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত রায় জে, এম, মিত্র বাহাদুর, এম, এ কর্ত্তৃক লিখিত।

য় কেবলমাত্র অর্থনীতি শাস্ত্রের আলোচনা সূত্রে সমবায় সমিতি কাহাকে বলে ও তাহাদের সাফল্যের কথা বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। প্রকৃত পক্ষে সমিতি সম্বন্ধীয় মোটামুটী সকল নিয়মগুলি, কার্য্য পরিচালনা বিষয়ে ব্যবহারিক উপদেশ ও সমিতির মধ্যে সাধারণতঃ যে সমস্ত দোষ ও গুণ পরিলক্ষিত হয় তাহার সবিশেষ আলোচনা করিয়া পুস্তক খানিকে জনসাধারণের বিশেষ উপযোগী করিয়াছেন।

৪। গ্রন্থপ্রণেতা নিজে সমবায় সমিতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। তিনি গোয়ালন্দে সবডিভিসনাল অফিসার থাকা কালীন উক্ত মহকুমায় নানাবিধ সমিতি স্থাপনা ও স্বয়ং অনেক স্থলেই সেগুলির তত্ত্বাবধান করিয়াছেন। গোয়ালন্দ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে স্বয়ং মহামান্য লর্ড কারমাইকেল লাট সাহেব বাহাদুরের প্রশংসাবাদ তাঁহার কার্য্যকুশলতা এবং সমিতির উন্নতির জন্য নিঃস্বার্থ একনিষ্ঠতার যথেষ্ঠ পরিচায়ক। এ সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

৫। এই পুস্তক রচনা ও প্রচার সমবায় সমিতি সম্বন্ধে রচয়িতার আন্তরিক অনুরাগের ফল। আমরা আশা করি পুস্তকখানি সকলেরই নিকট আদৃত হইবে।

কলিকাতা।
২রা ডিসেম্বর ১৯১৬। } জে, এম, মিত্র।

সূচীপত্র।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

পরিশিষ্ট (ক)

পরিশিষ্ট (খ)

হিসাব পত্রের কথা।

পরিশিষ্ট (গ)

পরিশিষ্ট (ঘ)

সমবায় সমিতির কথা।

সূচনা।

বঙ্গবাসীর দরিদ্রতার কারণ।

এই সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বঙ্গভূমি এক সময়ে স্বর্ণ-প্রসবিনী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এক সময়ে এ দেশে স্বল্প ব্যয়ে ও স্বল্প পরিশ্রমে অপর্য্যাপ্ত খাদ্য সামগ্রী উৎপন্ন হইত। প্রকৃতি দেবীর অযাচিত অনুগ্রহে লোকে অক্লেশে সাংসারিক অভাব মোচন করিয়া অল্প ব্যয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। কিন্তু কালক্রমে প্রকৃতির, পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ভূয়োভূয়ঃ শস্য উৎপাদনে ভূমির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হইয়াছে। দারুণ ম্যালেরিয়া রোগে লোকের কার্য্যকারিতা শক্তির ধ্বংস করিয়াছে। অবাধ বাণিজ্য হেতু দেশজাত শস্যাদি বিদেশে রপ্তানি হওয়াতে আহার্য্য দ্রব্য দুর্ম্মূল্য হইয়াছে। পক্ষান্তরে, বিভিন্ন দেশ হইতে আগত বহুবিধ মনোহারি দ্রব্য লোকের নয়নাকর্ষণ করিয়া বাহুল্য ব্যয় বৃদ্ধি করিয়াছে। সামাজিক পরিবর্ত্তনে লোকে যৌবনারম্ভেই বিবাহে বৃত হইয়া সন্তানোৎপাদন করিতেছে। ইহাতে লোক সংখ্যা দ্রুত বেগে বৃদ্ধি পাইতেছে। লোকাধিক্য হেতু পারিবারিক ব্যয়ও বাড়িতেছে। সামাজিক অনুষ্ঠানের ব্যয়ও অযথা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সকল কারণে লোকে সাংসারিক ব্যয় সঙ্কুলন করিতে

অসমর্থ হইয়া ঋণগ্রস্ত হইতেছে। ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা অধিক হওয়াতে ঋণদাতারা অত্যুচ্চ হারে সুদ ধার্য্য করিতেছেন। কেহ মহাজনের নিকট একবার ঋণী হইয়া প্রকৃতপক্ষে প্রায় চির ঋণীই হইতেছে। ইহার ফলে বর্ত্তমানে এদেশে লোকের দরিদ্রতা অতি মাত্রায় বর্দ্ধিত হইতেছে।

জীবিকার উপায় ভেদে এদেশের অধিবাসিগণকে সাতটি শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে, যথা:—

(১) ভূম্যধিকারী, (২) ব্যবসায়ী, (৩) কুশীদজীবী, (৪) মসীজীবী, (৫) কৃষিজীবী, (৬) শিল্পী এবং (৭) শ্রমজীবী।

বঙ্গসমাজের চারি শ্রেণীর দৈন্যদশা।

প্রথমোক্ত তিন শ্রেণীর লোকেরা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থায় বাস করিতেছেন। কিন্তু শেষোক্ত চারি শ্রেণীর অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। চাকুরীই চতুর্থ শ্রেণীর প্রধান উপজীবিকা। ইহারা সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোক। স্বহস্তে কৃষিকার্য্য কিম্বা শিল্পকার্য্য করিতে ইহাঁরা অশক্ত। পৈতৃক বিভবের দ্বারা আর এক্ষণে এই শ্রেণীর একটি পরিবারের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। চাকুরীও এখন দুর্লভ হইয়াছে। চাকুরীর সংস্থান হইলেও খাদ্যসামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি এবং কন্যার বিবাহাদি সামাজিক কার্য্যে ব্যয় বাহুল্য হেতু সামান্য এবং নির্দ্দিষ্ট আয় বিশিষ্ট একটি ভদ্র পরিবারের স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। তজ্জন্য এই শ্রেণীর ভদ্র সন্তানেরা দিন দিন ঋণ ভারাক্রান্ত হইতেছেন। কৃষিজীবির অবস্থাও অসচ্ছল। কারণ, জমির উর্ব্বরতা শক্তি খর্ব্ব হইয়াছে; কৃষাণের বেতন, গো মহিষাদি ও বীজের মূল্য অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। শস্য যাহা উৎপন্ন হয় তাহা একটি পরিবারের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। তদুপরি জমির কর, গৃহ নির্ম্মাণ ও সংস্কার এবং সামাজিক অনুষ্ঠানের ব্যয় কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয়ের

দ্বারা বহন করিতে হয়। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি এবং বন্যারদরুণ প্রতি বৎসরে উপযুক্ত ফসল উৎপন্ন হয় না। অথচ সুদিনে কৃষকেরা দুর্দ্দিনের জন্য কিছুই সঞ্চয় করিয়া রাখে না। তজ্জন্য ইহাদিগকে বাধ্য হইয়া মহাজনের শরণাপন্ন হইতে হয়। তখন এই শ্রেণীর অজ্ঞ লোকেরা গ্রাম্য মহাজনের দ্বারা নানা প্রকারে উপদ্রুত হইয়া থাকে। ষষ্ঠ শ্রেণীভুক্ত শিল্পিগণের দুর্গতির মূল কারণ বাষ্পীয় যন্ত্র-জাত সুলভ পণ্য দ্রব্যের দেশময় বিস্তার। এই সকল যন্ত্র ক্রয় করিয়া পণ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইলে বিপুল অর্থ এবং বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। কিন্তু এ দু'টি উপাদানের অভাবে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা দেশীয় শিল্পিগণের সাধ্যাতীত। যদিও সম্প্রতি হস্ত দ্বারা পরিচালনোপযোগী বিবিধ সুলভ যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে, তথাপি অর্থাভাব এবং অজ্ঞতাবশতঃ ইহারা এই সকল যন্ত্র ক্রয় এবং ব্যবহার করিতে অসমর্থ। অধুনা জাতীয় ব্যবসায় রক্ষা করাই ইহাদের পক্ষে সুকঠিন হইয়াছে। কারণ, আর পুরাতন প্রণালীতে দেশীয় শিল্প-কার্য্য পরিচালনা করিয়া লাভবান্ হওয়ার আশা নাই। তজ্জন্য শিল্পিগণ দৈন্যদশায় পতিত এবং মহাজনের শরণাগত হইতেছে। বঙ্গদেশের শ্রমজীবিগণও দারিদ্র দুঃখ পীড়িত। উপযুক্ত কর্ম্ম প্রাপ্তির অভাবে এবং নিত্য ব্যবহার্য্য যাবতীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে ইহারা ক্রমশঃ ঋণপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া অতি ক্লেশে জীবন ধারণ করিতেছে।

পাশ্চাত্য দেশে জন সাধারণের দারিদ্র দুঃখ বিমোচনের জন্য বিবিধ উপায় সূচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সমবায়ের পদ্ধতিমূলে সংস্থাপিত ধন ভাণ্ডার বা ব্যাঙ্ক সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ হইয়াছে। এই সকল ধন ভাণ্ডার গ্রাম্য লোকের আত্মশক্তির প্রয়োগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার অপর নাম সমবায় সমিতি। জর্ম্মণী ইহার জন্ম ভূমি। সমবায়ের প্রণালী অনুসারে সৃষ্ট ধন ভাণ্ডার জর্ম্মণীর ধনবল বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া জন

সমবায় মূলক ধনভাণ্ডার।

সাধারণের দারিদ্র দুঃখ দূর করিয়াছে। এই ধন ভাণ্ডার হইতে স্বল্প আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অল্প সুদে ঋণ প্রাপ্ত হইতেছেন এবং তাহা কোনও ফলদায়ক কার্য্যে খাটাইয়া আর্থিক অবস্থার উন্নতি বিধান করিতেছেন। কৃষক চাষের জন্য, শিল্পী শিল্পকার্য্যের জন্য এবং শ্রমজীবী প্রয়োজনীয় ব্যয় বিধানের জন্য এই ধন ভাণ্ডার হইতে অল্প সুদে ঋণপ্রাপ্ত হইয়া সাংসারিক অভাব মোচন করিতেছে। এই ভাণ্ডারের অধ্যক্ষগণ ঋণগ্রহীতাকে সদুপদেশ দ্বারা মিতাচার, সময়-নিষ্টতা এবং সাধুতা শিক্ষা দিতেছেন। ইহার ফলে ঋণগ্রহীতার আর্থিক অবস্থা ও নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধন হইতেছে। প্রজাবৎসল ভারতগবর্ণমেণ্ট প্রজাগণের হিতার্থ এই অতি কল্যাণকর অনুষ্ঠান ভারতবর্ষে সংস্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আশা করা যায় এই শুভানুষ্ঠানের দ্বারা এতদ্দেশীয় কৃষক, শিল্পী, শ্রমজীবী এবং অল্প আয় বিশিষ্ট লোকের দুঃখনিশার অবসান হইবে।

সমবায় সমিতির কথা।

প্রথম অধ্যায়।

সম্ভূয় কার্য্যের বা কো-অপারেসনের কথা।

সমবায়ের কাজ।

সম্ভূয় কার্য্য (Co-operation) বা সমবায়ের কাজ কাহাকে বলে? যে কাজটি ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা সাধিত না হইয়া কতিপয় লোকের সমবেত চেষ্টায় সম্পন্ন হয় তাহাকে সম্ভূয় কার্য্য অর্থাৎ সমবায়ের কাজ বলা যায়। সম্ভূয় শব্দের অর্থ পরস্পর মিলিত। সমবায়ের অর্থ মিলন। সংসারের অনেক কাজ মানুষ একাকী করিতে অক্ষম। কিন্তু দশের সাহায্য পাইলে তাহা অনায়াসে করিতে পারে। পরস্পরের সাহায্যে অনেক দুরূহকার্য্য অনায়াসে কিম্বা অল্লায়াসে সম্পন্ন হয়। একতার বলে মানব অনেক সময় অসাধ্য সাধন করিতেও সমর্থ হয়। এই একতাই সম্ভূয় কার্য্যের (Co-operation) মূলমন্ত্র। পরস্পরের সাহায্যের জন্য একত্র মিলিত হইয়া যে কাজ করা যায় তাহাকেই সম্ভূয় কার্য্য বা সমবায়ের কাজ বলা যায়।

সমবায় সমিতি।

পরস্পরের সুবিধার জন্য দু'দশটি লোক একত্র মিলিত হইয়া কাজ করিবার প্রথা এদেশে বহুকাল প্রচলিত আছে। এখনও "গাঁতায়" অর্থাৎ দুই তিন জন কৃষক মিলিয়া জমি চাষ করে, মৈ দেয়, ধান বোনে, কাটে ও মাড়িয়া থাকে। [illegible]

হইলে এক পল্লীর সকল কৃষকের গরু পালাক্রমে এক এক জন চরাইয়া থাকে। অনেক স্থলে দেখা যায় গ্রামবাসী সকলে মিলিয়া আক পেষণের একটি কল ভাড়া করিয়া আকের গুড় প্রস্তুত করে। হারাহারি মতে সকলেই ভাড়া দিয়া থাকে। কাজ শেষ হইলে সকলে মিলিয়া ভাড়া শোধ করিয়া দেয়। কখনও বা গ্রামে একটি রাস্তার প্রয়োজন হইলে সকলে মিলিয়া মাটি কাটিয়া রাস্তা প্রস্তুত করিয়া লয়। কোনও সময়ে কৃষি কার্য্যের সুবিধার জন্য দু'চারিটি গ্রামের লোক মিলিত হইয়া, খাল কাটিয়া বিল কিম্বা ডোবার জল বাহির করে, কিম্বা মাঠে জল আনিয়া থাকে। এই কার্য্যে যে ব্যয় পড়ে তাহা গ্রামের সকল কৃষকই বহন করিয়া থাকে। একজনের পক্ষে যাহা কষ্টসাধ্য, দশের সাহায্যে তাহা অক্লেশে সম্পাদিত হইয়া থাকে। গ্রামে জলাভাব হইলে দশজনে মিলিয়া একটি কুপ কি পুকুর খনন করিয়া পানীয় জলের অভাব দূর করিয়া থাকে। কোনও কোনও স্থলে এরূপও দেখা যায় যে গ্রামের দু'তিনটি লোক একত্র মিলিত হইয়া মহাজনের নিকট ঋণ গ্রহণ করে এবং আবশ্যক মত টাকাগুলি পরস্পরের মধ্যে ভাগ করিয়া লয়। এই ঋণের জন্য সকলেই মহাজনের নিকট দায়ী থাকে। কিছুদিন পরে ফসল জন্মিলে সকলে মিলিয়া মহাজনের টাকা শোধ করিয়া দেয়। যাহারা ঋণ গ্রহণ করে তাহাদের মধ্যে এমনও দু'একজন লোক থাকে যাহারা নিজে চাহিলে মহাজনের নিকট ধার পায়না, কিন্তু আরও দু'একটি সচ্ছল গ্রামবাসীর সহিত মিলিয়া ধার করাতে মহাজন ঋণ দিতে দ্বিধা বোধ করে না। একাকী যে ঋণ দুর্লভ, তিন চারিটি লোক একত্র হওয়াতে তাহা সুলভ হয় এবং অপেক্ষাকৃত হীন অবস্থাপন্ন গৃহস্থের প্রভূত উপকার সাধিত হয়। এইরূপ একে অন্যের সাহায্যার্থ মিলিত হইয়া ঋণগ্রহণ এবং অন্যান্য কাজ করিবার নিমিত্ত যে সমিতি স্থাপিত হয় তাহারই নাম "সমবায়কারী সমিতি" অথবা "সমবায়

সমিতি" (Co-operative Society)। এই সমিতি একাধিক লোকের সমবেত শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

সচরাচর এই সকল সমবায় সমিতিগুলিকে "কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক" বলা হইয়া থাকে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, "কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক" বলে কেন? সকলেই জানেন আমাদের দেশে মহাজনেরা পৃথক ভাবে লগ্নী কারবার করিয়া থাকে। কিন্তু অন্যান্য দেশে কতিপয় লোক একত্র মিলিয়া একটি কোম্পানী গঠন এবং কোম্পানীর অংশ বা শেয়ার বিক্রয়ের দ্বারা উহার মূলধন সংগ্রহ করে। এই কোম্পানীতে জন সাধারণের টাকাও গচ্ছিত রাখা হয়। এইরূপে সংগৃহীত অর্থের দ্বারা লগ্নী কারবার পরিচালিত হইয়া থাকে। এই অর্থ যেখানে থাকে তাহাকে ধনাগার বা ব্যাঙ্ক এবং এই কারবারকে ব্যাঙ্কের কারবার বলে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পরস্পরের সাহায্যের জন্য মিলিত হইয়া যে কাজ করা যায় তাহাকেই সমবায়ের কাজ বা "কো-অপারেটিভ্" কাজ বলা যায়। এইরূপে পরস্পরের সাহায্যের নিমিত্ত যে ধনাগার বা "ব্যাঙ্ক" স্থাপিত হয় তাহাকে "কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক বলা হয়। ইহার কার্য্য নিরূপিত নিয়মানুসারে কতিপয় সভ্যের যোগে এবং সাহায্যে সম্পন্ন হয় বলিয়া ইহাকে সমবায় সমিতি বলে।

কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক।

আমাদের দেশে যে সকল সমবায় সমিতি স্থাপিত হইতেছে তাহাদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে, যথা:—

(১) প্রাথমিক সমিতি বা ব্যাঙ্ক (Primary Society or Bank)।

পরস্পরের সাহায্যে সভ্যগণের আর্থিক বিষয়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের নিমিত্ত এক গ্রামবাসী অথবা এক জাতি, সম্প্রদায় কিম্বা পেশাভুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে যে সমিতি স্থাপিত হয় তাহাকেই প্রাথমিক সমিতি বলে। অন্যূন দশজন লোক মিলিত হইলে

প্রাথমিক সমিতি।

একটি প্রাথমিক সমিতি স্থাপন করা যায়। সাধারণতঃ উহার সভ্যগণের দায়িত্ব অসীমাবদ্ধ অর্থাৎ ব্যাঙ্কের সমস্ত দেনার জন্য প্রত্যেক সভ্য পৃথক ও মিলিত ভাবে দায়ী। কৃষক ভিন্ন অন্য শ্রেণীর লোকের দ্বারা গঠিত সমিতির দায়িত্ব সীমাবদ্ধ হইতে পারে অর্থাৎ উহার অংশীদারগণ কেবল নিজ অংশের পরিমিত টাকা পর্য্যন্ত দায়ী থাকিতে পারেন। এই সমিতির দ্বারা একত্র অল্প সুদে ঋণ গ্রহণ, একত্র ফসলের বীজ কিম্বা অন্য প্রকারের দ্রব্যাদি বাজারে ক্রয় বিক্রয় করা, শিল্পকার্য্য এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায় পরিচালনাদি কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে।

(২) সম্মিলনী বা ইউনিয়ন (Union) অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক সমিতি।

ইউনিয়ন।

গ্রাম্য ব্যাঙ্ক সমূহের কার্য্যের সাহায্যার্থ নিকটবর্ত্তী কতিপয় গ্রাম্য ব্যাঙ্ক লইয়া একটী সম্মিলনী বা তত্ত্বাবধায়ক সমিতি স্থাপিত হইয়া থাকে। যেমন কতিপয় লোক মিলিত হইয়া একটী গ্রাম্য সমিতি গঠন করে, সেইরূপ কএকটি গ্রাম্য সমিতি মিলিত হইয়া সম্মিলনী বা ইউনিয়ন স্থাপন করে। মিলনে শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। গ্রাম্য ব্যাঙ্কে যেমন এক সভ্য অপরের ঋণের জন্য দায়ী থাকেন, সেইরূপ সম্মিলনীর অন্তর্ভুক্ত এক সমিতি অপর সমিতির ঋণের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কতিপয় প্রাথমিক সমিতির মিলনে স্থাপিত বলিয়া এই শ্রেণীর সমিতিকে সম্মিলনী অথবা ইউনিয়ন (Union) এবং উহার অধীনস্থ সমিতি গুলিকে সংযুক্ত সমিতি (Affiliated Society) বলা যায়। কোন কোন স্থলে সম্মিলনীর অংশ বিক্রয়ের নিয়ম আছে। সম্মিলনীর সহিত সংযুক্ত হইবার প্রার্থনা করিলে প্রত্যেক প্রার্থীকে সমিতির অন্ততঃ দশ টাকা মূল্যের একটী শেয়ার বা অংশ গ্রহণ করিতে হয়। শেয়ারের দশগুণ পর্য্যন্ত সংযুক্ত সমিতির ঋণ দেওয়া হইয়া থাকে। স্থানান্তরে, অংশ বিক্রয়ের নিয়ম নাই। কিন্তু সর্ব্বত্রই সম্মিলনীর দায়িত্ব সীমাবদ্ধ। যেখানে

অংশ বিক্রয় হয়, তথায় অংশ গ্রহীতা সংযুক্ত সমিতি কেবল গৃহীত অংশের মূল্য পর্য্যন্ত দায়ী থাকেন। যে স্থলে অংশ বিক্রয়ের নিয়ম নাই, তথায় প্রত্যেক সংযুক্ত সমিতি উপবিধির নিয়মানুসারে নির্দ্দিষ্ট অপর সংযুক্ত সমিতির ঋণের জন্য দায়ী হন। সংযুক্ত গ্রাম্য সমিতি সমুহের জন্য ঋণ সংগ্রহ, তাহাদের গৃহীত ঋণের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ, ঋণ প্রাপ্তি সম্বন্ধে তাহাদিগকে সাহায্য করা, তাহাদের কার্য্যকলাপের তত্ত্বাবধান, কার্য্য পরিচালনা সম্বন্ধে উপদেশ এবং শিক্ষা দেওয়া প্রভৃতি কার্য্য সাধনের জন্যই সম্মিলনী বা ইউনিয়ন স্থাপিত হইয়া থাকে।

(৩) কেন্দ্রীয় বা সেণ্ট্রেল ব্যাঙ্ক (Central Bank)।

সেণ্ট্রেল ব্যাঙ্ক।

প্রাথমিক সমিতি বা ব্যাঙ্ক সংস্থাপন, তাহাদের মূলধন সরবরাহ, কার্য্যকলাপের তত্ত্বাবধান এবং সমবায়ের পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষা দান প্রভৃতি কার্য্য সাধনের নিমিত্ত যে ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় তাহাকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা সেণ্ট্রেল ব্যাঙ্ক (Central Bank) বলা যায়। এই ব্যাঙ্ক কোথাও কেবল স্থানীয় অর্থশালী এবং শিক্ষিত ব্যক্তিগণ দ্বারা, কোথাও বা কেবল গ্রাম্য ব্যাঙ্ক সমূহের প্রতিনিধিগণের দ্বারা এবং কোথাও উভয়বিধ ব্যক্তিগণের যোগে স্থাপিত এবং পরিচালিত হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক শেয়ার বিক্রয়ের দ্বারা মূলধন সংগ্রহ করেন। ইহার দায়িত্ব সীমাবদ্ধ অর্থাৎ অংশীদারগণ নিজেদের শেয়ার বা অংশের পরিমিত টাকা পর্য্যন্ত দায়ী থাকেন।

(৪) প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক (Provincial Bank)।

প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক।

যে ব্যাঙ্ক এক প্রদেশভুক্ত যাবতীয় সেণ্ট্রেল ব্যাঙ্কের মূলধন সরবরাহ এবং কার্য্যকলাপ তত্ত্বাবধান করেন, তাহাকেই প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক বলা যায়। এই ব্যাঙ্কের মূলধন অংশ বিক্রয়ের দ্বারা সংগৃহীত হয় এবং ইহার দায়িত্ব সীমাবদ্ধ অর্থাৎ অংশীদার নিজ অংশের পরিমিত টাকা পর্য্যন্ত দায়ী থাকেন। অর্থশালী ব্যক্তিগণ

এবং 'সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক সমূহের প্রতিনিধিগণ লইয়া এই ব্যাঙ্ক গঠিত হয়। বঙ্গদেশে এ পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় নাই; কিন্তু সত্বরই হইবে, এরূপ আশা করা যায়।

এই সকল ব্যাঙ্কের গঠন ও কার্য্যপ্রণালী স্থানান্তরে বিষদরূপে বর্ণিত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

—— o ——

ইউরোপের কথা।

(১)

রাফেজনের কথা।

রাফেজনের সমিতি।

জর্ম্মণ প্রদেশের অন্তর্গত রাইনলেণ্ড জেলায় ১৮১৮ সালে ফ্রেডারিক উইল্‌হেলম্ রাফেজন জন্ম গ্রহণ করেন। তৎকালে জর্ম্মণীর কৃষককুলের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। অধিকাংশ লোকই ঋণজালে জড়িত হইয়া অতিশয় দীনভাবে কালযাপন করিত। কি উপায়ে উহারা উত্তমর্ণের কঠোর হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারে রাফেজন তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন। গভীর চিন্তার পর তিনি স্থির করেন যে, যদি এই নিঃসহায় কৃষককুলকে তাহাদের অবস্থার উন্নতি সাধন বিষয়ে সদুপদেশ ও সাহায্য দান করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের সমবেত শক্তি প্রয়োগে কালক্রমে তাহারা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে। কি নিয়মে তাহাদিগকে সাহায্য করা যাইতে পারে তাহা তিনি নিজেই উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তাহাদের সাহায্যার্থ তিনি একটি সমিতি স্থাপন করেন এবং স্বয়ং প্রায় পাঁচ সহস্র মুদ্রা এই সমিতির হস্তে অর্পণ করেন। অতঃপর তিনি স্থির করেন যে, যে কোন ব্যক্তি তাঁহার অনুষ্ঠিত নিয়মাবলী পালন করিয়া চলিবে, তাহাকে এই সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া ঋণ দান করা হইবে। কৃষিজীবিগণের আর্থিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন করাই এই

সমিতির উদ্দেশ্য বলিয়া তিনি ঘোষনা করেন। রাফেজনের সমিতি নিম্নোক্ত দশটি নিয়মেয় উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ঃ—

১। যে সকল ব্যক্তি বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া সমাজে পরিচিত, কেবল তাহারাই এই সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন।

২। যে খানে প্রায় সহস্র লোকের বাস এরূপ কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানের অধিবাসিবর্গকে লইয়া এই সমিতি গঠিত হইবে।

৩। এই সমিতির সভ্যগণের দায়িত্ব অসীমাবদ্ধ।

৪। সমিতির কোনও অংশ বা শেয়ার থাকিবে না এবং ইহার কোন রূপ মুনাফা কেহ পাইবে না।

৫। সমিতি হইতে গৃহীত অর্থ যে কার্য্যে প্রয়োগ করা হইবে তাহাতে পুনরায় অর্থাগম হইলে সমিতির টাকা ফিরাইয়া দিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত ওয়াদামত সুদ পরিশোধ করিতে হইবে।

৬। সমিতির যাবতীয় মুনফা একটী স্বতন্ত্র ভাণ্ডারে সংরক্ষিত হইবে।

৭। সমিতির কার্য্য পরিচালনার জন্য কেহ কোনরূপ পারিশ্রমিক পাইবে না।

৮। কেবলমাত্র হ্যাণ্ড নোট লইয়া টাকা দাদন করা হইবে, কিন্তু সভ্যগণের মধ্য হইতে অন্ততঃ দু'টি লোক উক্ত টাকার জন্য জামিন হইবেন। টাকা পরিশোধের পূর্ব্বে তাহাদের অবস্থার অবনতি হইলে অপর লোককে জামিন দিতে হইবে।

৯। সমিতির অধিবেশনে প্রত্যেক সভ্য একটি মাত্র "ভোট"* দিতে পারিবেন।

১০। সমিতির সকল সভ্যকে লইয়া একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে। সমিতির সকল বিষয়ে সকল সভ্যের উপর এই সভার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব থাকিবে। সমিতির কার্য্য পরিচালনার নিমিত্ত এই সভা একটী

* কোনও বিষয়ে কোনও সভ্যের মতকে ভোট বলে।

কার্য্যকরী কমিটি ও একটি তত্ত্বাবধায়ক কমিটি নিযুক্ত করিবেন। সাধারণ সভার-আদেশ ও উপদেশ অনুযায়ী উক্ত কমিটিদ্বয় সমিতির কার্য্য পরিচালনা করিবেন।

উপরোক্ত নিয়মগুলি যথাযথরূপে পালন করিলে কৃষককুল ক্রমশঃ একতা, মিতাচার ও স্বাবলম্বন শিক্ষা করিয়া উত্তরোত্তর উন্নত হইবে এই আকাজ্ক্ষায় লোকহৈতৈষী রাফেজন তাঁহার সমিতি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এই নিয়মগুলির অভ্যন্তরে যে গূঢ় রহস্য নিহিত আছে, সম্যক্ আলোচনা করিলেই তাহা পরিস্ফুট হইবে।

গূঢ় উদ্দেশ্য।

১ম নিয়ম, অসাধু ব্যক্তিকে সচ্চরিত্র করা এবং সমিতির স্থায়িত্ব বজায় রাখা প্রথম বিধির উদ্দেশ্য। সজ্জন হইলে অল্প সুদে টাকা পাওয়া যাইবে এই কথা গ্রামে প্রচার হইলে অসাধু ব্যক্তিও সজ্জন হইয়া টাকা পাইবার চেষ্টা করিবে। বিশ্বাসের উপরেই লোকে টাকা দাদন করিয়া থাকে। সভ্যগণ যদি সকলে সজ্জন এবং বিশ্বাসভাজন হয় তবে সমিতি লোপ হইবার কোনরূপ আশঙ্কা থাকে না।

২য় নিয়ম, সমিতির কার্য্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ না থাকিলে সভ্যগণের পরস্পরে মিলিত হইয়া কার্য্য করা কঠিন। দূরবর্ত্তী অপরিচিত লোকের স্বভাব চরিত্র জানাও সম্ভবপর নহে। তাহার কার্য্যকলাপ কিম্বা অবস্থার উপর নজর রাখাও অসাধ্য। সুতরাং এক গ্রামবাসী কি নিকটবর্ত্তী পল্লীবাসী লোক লইয়া এই সমিতি গঠন করা বিধেয়।

৩য় নিয়ম, সমিতির সভ্যগণের দায়িত্ব অসীমাবদ্ধ অর্থাৎ প্রত্যেক সভ্য অপর সকল সভ্যের ঋণের জন্য দায়ী থাকিবেন। কথাটি শুনিবামাত্র মনে নানা রূপ আশঙ্কার উদয় হয়, কিন্তু কার্য্যতঃ আশঙ্কার বিশেষ কারণ নাই। অন্যান্য সভ্যগণ সম্পূর্ণরূপে সঙ্গতি-বিহীন এবং সমিতির তহবিল একেবারে শূন্য না হইলে কখনও একের ঋণের জন্য অপরকে দায়ী করা

হয় না। পক্ষান্তরে প্রত্যেক সভ্যের এইরূপ গুরুতর দায়িত্ব থাকাতে সকলেই সমিতির কার্য্যকলাপের উপর নজর রাখিবেন এবং কেবল কার্য্য-ক্ষম ব্যক্তিগণের হস্তে সমিতির কার্য্যভার ন্যস্ত করিবেন। কার্য্যকরী কমিটিও বিশেষ সাবধান হইয়া কার্য্য করিবেন।

৪র্থ নিয়ম, শেয়ার কিনিতে হইলেই টাকার প্রয়োজন। সমিতির সভ্যগণ দরিদ্র কৃষক। অংশ কিনিবার মূলধন তাহারা কোথায় পাইবে? সুতরাং সমিতির অংশ কাহাকেও কিনিতে হইবে না। আবার মুনাফার টাকা বিভাগ করিবার নিয়ম থাকিলে সভ্যগণ সমিতির প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলিয়া কেবল মুনাফার দিকে লক্ষ্য রাখিবেন। অধিক মুনাফা করিতে হইলে সুদের হারও বর্দ্ধিত হইবে। সুতরাং সমিতির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। তজ্জন্য মুনাফা বণ্টন করা নিষিদ্ধ।

৫ম নিয়ম, সভ্যগণকে মিতব্যয়ী ও সময়নিষ্ঠ করাই এই নিয়মের উদ্দেশ্য। ঋণ গ্রহণ করিলে নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহা পরিশোধ করিতে হইবে। সুতরাং কেহ অতি মাত্রায় ঋণ গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইবে না। ওয়াদামত সুদ ও আসল টাকা ফিরাইয়া দিতে হইবে। ইহাতে সভ্যগণ সময়নিষ্ঠতা শিক্ষা করিবেন। যিনি ওয়াদামত সুদ ও আসল টাকা শোধ করিবেন তিনিই সময়নিষ্ঠ বলিয়া পরিচিত হইবেন এবং সমিতি হইতে অবাধে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবেন। ইহার ফলে সভ্যগণ ঋণভারে প্রপীড়িত না হইয়া স্বচ্ছলভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইবেন।

৬ষ্ঠ নিয়ম, সমিতিকে স্থায়ী করাই এই নিয়মের উদ্দেশ্য। একটি সংরক্ষিত ভাণ্ডার স্থাপিত হইলে সমিতি অর্থের জন্য অপরের দ্বারস্থ না হইয়া স্বীয় ভাণ্ডার হইতেই সভ্যগণের অভাব পূরণ করিতে পারিবেন।

৭ম নিয়ম, সভ্যগণের কল্যাণার্থ সমিতি স্থাপিত হইবে। প্রত্যেক সভ্যই ইহার দ্বারা উপকৃত হইবেন। সমিতির উন্নতি হইলে সভ্যগণই

তাহার ফলভোগ করিবেন। সুতরাং সকল সভ্যেরই সমিতির কার্য্যের জন্য শ্রম করা কর্ত্তব্য। কেহ উপকৃত না হইলেও নিঃস্বার্থভাবে দশের হিতের জন্য শ্রম করা বিধেয়। ইহাতে পুণ্য আছে। নিজের কাজটি যেরূপ যত্নের সহিত নিজে করা যায়, বেতনভোগী কর্ম্মচারীর দ্বারা সেরূপ হয় না। তজ্জন্যই বেতনভোগী কর্ম্মচারী নিয়োগ নিষিদ্ধ।

৮ম নিয়ম, সাধারণতঃ সঙ্গতি বিহীন দরিদ্র লোকই এই সমিতির সভ্য হইবে। সুতরাং সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া কর্জ্জ দিবার নিয়ম থাকিলে ইহাদের অধিকাংশই ঋণ গ্রহণে বঞ্চিত হইবে। পক্ষান্তরে পল্লীগ্রামে অনেক সময় একে অন্যের ঋণের জন্য জামিন হইয়া থাকে। বিপদে একে অন্যকে সাহায্য করাই পল্লীগ্রামের প্রথা। এই জামিনের নিয়ম থাকাতে একদিকে সঙ্গতিহীন লোকের ঋণ গ্রহণের যেমন সুবিধা হইবে, অন্যদিকে সমিতির দাদনের টাকা লোকসান হওয়ার আশঙ্কাও তেমনি দুর হইবে। হ্যাণ্ড নোটের নিয়ম থাকাতে কেহ টাকার অপব্যবহার করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা ফিরাইয়া লওয়া যাইতে পারিবে।

৯ম নিয়ম, সমিতির সভ্যগণের মধ্যে ব্যক্তি বিশেষ যাহাতে কোন প্রকার অযথা প্রতিপত্তি লাভ করিতে না পারেন তজ্জন্য এই নিয়মটি বিধিবদ্ধ হইয়াছে। সমিতি কোনও ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি নহে। ইহাতে সকল সভ্যের সমান অধিকার। সভার কার্য্যকলাপের উপর সকল সভ্যের সমান ক্ষমতা। যাহাকে যখন যে পদে নিযুক্ত করা যাইবে তিনি সেই পদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য অতি সাবধানে সম্পাদন করিবেন। পদের ব্যভিচার করিলে সভ্যগণ তাহাকে তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

১০ম নিয়ম, এই নিয়মটি গণতন্ত্র মূলক (democratic) অর্থাৎ এই সমিতির কার্য্যকলাপ দশের মতে পরিচালিত হইবে। সভ্য বিশেষের অভিমতে ইহার কোন কার্য্য চলিবে না। সকল সভ্য একত্র মিলিত হইয়া একটি বৈঠক করিবেন এবং এই বৈঠকে অধিকাংশের মতে যাহা স্থির

হইবে তদনুসারেই সমিতির কার্য্য পরিচালিত হইবে। এই বৈঠকের নাম সাধারণ সভা। সমিতির প্রত্যেক সভ্য এবং প্রত্যেক কার্য্যের উপর সাধারণ সভার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকিবে। এই সভা ইচ্ছা করিলে যে কোন সভ্যকে সমিতি হইতে অপসারিত করিতে পারিবেন। সমিতির কার্য্য সর্ব্বদা সুবিধামত পরিচালনার নিমিত্ত সাধারণ সভা কার্য্যকরী সভা বা কমিটি নিযুক্ত করিতে পারিবেন। এই কমিটি সমিতির হিসাব পত্র নিয়ম মত রক্ষা করিবেন; টাকা সংগ্রহ, দাদন ও উসুল করিবেন। খাতক-গণের এবং তাহাদের জামিনদারদিগের কার্য্যকলাপ তত্ত্বাবধান করিবার জন্য একটি তত্ত্বাবধায়ক কমিটিও নিযুক্ত করিবেন। যে কার্য্যের জন্য খাতকেরা টাকা লইয়াছেন তাহা সেই কার্য্যে ব্যয় করিয়াছেন কিনা তত্ত্বাবধায়কেরা তাহার অনুসন্ধান করিবেন। কেহ নিয়মের ব্যতিক্রম করিলে তৎক্ষণাৎ কমিটিকে জানাইবেন। খাতক কিম্বা জামিনদারদের অবস্থার উপর সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিবেন। কাহারও অবস্থার অবনতি হইলে কমিটিকে তাহা জ্ঞাপন করিবেন।

রাফেজনের সমিতির বিস্তৃতি।

১৮৪৯ সালে রাফেজন সর্ব্বপ্রথমে উপরোক্ত প্রণালীতে একটি সমিতি স্থাপন করেন। ঋণ দান ব্যতীত সমিতির অপর কোনও কার্য্য ছিল না। ১৮৫৪ সালে দ্বিতীয় সমিতি, ১৮৬২ সালে তৃতীয় এবং ১৮৬৮ সালে চতুর্থ সমিতি স্থাপিত হয়। এই সমিতিগুলির দ্বারা ইহার সভ্যগণের অবস্থা উত্তরোত্তর উন্নত হইতে থাকে এবং তাঁহারা অর্থ সঞ্চয় করিয়া সমিতিতে তাহা জমা করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে গচ্ছিত টাকার জন্য তাঁহাদিগকে কিছু সুদ দেওয়া হইত। কিন্তু উনিশ বৎসরে মাত্র চারিটি সমিতি সংস্থাপিত হয়। ক্রমে সমিতিগুলির সুনাম দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং পরবর্ত্তী সতর বৎসরের মধ্যে আড়াই শত সমিতি গঠিত হয়। ১৮৯৩ সালে জর্ম্মণীতে অনাবৃষ্টি হেতু ভীষণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইলে এই সমিতিগুলির

দ্বারা কৃষক কুলের অশেষ উপকার হয় এবং তখন উহার প্রতি জন সাধারণের দৃষ্টি পতিত হয়। ইহার ফলে তিন বৎসর কাল মধ্যে সমিতির সংখ্যা প্রায় দুই হাজারে পরিণত হয়। ১৯১০ সালে সমিতির সংখ্যা ১২,৭৯৭, সভ্য সংখ্যা ১২,০৮,৯৯৭ এবং মূলধন প্রায় সাঁইত্রিশ কোটী পঞ্চাশ লক্ষ টাকা হইয়াছিল। তাঁহার কৃতকার্য্যের এই সুফল রাফেজন্ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। কারণ ১৮৮৮ সালে তিনি লোকান্তরিত হন।

---

(২)

শুল্জ্ ডিলিট্সের কথা।

শুল্জ্ ডিলিট্সের সমিতি।

রাফেজনের সমকালে আর একটি মহাত্মা জর্ম্মণীর দীন দরিদ্র লোকের দুঃখ মোচনে প্রয়াসী হন। এই মহাপুরুষের নাম ফ্রেন্জ হারমান্ শুল্জ্। ইনি জেলার জজের কার্য্য করিতেন। শুল্জ্ ১৮৫০ সালে স্বীয় মাতৃভূমি ডিলিট্স নগরে তাঁহার প্রথম সমিতি স্থাপন করেন। ডিলিট্স নগরের শুল্জ্ বলিয়াই তিনি পরিচিত।

শুল্জ্ ও রাফেজনের প্রণালীর মধ্যে মাত্র একটি বিষয়ের সাদৃশ্য ছিল। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে উভয়ের প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। উভয়েরই প্রাথমিক সমিতিগুলি অসীম দায়িত্ব বিশিষ্ট। সম্মিলিত দায়িত্বে অর্থ সংগ্রহ করা উভয়েই সমীচীন মনে করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন ইহাঁদের প্রণালীতে আর কোনরূপ সাদৃশ্য দেখা যায় না। উভয়ের প্রণালীর বিভিন্নতা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

উভয় প্রণালীর পার্থক্য।

১। রাফেজন্ কেবল সজ্জন লইয়া সমিতি গঠন করেন। শুল্জ্ সমিতির সভ্যগণের সাধুতা সম্বন্ধে কোনরূপ তত্ত্ব লওয়া প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই। যে কোন ব্যক্তি তাঁহার সমিতির সভ্য হইয়া ঋণ গ্রহণ করিতে পারে।

২। রাফেজনের সমিতির কার্য্য-স্থল কোনও গ্রাম বা পল্লীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু শুল্‌জের সমিতির কার্য্য কোনরূপ স্থান বিশেষে নির্দ্দিষ্ট ছিল না। যে কোন স্থানের লোক তাঁহার সমিতিতে যোগদান করিতে পারিত।

৩। রাফেজনের সমিতির শেয়ার কিম্বা অংশ ছিল না। শুল্‌জের সমিতির প্রত্যেক সভ্যকে অংশ ক্রয় করিতে হইত। এক একটি অংশের মূল্য সমিতি বিশেষে চারি পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু শেয়ারের টাকা কিস্তি মত দিবার বিধান ছিল।

৪। কাহাকেও সভ্য করিবার পূর্ব্বে রাফেজন তাহার স্বচ্ছলতা সম্বন্ধে তেমন অনুসন্ধান না করিয়া তাহার চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ তত্ত্বগ্রহণ করিতেন। শুল্‌জ্ তাহার বিপরীত প্রণালীতে কার্য্যারম্ভ করেন। চরিত্র সম্বন্ধে তিনি কোন সংবাদ গ্রহণ করিতেন না। প্রস্তাবিত সভ্য স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন এবং তাহার জামিনদার উপযুক্ত থাকিলেই তাহাকে সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিতেন।

৫। শুল্‌জের সমিতিতে মাত্র তিন মাসের জন্য টাকা দাদন করা হইত। অবস্থানুসারে আরও তিন মাস পর্য্যন্ত ম্যাদ বৃদ্ধি করিবার নিয়ম ছিল। কিন্তু পুনরায় টাকা ঘরে না আসিলে রাফেজন ঋণ শোধ করিতে বলিতেন না।

৬। কি উদ্দেশ্যে টাকা গৃহীত হইল তৎসম্বন্ধে শুল্‌জ্ কোনরূপ অনুসন্ধান করিতেন না। এ বিষয়ে কোনরূপ বাঁধা বাঁধিও করিতেন না। কিন্তু যাহাতে টাকার অপব্যবহার না হয় তদ্বিষয়ে রাফেজনের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তাঁহার সমিতি কৃষি কার্য্যের জন্য ঋণদান করিত।

৭। রাফেজনের সমিতির মুনাফার টাকা একটি এজমালী তহবিলে (Reserve Fund) রাখা হইত। শুল্‌জ্ তাঁহার লাভের এক দশমাংস সংরক্ষিত ভাণ্ডারে (Reserve Fund) রাখিয়া বাকী টাকা অংশীদারগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিতেন।

৮। শুল্‌জে্‌র সমিতির কর্ম্মচারিগণ সকলেই বেতনভোগী ছিলেন। এমন কি, কার্য্যকরী সভার সভ্যগণ সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য ফিস্‌ পাইতেন। রাফেজনের প্রণালীতে কাহারও কোন প্রকার পারিশ্রমিক গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল না।

৯। রাফেজনের সমিতির ন্যায় শুল্‌জে্‌র সমিতির কর্ত্তৃত্ব সাধারণ সভার হস্তে ন্যস্ত এবং প্রত্যেক সভ্যের ভোটের সংখ্যা একটি মাত্র নির্দ্দিষ্ট ছিল। সাধারণ সভা কার্য্যকরী কমিটির সভ্য মনোনয়ন করিতেন। তিনটি সভ্য লইয়া এই কমিটি গঠিত হইত। ইহাদের সকলেই বেতন ভোগী। এতদ্ভিন্ন সাধারণ সভা আর একটি কমিটি মনোনীত করিয়া দিতেন। এই সভার সভ্যগণ বেতন ভোগী নহেন। কিন্তু সভার অধিবেশনে উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রত্যেকে ফিস্‌ পাইতেন। এই কমিটির উপর ঋণদান এবং হিসাব পত্র রাখার ভার ন্যস্ত হইত।

১০। রাফেজনের যাবতীয় গ্রাম্য সমিতি নগরস্থিত সেণ্ট্রল ব্যাঙ্কের সহিত সংযুক্ত ছিল। সেণ্ট্রল ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ গ্রাম্য সমিতির কার্য্যকলাপ তত্ত্বাবধান ও ক্রটী সংশোধন করিতেন। শুল্‌জে্‌র সমিতিগুলি যে কোন ব্যাঙ্কের সহিত আদানপ্রদান করিতেন। সমিতির কার্য্যাবলীর উপর এই সকল ব্যাঙ্কের কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব ছিল না।

১১। প্রত্যেক রাফেজন সমিতির কার্য্য তত্ত্বাবধানের জন্য পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু শুল্‌জে্‌র সমিতিগুলি আপনাদের কার্য্য আপনারাই পরীক্ষা করেন।

শুল্‌জে্‌র সমিতিগুলি উত্তরোত্তর অর্থকরী ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অধ্যক্ষগণ লাভের প্রত্যাশায় সুদের হার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কিছুকাল এইভাবে কার্য্য করিয়া সমিতির কর্ত্তৃপক্ষগণ দেখিলেন যে অন্যান্য যৌথ ব্যাঙ্ক এবং তাঁহাদের সমিতির মধ্যে বিশেষ কোনরূপ পার্থক্য নাই। তখন তাঁহারা আবার সুদের হার কমাইয়া লোকহিতকর কার্য্যে ব্রতী হইলেন।

দুইটি কারণে শুল্‌জের সমিতির দ্বারা কৃষিজীবিগণের তেমন উপকার হওয়া সুকঠিন। প্রথমতঃ, শেয়ার বা সমিতির অংশ না কিনিলে কেহ সভ্য হইতে পারিবে না। দরিদ্র কৃষক এই টাকা কোথায় পাইবে? দ্বিতীয়তঃ, তিন মাসের ভিতর টাকা সুদ সহ ফিরাইয়া দিতে হইবে। কৃষিকার্য্যের জন্যই কৃষক সাধারণতঃ ঋণ গ্রহণ করে। প্রায় বৎসরান্তে কৃষিজাত দ্রব্য তাহার ঘরে আসে। আবার বাজারে লইয়া বিক্রয় করিবার সময় ও সুযোগ আবশ্যক। সুতরাং এক বৎসরের পূর্ব্বে ঋণ পরিশোধ করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। তজ্জন্য শুল্‌জের সমিতি কৃষিজীবিগণের অভাব মোচনে তেমন কার্য্যকরী হইতে পারে নাই।

শুল্‌জের সমিতি কৃষকের পক্ষে অনুপযোগী কিন্তু ব্যবসায়ীর উপযোগী।

পক্ষান্তরে, এই সমিতিগুলির দ্বারা শিল্পী ও ব্যবসায়িগণ বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন। শিল্পী কি ব্যবসায়িগণের ঘরে কিছু মূলধন না থাকিলে তাহারা শিল্পকার্য্যে কি বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হয় না। সুতরাং শেয়ার বা অংশ ক্রয় করা তাহাদের পক্ষে সুকঠিন নহে। অথচ কোনরূপ ব্যবসায়ে খাটান টাকা তিন মাস, অন্ততঃ ছয় মাসের ভিতর অক্লেশে ফিরাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। কোনও ব্যবসায়ী ব্যক্তি মূলধনের টাকা ধার করিয়া মাল ক্রয় করিলেও, দরে একটু সুবিধা হওয়া মাত্র সমুদয় মাল বিক্রয় করিয়া লাভবান্ হইতে পারে। সাধারণতঃ মাল অধিককাল ঘরে মজুদ রাখিবার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং সমিতির টাকা অল্প সময়ের মধ্যে পরিশোধ করা তাহার পক্ষে কষ্টকর নহে। শুল্‌জের সমিতিগুলির দ্বারা এই শ্রেণীর লোকের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে।

শুল্‌জের সমিতি সভ্যগণের নৈতিক উন্নতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না রাখিয়া তাহাদের আর্থিক উন্নতির জন্য বিশেষ যত্নশীল হইতেন। তজ্জন্য সভ্যগণের চরিত্র সম্বন্ধে কোন তত্ত্ব লইবার নিয়ম ছিল না। কিন্তু রাফেজন তাঁহার

রাফেজনের সমিতির শ্রেষ্ঠত্ব।

সমিতির সভ্যগণের আর্থিক ও নৈতিক উভয়বিধ উন্নতি সাধনে ব্রতী হওয়াতে স্বদেশবাসীর প্রভূত উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। শুল্‌জের সমিতির অধ্যক্ষগণ সকলেই বেতনভোগী। রাফেজনের সমিতির পরিচালকগণের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। নিঃস্বার্থভাবে লোকহিতকর ব্রতসাধন শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্তই রাফেজন এই সুনিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

---

(৩)

লুজ্জাটীর কথা।

ইটালীর কৃষক ও শ্রমজীবী।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইটালীর কৃষক এবং নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবিগণ নিতান্ত নিঃস্ব অবস্থায় পতিত হইয়াছিল। তৎকালে তথায় উত্তমর্ণদিগের উৎপীড়ন ভীষণাকার ধারণ করিয়াছিল। এমন কি, সুদের হার বার্ষিক শতকরা সাতশত গুণ পর্য্যন্ত প্রচলিত হইয়াছিল। অথচ কেহ এই অতিরিক্ত সুদ পরিশোধ করিতে অক্ষম হইলে মহাজনেরা তাহাদের প্রদত্ত অর্থ দ্বারা ক্রীত গো মহিষাদি পর্য্যন্ত বাজেয়াপ্ত করিয়া লইতে পারিতেন।

লুজ্জাটীর সমিতি।

ইটালীর কৃষক ও শ্রমজীবিগণের এই দুর্দ্দশা দূর করিবার নিমিত্ত বিগত শতাব্দীর শেষভাগে তদ্দেশীয় এক মহাপুরুষ কৃতসংকল্প হন। তাঁহার নাম লুগী লুজ্জাটী। লুজ্জাটী তৎকালে মিলন নগরের শিল্প বিদ্যালয়ে অর্থনীতি শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। রাফেজন এবং শুল্‌জ্ ডিলিট্‌সের সমিতিগুলির সুফল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি ইটালীর দীন দুঃখীর দুঃখ মোচনে অগ্রসর হন। ১৮৬৬ সালে তিনি প্রথমতঃ মিলন নগরে চারিশত কুড়ি টাকা মূলধন লইয়া একটি সমিতি সংস্থাপন করেন। ইহাই ইটালীর সর্ব্বপ্রথম সমবায় সমিতি।

লুজ্জাটীর সমিতি রাফেজন এবং শুল্‌জ্ উভয়ের প্রণালীর সংমিশ্রণে গঠিত। তাঁহার সমিতির নিয়মগুলি নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত হইল :—

(১) কেবল সজ্জন এবং বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন।

(২) প্রত্যেক সভ্যকে সমিতির একটি শেয়ার বা অংশ ক্রয় করিতে হইবে। এই শেয়ারের টাকা দশ মাসের ভিতর কিস্তিমত পরিশোধ করিতে হইবে। অংশের মূল্য পঞ্চাশ লায়ার অর্থাৎ প্রায় ৩২৲ টাকা।

(৩) একজন সভ্য যত অংশই ক্রয় করুন না কেন সমিতির সভায় একটিমাত্র ভোটের অধিকারী হইবেন।

(৪) সভ্যগণের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ অর্থাৎ সভ্যগণ কেবল স্বীয় অংশের পরিমিত টাকার জন্য দায়ী থাকিবেন।

(৫) সভ্যগণ বিনা পারিশ্রমিকে কার্য্য করিবেন। কিন্তু সভাপতি, হিসাব রক্ষক এবং খাজাঞ্চী এই তিন ব্যক্তি বেতন পাইবেন।

সমিতি গণতন্ত্র-মূলক. সভ্যগণের সম্পত্তির তালিকা।

(৬) লুজ্জাটীর সমিতিও গণতন্ত্র মূলক অর্থাৎ দশের মতে ও সাহায্যে-পরিচালিত হইত। উহাতে ব্যক্তি বিশেষের প্রাধান্য লাভের কোনরূপ সুযোগ নাই। সভ্যগণ বৎসরান্তে সমবেত হইয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সভ্য নির্ব্বাচন, ঋণদানের নিমিত্ত একটি কমিটি এবং একটি আপিলের বোর্ড অর্থাৎ কমিটি নির্ব্বাচন করিতেন। ঋণদান কমিটির প্রস্তাবানুসারে কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা ঋণদান করিতেন। এই কমিটি প্রত্যেক সভ্যের সম্পত্তির একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন এবং তদ্দৃষ্টে খাতকের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া কেবল খতের উপর ঋণদান করিতেন। এই তালিকা বহি তিন মাস অন্তর সংশোধন করা হইত।

মূলধন সংগ্রহ।

কিন্তু লুজ্জাটীর সমিতির মূলধন অতি সামান্য হওয়াতে ঋণদানের পক্ষে একটি বিষম অন্তরায় উপস্থিত হয়। এই বিঘ্ন দূর করিবার নিমিত্ত লুজ্জাটী এক অভিনব উপায় অবলম্বন করেন। তিনি জানিতেন যে, এক ব্যাঙ্কের হুণ্ডি বা বরাতি চিঠি অন্য ব্যাঙ্কে গ্রহণ করিবার নিয়ম সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। এই হুণ্ডিগুলি তিন

মাস পর্য্যন্ত প্রবল থাকে। তাঁহার সমিতির ঋণও তিন মাসে পরিশোধ করিবার নিয়ম। সুতরাং নগদ টাকা ধার না দিয়া তিনি অপর ব্যাঙ্কের নামে বরাতি চিঠি দিতে আরম্ভ করেন। যাহাতে তাঁহার সমিতির উপর অপরাপর ব্যাঙ্ক সমূহের আস্থা স্থাপিত হয় তজ্জন্য তিনি তাঁহার সমিতির দৈনিক হিসাব প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন। ইহাতে আশাতিরিক্ত ফল লাভ হইয়াছিল। কারণ তাঁহার সাধুতার উপর নির্ভর করিয়া সকল ব্যাঙ্কই তাঁহার সমিতির বরাতি চিঠি গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে অচিরে তাঁহার সমিতিগুলির অর্থাভাব দূরীভূত হয়।

সভ্যগণের সাধুতা।

লুজ্জাটীর সমিতিগুলি সাধুতার উপর প্রতিষ্ঠিত। সজ্জন ও স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন না হইলে কেহই সমিতির সভ্য হইতে পারিতেন না। সমিতি হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে হইলে ঋণ প্রার্থীকে স্বকীয় সাধুতা ও স্বচ্ছলতার প্রমাণ করিতে হইত। অধিকন্তু তাহার পূর্ব্বকৃত যাবতীয় ঋণ পরিশোধ এবং সমিতির যে অংশ গ্রহণ করিবেন তাহার অর্দ্ধেক টাকা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিতেন। মাত্র তিন মাসের জন্য টাকা ধার দেওয়া হইত। শিল্পী ও ব্যবসায়ী লোকেরাই এই সমিতির সভ্য হইতেন। ব্যবসায়ের টাকা সহজে তাঁহারা তিন মাসের মধ্যে পরিশোধ করিতে পারিতেন। কেহ তিন মাসের মধ্যে শোধ করিতে অক্ষম হইলে তাহাকে আরও তিন মাস সময় দেওয়া হইত। অতি অল্প সুদে টাকা ধার দেওয়া হইত।

দরিদ্রও সৎ-ব্যক্তিকে ঋণদান।

অতি দরিদ্র অথচ সজ্জন শ্রমজীবিগণকে সমিতি হইতে ঋণ দানের বিশেষ বিধান ছিল। এই সকল লোকেরা সমিতির অংশ গ্রহণ করিতে অক্ষম হইলেও তাহাদিগকে টাকা ধার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইত। এই ঋণ বিনা সুদে দেওয়ারই নিয়ম ছিল। কেবল বিশ্বস্ত অথচ অভাবগ্রস্ত লোকেরাই এইরূপ ঋণ পাইত।

লুজ্জাটীর সমিতিগুলির উপকারিতা লোকে ক্রমে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করে। লুজ্জাটীর প্রযত্নে ইটালীতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে পঞ্চাশটি সমিতি প্রায় নব্বই লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া সংস্থাপিত হয়। ১৯০২ সালে সমিতির সংখ্যা প্রায় ছয়শত এবং মূলধন ও গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ প্রায় চল্লিশ কোটি টাকা হইয়াছিল। ১৯০৭ সাল পর্য্যন্ত সমিতির সংখ্যা প্রায় আট শত হইয়াছে দেখা যায়।

লুজ্জাটীর সমিতির বিস্তৃতি।

(৪)

ডাক্তার ওলমবার্গের কথা।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার ওলমবার্গ স্বীয় জন্মভূমি লরেগীয়া গ্রামে রাফেজনের প্রণালীতে একটি সমবায় সমিতি স্থাপন করেন। প্রথম সমিতি সংস্থাপন কালে গ্রামবাসী অধিকাংশ লোকই তাঁহার প্রতিকুলাচরণ করিয়াছিল। গ্রামে তথন প্রবল মাত্রায় দলাদলি চলিতেছিল। গ্রামের অধিবাসী নিরক্ষর কৃষককুল। তাঁহার সদুদ্দেশ্য তাহারা বুঝিতে অশক্ত। অশেষ প্রবর্ত্তনার পর গ্রামের বত্রিশটী লোক তাঁহার প্রথম সমিতিতে যোগদান করিতে সম্মত হয়। কিন্তু তাঁহার সমিতির উপকারিতা অনতিবিলম্বেই লোকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। অচিরে বহুতর সমিতি তদ্দেশে সংস্থাপিত হয়। ১৯০৭ সালে ডাক্তার ওলমবার্গের প্রণালীতে স্থাপিত সমিতির সংখ্যা পনর শতেরও উপর দাঁড়াইয়াছিল।

ওলমবার্গের সমিতি।

(৫)

সমবায়ের সুফল।

সমবায়ের সুফল।

সমবায় সমিতির সাহায্যে জর্ম্মণী ও ইটালীর কৃষক এবং শ্রমজীবি সম্প্রদায় কিরূপ উপকৃত হইয়াছে পাশ্চাত্য লেখকগণের গ্রন্থ হইতে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

"সর্ব্বত্র কৃষিকার্য্য উন্নতিলাভ করিয়াছে। শিল্প ও বাণিজ্য প্রসারিত হইয়াছে। কৃষকেরা অতি সস্তা পাইকারি দরে কৃষিকার্য্যের যন্ত্রাদি ক্রয় করিতেছে। অর্থগৃধ্নু মহাজনের উপদ্রব আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কৃষক ও শ্রমজীবীরা এখন নিজেই এক এক জন ক্ষুদ্র মহাজন হইয়াছে। তাহাদের সঞ্চিত অর্থ তাহারা ডাক ঘরে জমা না দিয়া সমিতির তহবিলে গচ্ছিত রাখে। কারণ, সমিতি তাহাদের স্বকৃত অনুষ্ঠান এবং উহার কার্য্যকলাপের উপর তাহাদের কর্ত্তৃত্ব আছে। অধিকন্তু, ইহাতে গ্রামের ধন গ্রামেই থাকে এবং গ্রামবাসীর সাহায্যার্থ ব্যবহৃত হয়। সমিতির সভ্যগণ সময়নিষ্ঠতা ও কার্য্যতৎপরতায় সকলের আদর্শ স্থানীয় হইয়াছেন। চৌর্য্যবৃত্তি পল্লীগ্রাম হইতে প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে। লোকের কার্য্যপটুতা বর্দ্ধিত হইয়াছে। শ্রমকাতর শ্রমী, অমিতাচারী মিতাচারী এবং মদ্যপায়ী পানদোষ বর্জ্জিত হইয়াছে। বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াও লোকে বিদ্যাভ্যাস করিতেছে।"

"মিতাচার ও সমবায়ের আলোকরশ্মি যথায় নিপতিত হইয়াছে, নৈশ তিমিরে প্রচ্ছন্ন পুষ্পোদ্যানের ন্যায় অজ্ঞাত ঐশ্বর্য্যরাশি তথায় লোকচক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়াছে।"

তৃতীয় অধ্যায়।

ভারতের কথা।

ভারতের কৃষক ও শ্রমজীবী সমূহ সাধারণতঃ দরিদ্র এবং তাহাদের অধিকাংশই ঋণগ্রস্ত। অনেক পরিবারেই ঋণ পুরুষানুক্রমে চলিতেছে। সর্ব্বত্রই মহাজন অতিমাত্রায় সুদ গ্রহণ করিয়া থাকেন। সুদের হার মাসিক শতকরা দুই টাকা হইতে তিন টাকা পয্যন্ত প্রচলিত আছে। স্থল বিশেষে ইহার পরিমাণ মাসিক ছয় টাকা পর্য্যন্তও নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং স্বল্পকাল মধ্যেই ঋণের মাত্রা দ্বিগুণ ত্রিগুণ হইয়া পড়ে। দরিদ্র কৃষক অনতিবিলম্বে ঋণভারে জড়ীভূত হয়। যথাসর্ব্বস্ব মহাজনের নিকট বিক্রয় করিয়াও সহজে ঋণ মুক্ত হইতে পারে না।

ভারতের কৃষক ও শ্রমজীবীর দুরবস্থা।

মহাজনেরা অনেক সময় ফসলের উপর টাকা দাদন করিয়া থাকেন। ফসল উৎপন্ন হওয়া মাত্র পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট মূল্যে খাতক তাহা মহাজনের নিকট বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। মহাজন স্থলবিশেষে সুদের পরিবর্ত্তে ফসল গ্রহণ করেন। এই প্রথার ফলে দরিদ্র কৃষক অর্জ্জিত ফসল অতি অল্প মূল্যে মহাজনের হস্তে অর্পণ করিয়া থাকে। কৃষকেরা প্রায়ই নিরক্ষর। অনেকেই সুদের হিসাব করিতে অক্ষম। পক্ষান্তরে মহাজনেরা সুচতুর আইনজ্ঞ লোক। একবার ঋণ গ্রহণ করিলে নিঃস্ব নিরক্ষর প্রজার পক্ষে মহাজনের করতল হইতে উদ্ধার লাভ করা সুকঠিন।

মহাজনের উপদ্রব।

পরস্পরে মিলিত হইয়া ঋণ গ্রহণের প্রথা অনেককাল হইতে মাদ্রাজ প্রদেশে প্রচলিত ছিল। তথাকার "কুত্তচিত্ত" নামক প্রথাটি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। কারণ উহা পরস্পরের সহযোগিতা, বিশ্বাস এবং সাধুতার উপর প্রতিষ্ঠিত। সংক্ষেপতঃ "কুত্তচিত্তের" প্রণালীটি এইরূপ :—

কুত্তচিত্ত।

কতকগুলি লোক একত্র হইয়া প্রত্যেকে মাসিক একটি কি দুইটি টাকা চাঁদা দিতে স্বীকৃত হয়। পঞ্চাশটি লোক মিলিত হইলে এরূপে মাসিক অন্ততঃ পঞ্চাশ টাকার ব্যবস্থা হয়। প্রত্যেকেই একটি নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত চাঁদা দিতে স্বীকার করে। পঞ্চাশজন লোক মিলিত হইলে পঞ্চাশ মাস পর্য্যন্ত চাঁদা চলিবে। কারণ প্রত্যেকেরই চাঁদার টাকা ঘরে ফিরিয়া আসা প্রয়োজন। এইরূপে পঞ্চাশটি লোক মিলিত হইলে প্রতি মাসে "সুরতি" খেলা হয়। প্রত্যেকে একটি করিয়া টাকা চাঁদা দিলে তহবিলে পঞ্চাশ টাকা মজুদ হইল। তখন সকলে মিলিয়া "সুরতি" খেলার আয়োজন করে। এই খেলায় যাহার নাম উঠিল সে মাসে এই পঞ্চাশ টাকা তাহাকেই ধার দেওয়া হইল। পরবর্ত্তি মাসে আবার এই পঞ্চাশজন সভ্যই পঞ্চাশ টাকা চাঁদা দিবে। আবার "সুরতি" খেলা হইবে। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তি মাসের খেলায় যাহার জয় হইয়াছে তাহার নাম বাদ দেওয়া হইবে। এইরূপ প্রত্যেকে প্রতিমাসে চাঁদা দিতে থাকে। পঞ্চাশ মাস পূর্ণ হইলে প্রত্যেকেই পঞ্চাশটি টাকা কর্জ্জ পাইয়া থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই ঋণ শোধ হইয়া যায়। ইহাতে অনায়াসে মূলধন সংগ্রহ করিয়া ঋণ দানের ব্যবস্থা করা হয় এবং বিনা ক্লেশে কিস্তি মত টাকা পরিশোধও হইয়া থাকে। এই রূপে ঋণ গ্রহণ করিয়া অনেক দরিদ্র লোকে গৃহ নির্ম্মাণ, চাষের বলদ কিম্বা জমি কিনিয়া থাকে। কেহ কেহ এই পুঁজি দিয়া ছোট ছোট এক একটি দোকান খুলিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

"কুত্তচিত্ত" প্রথায় লাভের ব্যবস্থা ও আছে। মাসিক সংগৃহীত চাঁদা

"স্বরতি" খেলার পরিবর্ত্তে নীলামে তুলিয়া বিলি করা হয়। পঞ্চাশ টাকা বিলির জন্য ডাক হইলে কেহ যদি তজ্জন্য ষাট টাকা দিতে প্রস্তুত হয় তখন তাহার নিকট হইতে ষাট টাকার খত লওয়া হয়। অতিরিক্ত দশ টাকা সভ্যগণের মধ্যে লাভের অংশ স্বরূপ বিভাগ করিয়া দেওয়া হয়।

নিধি।

এই "কুত্তচিত্তের" সুফল দেখিতে পাইয়া মাদ্রাজের কতিপয় রাজ-কর্ম্মচারী মহাজনের দায় হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য "সদর কাছারী তহবিল" নামে একটি ভাণ্ডারের সৃষ্টি করেন। ইহার অপর নাম "নিধি"। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন রাফজন্ ও শুল্জ ডিলিট্স জর্ম্মনীতে সমবায় সমিতি সংস্থাপনে ব্রতী, তৎকালে সুদূর ভারতের মাদ্রাজ নগরে কতিপয় রাজকর্ম্মচারী মিলিয়া সমবায়ের সুনীতি মূলে এই "সদর কাছারী ভাণ্ডার" বা "নিধি" প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম "নিধি" সাত বৎসরের জন্য স্থাপিত হয়। উহার প্রতি সভ্য মাসে এক টাকা করিয়া সাত বৎসরে ৮৪৲ টাকা দিতে স্বীকৃত হন। সাত বৎসর পরে ৮৪৲ টাকার অংশীদার ১০২॥০ পাইবেন এরূপ ব্যবস্থা হয়। এই প্রকারে সংগৃহীত মূলধন হইতে বার্ষিক শতকরা ৬৲ টাকা সুদে টাকা ধার দেওয়া হয়। কিন্তু ওয়াদামত সুদ পরিশোধ না করিলে দণ্ডসুদের ব্যবস্থা ছিল। "সুরতি" খেলার প্রণালীতে ঋণের টাকা বিলি করা হইত। সাধারণতঃ খাতককে বন্ধকী খতে টাকা কর্জ্জ দেওয়া হইত। কিছুকাল পরে এই "নিধি" গুলি চিরস্থায়ী করিবার ব্যবস্থা হয়। সভ্যগণের অংশ বা চাঁদার ম্যাদ অতীত হইলে পুনরায় নূতন সভ্য নিয়োগের বিধান হয়। ইহার ফলে কেবল মাত্র সভ্যের পরিবর্ত্তন ঘটিত; কিন্তু "নিধির" স্থায়িত্ব অক্ষুন্ন থাকিত। এই সকল "নিধি" নিম্নোক্ত চারিটি সুনিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত :—

১। একে অন্যের সাহায্য করা।

২। কতিপয় লোক মিলিয়া পরস্পরের সাহায্যার্থ মূলধন সংগ্রহ করা।

৩। সভ্যগণের অভাব মোচনের জন্য ঋণ দান করা।

৪। ভাণ্ডারের সমুদয় লভ্য সভ্যগণের মধ্যে বিলি করা।

অপেক্ষাকৃত সুশিক্ষিত লোকেরাই "নিধি" সংস্থাপন করেন; তথাপি নিধিসমূহ ক্রমশঃ দেশময় বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ১৯০৩ সালে দেখা যায় যে প্রায় ৩৬০০০ লোক এই নিধিসমূহের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন এবং উহাদের মূলধন প্রায় পঁচাত্তর লক্ষ টাকা হইয়াছে।

নিকল্‌সন্ সাহেব।

মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট উপরোক্ত নিধি সমূহের কার্য্যকলাপ আলোচনা করিয়া উহার ভবিষ্যৎ সাতিশয় আশাপ্রদ বলিয়া মনে করেন। এই ভাণ্ডারগুলি সমবায় সমিতির নিয়মানুসারেই প্রতিষ্ঠিত। তজ্জন্য পাশ্চাত্য দেশে প্রচলিত সমবায় সমিতির পদ্ধতি পরিদর্শন ও অনুশীলন করিবার নিমিত্ত মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট ১৮৯২ সালে তথাকার একজন সুযোগ্য রাজকর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত ফ্রেডরিক নিকলসন সাহেবকে ইয়ুরোপে প্রেরণ করেন। জর্ম্মনী ও ইটালীর কৃষক কুল ও শ্রমজীবী সমূহের উন্নতি কল্পে যে সকল সমবায় সমিতি তদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাদের পদ্ধতি অবলম্বন করিলে এতদ্দেশেও উক্ত প্রকারের সমিতি স্থাপনের ব্যবস্থা এবং তদ্রূপ ফল লাভ হইতে পারে কি না প্রধানতঃ এ বিষয়ের যথাযথ তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত শ্রীযুক্ত নিকল্‌সন্ সাহেব ইউ-রোপে গমন করেন। তিনি প্রায় পাঁচ বৎসর কাল ইয়ুরোপের নানা দেশে পরিভ্রমন করেন; এবং তদ্দেশে প্রচলিত সমবায় সমিতির কার্য্য প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া একটি বিবিধ তথ্যপূর্ণ রিপোর্ট মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট সমীপে উপস্থিত করেন। ভারতীয় কৃষক ও শ্রমজীবিবর্গের প্রকৃতি এবং অবস্থা বিগত শতাব্দীর শেষভাগে জর্ম্মণী এবং ইটালীর উক্ত শ্রেণীর লোকের প্রকৃতি ও অবস্থার অনুরূপ বলিয়া তাঁহার প্রতীতি হয়। তাঁহার সারগর্ভ রিপোর্টের শেষ কথা এই :—"রাফেজনের প্রণালী অবলম্বন করুন"। ১৮৯৭ ও ১৮৯৯ সালে নিকল্‌সন্ সাহেবের রিপোর্ট প্রকাশিত

হয়। ইহার পর ১৯০১ সালে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ছোটলাট শ্রীযুক্ত স্যার এ, পি, মেক্‌ডনেল্ (Lord Macdonnell) সাহেবের আদেশে তৎ-প্রদেশে প্রায় দুইশত সমবায় সমিতি স্থাপিত হয়। ক্রমে শ্রীযুক্ত মেক্‌লেগান সাহেবের (Sir Edward Maclagan) চেষ্টায় পঞ্জাবে এবং শ্রীযুক্ত পি, ছি, লায়ন সাহেবের উদ্‌যোগে বঙ্গদেশেও কয়েকটি সমবায় সমিতি সংস্থাপিত হয়। কিন্তু প্রচলিত বিধি অনুসারে সমবায় সমিতির কার্য্য পরিচালিত হওয়া সুকঠিন মনে করিয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট একটি স্বতন্ত্র বিধি প্রণয়নের ব্যবস্থা করেন। এই নূতন বিধির ভূমিকা পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে, "কৃষক, শিল্পী এবং অল্প আয় বিশিষ্ট অপরাপর ব্যক্তিদিগের মধ্যে মিতাচার এবং স্বাবলম্বনগুণ বর্দ্ধিত" করিবার নিমিত্তই এই ব্যবস্থা (ঋণদান বিষয়ক ১৯০৪ সালের দশ আইন) প্রণয়ন করা হইয়াছে। কৃষক সম্প্রদায়কে ঋণভার হইতে বিমুক্ত করাই এই বিধির প্রধান লক্ষ্য ছিল। শিল্পী এবং সহরবাসী স্বল্প-আয়-বিশিষ্ট লোক সমূহকেও ঋণদানের নিমিত্ত সমিতি গঠনের ব্যবস্থাও ইহাতে করা হইয়াছিল। এই বিধির দ্বারা সমিতিগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা :—

সমবায়ের বিধি।

(১) গ্রাম্য সমিতি; কেবল কৃষিজীবিগণ লইয়া এই সমিতি গঠিত হইবে।

(২) নাগরিক সমিতি; কেবল শিল্পী ও স্বল্প-আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ইহার সভ্য হইবেন।

উভয়বিধ সমিতি অপেক্ষাকৃত অল্প আয় বিশিষ্ট লোক লইয়াই গঠিত হইবে। কারণ ধনী লোকের জন্য এই বিধি প্রণয়ন করা হয় নাই। সভ্যগণ পরস্পরের নিকটবাসী কিম্বা এক জাতি, সম্প্রদায় বা পেশাভুক্ত হওয়া আবশ্যক; কারণ নিকটবাসী না হইলে একে অন্যের বিষয় সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন তাহার অভাব ঘটিবে এবং ইহাতে সমিতির কার্য্য

পরিচালনায় বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা। সমিতির সভ্য নির্ব্বাচন প্রণালীর দ্বারা নিযুক্ত হইবেন। বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে সমিতি প্রতিষ্ঠিত; যিনি সকলের বিশ্বাসভাজন তাঁহাকেই সভ্য শ্রেণীভুক্ত করা যাইবে। ঋণ-গ্রহণের অগ্রেই সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত হওয়া আবশ্যক। মূলধনে প্রত্যেক সভ্যের যে পরিমাণ স্বার্থই থাকুকনা কেন, সমিতির বিষয়কার্য্যে সভ্যস্বরূপ তাঁহার একটি মাত্র ভোট থাকিবে। ব্যক্তিগত দায়িত্বে ঋণ দেওয়া যাইবে। কিন্তু উপযুক্ত জামিন লইতে হইবে। কৃষিজাত দ্রব্য জামিন স্বরূপ অথবা ঋণ শোধের জন্য গ্রহণ করিতে বাধা নাই। কারণ, কৃষককুলের পক্ষে উহা উপযোগী। সমিতির লভ্য সভ্যগণের মধ্যে বিভাগ করা নিষিদ্ধ। কারণ পরস্পরের সাহায্য করা ভিন্ন কারবার করিয়া লাভবান হওয়া এই সমিতির লক্ষ্য নহে। সমিতির যাহা লভ্য হইবে, তাহা একটি পৃথক ভাণ্ডারে বা রিজার্ভ ফণ্ডে রক্ষিত হইবে। এই তহবিলের টাকা মজুত হইলে ক্রমে সভ্যগণের সুদের হার কমাইয়া দেওয়া হইবে।

নাগরিক সমিতির দায়িত্ব সীমাবদ্ধ বা অসীমাবদ্ধ হইতে পারে। রিজার্ভ ফণ্ডে কিছু টাকা জমা রাখিয়া ইহার লভ্যের টাকা অংশীদারগণকে ভাগ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। নাগরিক সমিতি এক জেলাভুক্ত গ্রাম্য সমিতিকে টাকা কর্জ্জ দিতে পারেন। বার্ষিক হিসাব পরীক্ষার বিধান হয়। ষ্ট্যাম্প, রেজেষ্টরী ও ইন্‌কম্‌ টেক্স আইনের কতকগুলি বিধান হইতে সমিতিগুলিকে বিমুক্ত করা হয়।

এই বিধি অনুযায়ী সাত বৎসরকাল কার্য্য পরিচালনার পর কএক বিষয়ে ইহার অপূর্ণতা পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ দেখা গেল যে ঋণদান ভিন্ন অন্যবিধ কোন উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতি গঠনের ব্যবস্থা ইহাতে করা হয় নাই। শিল্পী, মৎস্যজীবী কিম্বা অপর কোন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত সঙ্গতিবিহীন লোকেরা নিজেদের ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সমিতি গঠন করিলে তাহাদের বিশেষ উন্নতি লাভের সম্ভাবনা। ইয়ুরোপে

এবম্বিধ সমিতির দ্বারা অনেক ব্যবসায়ের বিস্তৃতি ও উন্নতি হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, গ্রাম্য সমিতির তত্ত্বাবধান, শিক্ষাদান এবং মূলধন সংগ্রহের নিমিত্ত কোনরূপ সম্মিলনী (Union) কিম্বা কেন্দ্রীয় সমিতি (Central Bank) সংস্থাপনের বিধান উপরোক্ত বিধিতে করা হয় নাই। অথচ জর্ম্মণীতে শেষোক্ত সমিতির দ্বারা প্রাথমিক সমিতির অশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। প্রধানতঃ, এই দুইটি অপূর্ণতা নিরাকরণ মানসে ১৯১২ সালে আবার সমবায় বিষয়ক নূতন বিধি (১৯১২ সালের ২ আইন) সঙ্কলিত হয়। ইহাতে কেন্দ্রীয় সমিতি (Central Bank) ও সম্মিলনী (Union) সংস্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। এই বিধির বলে ঋণ-দান ভিন্ন অপর যে কোন উদ্দেশ্যে সমিতি গঠন করা যাইতে পারে। বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন প্রকারের সমিতিগুলি পরিচালনার নিমিত্ত ইহাতে স্থানীয় গভর্ণমেণ্টকে নিয়মাবলী গঠনের ক্ষমতা ও প্রদত্ত হইয়াছে। এক্ষণে এই সকল নিয়মানুসারেই প্রত্যেক সমিতির উপবিধি সমূহ গঠিত হইয়া থাকে।

সমবায়ের বিধি রাফেজনের প্রণালীতে গঠিত।

উপরোক্ত বিবরণ পাঠে পাঠকবর্গ অবগত হইয়াছেন যে স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট আমাদের দেশে সমবায় সমিতির স্থচনা করিয়াছেন। কিন্তু ইয়ুরোপখণ্ডে ব্যক্তিগত চেষ্টা ও উদ্যোগেই সমবায় সমিতিগুলির সৃষ্টি হইয়াছিল। ভারত গবর্ণ-মেণ্ট রাফেজনের প্রণালীই যে সমধিকরূপে অবলম্বন করিয়াছেন তাহা সমবায় সমিতি বিষয়ক আইনের বিধানগুলির আলোচনা করিলেই সম্যক উপলব্ধি হইবে। আমরা নিম্নলিখিত কএকটি বিধির প্রতি পাঠকবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি :—

১। কৃষক, শিল্পী এবং অল্প আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের মধ্যে মিতাচার এবং স্বাবলম্বন গুণ বৰ্দ্ধিত করণার্থ ভারত গবর্ণমেণ্ট এই বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন।

২। ঋণদান করা যে সমিতির উদ্দেশ্য এবং কৃষকগণ যাহার সভ্য সেই সমিতির দায়িত্বের সীমা নির্দ্দিষ্ট থাকিবেনা।

৩। কোনও গ্রাম কি গ্রামপুঞ্জ কিম্বা সহরবাসী অন্যূন দশজন সভ্য লইয়া সমিতি গঠন করা যাইতে পারে। অধিকন্তু একই পেশা, সম্প্রদায় বর্ণ বা জাতিভুক্ত অন্যূন দশজন লোক ভিন্ন ভিন্ন গ্রামবাসী হইলেও সমিতি গঠন করিতে পারিবেন। শেষোক্ত বিধান রাফে-জেনেব প্রণালীতে দেখা যায় না। কিন্তু ভাবতবর্ষে বর্ণগত বন্ধন (Caste System) অতিশয় প্রবল; তজ্জন্য এই অভিনব ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৪। অধিকাংশ পবিমাণে শিল্পী কি অপর কোন ব্যবসায়ী লোক লইয়া যে সমিতি গঠিত হইবে তাহার দায়িত্ব সীমাবদ্ধ অথবা অসীমাবদ্ধ হইতে পারে।

৫। কেবল বিশ্বাসভাজন লোক লইয়া সমিতি গঠন করাই প্রশস্ত।

৬। সমিতির মূলধনে প্রত্যেক সভ্যের যে পরিমাণ স্বার্থই থাকুক, সমিতির বিষয় কার্য্যে তাহার একটি মাত্র ভোট থাকিবে। রাফেজেনেব সমিতির ন্যায় আমাদের দেশের সমিতিও গণতন্ত্র মূলক।

৭। বার্ষিক সাধারণ সভায় সমিতির অধিকাংশ সভ্যের মতে একটি কমিটি বা পঞ্চায়েৎ গঠিত হইবে। এই কমিটি সাধারণ সভার অনুমত্যা-নুসারে সমিতির যাবতীয় কার্য্য পরিচালনা করিবেন; কিন্তু কোনরূপ পারিশ্রমিক লইবেন না।

৮। অসীম দায়িত্ব বিশিষ্ট কোন সমিতি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত কোনও প্রকারের লভ্য বণ্টন করিতে পারিবেন না। সমিতির লভ্য একটি এজমালী ভাণ্ডারে (Reserve Fund) রক্ষিত হইবে।

ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রযত্নে ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ১৪,৮৬১টি

সমবায় সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের সভ্য সংখ্যা প্রায় সাত লক্ষ (৬,৯৫,১৯৮) এবং মূলধন প্রায় সাড়ে সাত কোটি টাকা (৭,৪৫,৩১,৭২৮৲)। এই সকল সমিতির দ্বারা এ দেশের দরিদ্র কৃষক ও শ্রমজীবিবর্গের যে কি মহৎ উপকার সাধিত হইতেছে তাহা স্থানান্তরে বর্ণিত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

বঙ্গদেশের কথা।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বঙ্গদেশের কৃষককুলও ঋণজালে জড়িত। ইহাদিগকে অতিরিক্ত সুদের দায় হইতে বিমুক্ত এবং ইহাদের আর্থিক এবং চরিত্রগত উন্নতি সাধনের নিমিত্ত বাঙ্গালার প্রতিগ্রামে সমবায় সমিতি সংস্থাপনের সূচনা হইতেছে। সমবায় সমিতির তত্ত্বাবধানার্থ সাক্ষাৎভাবে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ সংস্থাপিত হইয়াছে। এই বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী রেজিষ্ট্রার নামে পরিচিত। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের দপ্তরে ইঁহার আফিস স্থাপিত হইয়াছে। ইঁহার অধীনে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় কতিপয় ইনস্পেক্টর নিযুক্ত আছেন। ইঁহারা গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়া সমবায় সমিতি সংস্থাপন, উহার কার্য্যকলাপ তত্ত্বাবধান এবং সভ্যগণকে সমবায়ের পদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষাদান প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকেন। বিভিন্ন জিলায় ও সুদূর পল্লীতে অবস্থিত প্রাথমিক সমিতি সমূহের কার্য্যাবলী সুচারুরূপে তত্ত্বাবধান করা একজন রেজিষ্ট্রার সাহেবের পক্ষে সম্ভবপর নহে। তজ্জন্য স্থানে স্থানে কতিপয় গ্রাম্য সমিতি লইয়া এক একটি সম্মিলনী বা ইউনিয়ন স্থাপিত হইতেছে। এক একটি জিলা বা মহকুমার অন্তর্গত যাবতীয় গ্রাম্য সমিতির নিমিত্ত অর্থসংগ্রহ এবং তাহাদের কার্য্যকলাপ তত্ত্বাবধান প্রভৃতির কার্য্য সাধনের নিমিত্ত প্রতি জিলার সদরে এবং প্রতি মহকুমায় এক একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা সেণ্ট্রেল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। বঙ্গদেশের যাবতীয় সেণ্ট্রেল ব্যাঙ্কের অর্থ সংগ্রহ এবং তাহাদের কার্য্যপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করণার্থ

সমবায় সমিতির রেজিষ্ট্রার।

বিবিধ শ্রেণীর ব্যাঙ্ক।

রাজধানী কলিকাতা সহরে অবিলম্বেই একটি প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবে। এ পর্য্যন্ত* বঙ্গদেশে যে শ্রেণীর যতগুলি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে, তাহার মূলধন এবং সভ্যসংখ্যা সহ একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

শ্রেণী	মোট সংখ্যা	মোট সভ্য সংখ্যা	মোট মূলধন
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক।	৩৮	৪৯২০	৪০,৮৮,৬১৩
ইউনিয়ন	৮	১৪১	৪,৫২৩
প্রাথমিক সমিতি বা ব্যাঙ্ক।	১,৯৪৬	১,০২,০৫৭	৬১,০৮,৪৮১

উপরোক্ত তিন শ্রেণীর সমিতির কার্য্যাবলীর বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

১। প্রাথমিক সমিতি বা ব্যাঙ্ক।

সমিতি গঠন।

আঠার বৎসরের অধিক বয়স্ক অন্যূন দশজন লোক একত্র হইলে একটি প্রাথমিক সমিতি গঠন করা যাইতে পাবে। কিন্তু এই দশ ব্যক্তি এক গ্রাম বা গ্রামপুঞ্জ বাসী হওয়া আবশ্যক। ভিন্ন ভিন্ন গ্রামবাসী হইলেও এক সম্প্রদায়, শ্রেণী, জাতি বা পেশাভুক্ত দশ ব্যক্তি মিলিত হইয়া একটি সমিতি গঠন করিতে পারেন। প্রার্থিগণের মধ্যে অন্ততঃ মাতৃভাষায় অভিজ্ঞ তিন চারিটি লোক থাকা প্রয়োজনীয়। সমিতিতে শিক্ষিত লোক অধিক থাকিলে উহার কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। উপরোক্ত প্রার্থিগণ গ্রাম্য সমিতির দুই খণ্ড নিয়মাবলীতে (উপরিধিতে) এবং একখণ্ড আবেদন পত্রে সকলের স্বাক্ষর গ্রহণ করিয়া সেণ্টেল ব্যাঙ্কের কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের যোগে রেজিষ্ট্রার সাহেবের

* ১৯১৫ সাল পর্য্যন্ত।

নিকট প্রেরণ করিবেন। প্রার্থিগণের মধ্যে কেহ নিরক্ষর হইলে তাঁহার টিপ সহি লইবেন। উপবিধিতে সমিতির নাম উল্লেখ করিতে হইবে। কি উদ্দেশ্যে সমিতি স্থাপিত হইতেছে নামের দ্বারা যেন তাহা স্পষ্ট প্রকাশিত হয়। সুহৃদ সমিতি, বান্ধব সমিতি, ধর্ম্মভাণ্ডার প্রভৃতি নাম ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক, যৌথ গ্রাম্য ব্যাঙ্ক, ঋণ-দান সমিতি প্রভৃতি আখ্যা ব্যবহার করা যাইতে পারে। কোন্ কোন্ গ্রাম লইয়া সমিতি গঠিত হইল এবং তন্মধ্যে কোন গ্রামে আফিস থাকিবে তাহাও উপবিধিতে লেখা আবশ্যক। সমিতিতে কেহ ভর্ত্তি হইবার প্রার্থনা করিলে ভর্ত্তি ফি কত দিতে হইবে এবং সভ্যগণকে কি সুদে টাকা কর্জ্জ দেওয়া যাইবে তদ্বিষয় উপবিধিতে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। সচরাচর ॥০ আনা ভর্ত্তির ফি ধার্য্য হয়। আবেদন পত্রের সঙ্গে সকল প্রার্থীর সম্পত্তি ও ঋণের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে। এই তালিকার মুদ্রিত ফারম সেণ্ট্রেল ব্যাঙ্কের আফিসে পাওয়া যায়।

উপরোক্ত কাগজ পত্র আলোচনা করিয়া রেজিষ্ট্রার সাহেব আবেদন পত্র গ্রাহ্য অথবা অগ্রাহ্য করিতে পারেন। গ্রাহ্য করিলে আইনের বিধান মত ব্যাঙ্ক রেজেষ্টারী করিবেন এবং তদ্বিষয়ের একখানি সার্টিফিকেট প্রার্থিগণের নিকট পাঠাইবেন। ব্যাঙ্কের উপবিধিগুলিও এতৎসঙ্গে মঞ্জুর করিবেন। রেজিষ্ট্রার সাহেবের প্রদত্ত সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইলেই সমিতির কার্য্যারম্ভ করা যাইতে পারে। কিন্তু সমিতির মূলধন সংগৃহীত না হইলে কিরূপে কার্য্যারম্ভ হইতে পারে? তজ্জন্য স্থানীয় সেণ্ট্রেল ব্যাঙ্কের সহিত সমিতির সংযুক্ত হওয়া আবশ্যক। কারণ এই ব্যাঙ্ক গ্রাম্য সমিতির মূলধন সরবরাহ করিয়া থাকেন। সেণ্ট্রেল ব্যাঙ্কের নিকট আবেদন করিলে মূলধন পাওয়া যাইবে। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে সমিতির সকল সভ্য মিলিয়া একটি সভা করিবেন। উহাকে সাধারণ সভা বলে। এই

সমিতির মূলধন সংগ্রহ।

সভায় অধিকাংশ সভ্যের মত হইলে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সমীপে সংযুক্ত হওয়ার প্রার্থনা করিবেন। তৎসঙ্গে সভ্যগণের সম্পত্তি ও ঋণের এক খণ্ড তালিকা দিবেন। সংযুক্ত করার জন্য উক্ত ব্যাঙ্ক পাঁচ টাকা ভর্ত্তির ফি লইয়া থাকেন। এই ভর্ত্তির ফি দিলে সমিতির অবস্থা বিবেচনা করিয়া সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষগণ উহা তাহাদের ব্যাঙ্কের সহিত সংযুক্ত করিবেন এবং উহার মূলধন যোগাইবেন। ঋণ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে সংযুক্ত সমিতিকে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের কতক শেয়ার বা অংশ ক্রয় করিতে হইবে; সংযুক্ত সমিতি যত টাকার অংশ ক্রয় করিবেন তাহার দশগুণের অধিক টাকা কর্জ্জ পাইবেন না। যদি গ্রাম্য সমিতি অন্যত্র মূলধন সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহা হইলে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের নিকট ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন নাই। কিন্তু উহার সহিত সংযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। কারণ সংযুক্ত হইলে উক্ত ব্যাঙ্কের দ্বারা নানা বিষয়ে সাহায্য পাওয়া যাইবে এবং কার্য্য পরিচালনার অনেক সুবিধা হইবে। কোন কোন সমিতি শেয়ার বা অংশ বিক্রয়ের দ্বারা মূলধন সংগ্রহ করেন। অংশের টাকা সভ্যগণ ক্রমশঃ শোধ করিয়া থাকেন। কিন্তু এইরূপে অর্থ সংগ্রহ করা কৃষিজীবিগণের পক্ষে সহজ নহে। যে অঞ্চলে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় নাই, তথায় সমবায় সমিতির রেজিষ্ট্রার সাহেব স্বয়ং মূলধন সংগ্রহ করিয়া দেন।

সমিতি ও মহাজন।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে এত কষ্ট করিয়া সমিতি স্থাপনের প্রয়োজন কি? গ্রাম্য মহাজনের নিকট ঋণ গ্রহণ করিলেই অভাব মোচন হইতে পারে। কিন্তু সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য বর্ত্তমান মহাজনী প্রথার ফলে গ্রামে দিন দিন দরিদ্রতা বৃদ্ধি পাইতেছে। মহাজন অতিরিক্ত সুদের হারে টাকা কর্জ্জ দিয়া কিছু কাল নীরব থাকেন, কিন্তু ক্রমে ঋণের পরিমাণ দ্বিগুণ ত্রিগুণ হইলে তাঁহার প্রাপ্য টাকার জন্য উৎপীড়ন আরম্ভ করেন এবং তাহা না পাইলে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া খাতকের যথাসর্ব্বস্ব হস্তগত করেন।

ইহার ফলে দিন দিন গ্রামবাসীর দরিদ্রতা বৃদ্ধি পাইতেছে। পক্ষান্তরে, গ্রামবাসীর এই দৈন্যদশা দূর করাই সমবায় সমিতির প্রধান লক্ষ্য। এই সমিতি আবশ্যক মত অল্প সুদে ঋণ দান করেন, কিস্তিমত সুদ এবং ওয়াদা-মত আসল টাকা আদায় করেন। সকলকে সঞ্চয়ী হইতে উপদেশ দেন এবং সঞ্চিত ধন আমানত স্বরূপ গ্রহণ করেন। এই সমিতির দ্বারা যে সুফল ফলিতেছে শেষ অধ্যায়ে তাহা বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সমিতির কার্য্য যাহাতে সুনিয়মে পরিচালিত হয় তজ্জন্য সকলের যত্ন করা কর্ত্তব্য।

উদ্দেশ্য।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সভ্যগণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করাই গ্রাম্য সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। উহার সভ্যগণ একে অন্যের জন্য দায়ী হইয়া অল্প সুদে টাকা সংগ্রহ করিবেন। উক্ত টাকা কেবল প্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্য সভ্যগণকে কর্জ্জ দিবেন। সকলেই ভবিষ্যতের জন্য কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া সমিতির তহবিলে আমানত রাখিবেন। সমিতি তজ্জন্য সুদ দিয়া থাকেন।

সভ্য।

যাঁহারা সমিতি স্থাপনের জন্য প্রার্থনা করেন তাঁহারাই সমিতির সভ্য। যে যে গ্রামের জন্য সমিতি স্থাপিত হইয়াছে, সেই সেই গ্রামবাসী আঠার বৎসরের অধিক বয়স্ক যে কোন ব্যক্তি সমিতিতে যোগদান করিতে পারেন। কিন্তু সচ্চরিত্র হওয়া আবশ্যক। কেহ অন্য কোন প্রাথমিক সমিতির সভ্য থাকিলে তাহাকে সভ্য শ্রেণীভুক্ত করা নিষিদ্ধ। মৃত সভ্যের নাবালক উত্তরাধিকারী সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। নূতন সভ্য সভ্যের তালিকা বহিতে স্বাক্ষর বা টিপ সহি দিবেন। তাঁহার সম্পত্তি ও দেনার একটি তালিকাও দিবেন। রেজিষ্ট্রার সাহেবের অনুমতি ব্যতীত ব্যাঙ্কের সভ্য সংখ্যা পঞ্চাশ জনের অধিক করা নিষিদ্ধ। অধিক লোক হইলে কাজের অসুবিধা ঘটে।

যোন ব্যক্তি সভ্য হইবার ইচ্ছা করিলে কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটির নিকট আবেদন করিবেন। কমিটি তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলে তিনি সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইবেন। কমিটির দুইজন সভ্যের অমত হইলে তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইবে। মনোনীত সভ্যকে ভর্ত্তির ফি দিতে হইবে। কোন সভ্যের মৃত্যু হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারী কিম্বা মনোনীত ব্যক্তি যদি তিন মাসের মধ্যে ভর্ত্তি হন তাহা হইলে ভর্ত্তির ফি লাগিবে না।

সভ্য নির্ব্বাচনের বিধি।

কোন সভ্য পদ ত্যাগ করিলে, ব্যাঙ্কের এলাকা হইতে স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হইলে, পাগল বা দেউলিয়া হইলে সভ্য থাকিতে পারিবেন না। ব্যাঙ্কে ভর্ত্তি হইবার তিন বৎসরের মধ্যে কেহ ইচ্ছা পূর্ব্বক সভ্য পদ পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। তিন বৎসরের পর কমিটিকে সংবাদ দিয়া ব্যাঙ্কের সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু নিজের দেনা কিম্বা কাহারও জামিন হইয়া থাকিলে তাহার দেনা শোধ করিয়া যাইতে হইবে।

সভ্য পদরহিত হওয়ার কথা।

কোনও সভ্য উপবিধি লঙ্ঘন করিলে কিম্বা ব্যাঙ্কের স্বার্থের হানি জনক কাজ করিলে, ইচ্ছা পূর্ব্বক নিজের দেনা শোধ না করিলে, বা কোন গুরুতর রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইলে অথবা সমিতিকে প্রতারণা করিলে, কমিটি তাহাকে সভ্যপদ হইতে বিচ্যুত করিতে পারেন। কিন্তু সাধারণ সভার চারি ভাগের তিন ভাগ সভ্য মত না দিলে কমিটির আদেশ বহল থাকিবে না।

সভ্যপদ হইতে বিচ্যুত করিবার বিধান।

সাধারণতঃ প্রাথমিক সমিতির দায়িত্ব অসীমাবদ্ধ। সমিতির সমস্ত দেনার জন্য প্রত্যেক সভ্য পৃথকভাবে দায়ী এবং সকলে মিলিতভাবে দায়ী। মহাজন সমিতির নিকট প্রাপ্য টাকা যে কোন সভ্যের নিকট হইতে অথবা সকল সভ্যের নিকট হইতে আদায় করিতে পারেন। কোনও সভ্য ব্যাঙ্ক ত্যাগ করিলে ত্যাগের সময়

সভ্যগণের দায়িত্ব।

ব্যাঙ্কের যে দেনা থাকে তজ্জন্য ত্যাগের তারিখ হইতে আরও দুই বৎসর-কাল পর্য্যন্ত দায়ী থাকিবেন। কোনও সভ্যের মৃত্যু হইলে তাঁহার মৃত্যু-কালে সমিতির যে দেনা থাকে তজ্জন্য তাঁহার সম্পত্তি এক বৎসর কাল দায়ী থাকিবে। কৃষক ভিন্ন অন্য শ্রেণীর লোক মিলিত হইলে সীমাবদ্ধ দায়িত্ব বিশিষ্ট সমিতি ও গঠন করা যাইতে পারে।

সাধারণ সভা।

সমিতির সকল সভ্য লইয়া একটি স্থায়ী সাধারণ সভা থাকিবে। সমিতির সকল বিষয়ে সকলের উপর সাধারণ সভা কর্ত্তৃত্ব করিবেন। এই সভা কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটির উপর সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন। বৎসরে অন্ততঃ একবার সাধারণ সভার অধিবেশনে হইবে। প্রয়োজন মত অন্য সময়েও ইহার অধিবেশন হইতে পারে। এক পঞ্চমাংশ সভ্য উচিত বিবেচনা করিলে সাধারণ সভা আহ্বান করিতে পারেন। সাধারণ সভা আহ্বান করিতে হইলে, সভা বসিবার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হওয়া আবশ্যক; উপস্থিত সভ্যগণ সাধারণ সভার সভাপতি মনোনীত করিবেন। এক পঞ্চমাংশ সভ্য উপস্থিত হইলেই সভার কার্য্য চলিবে। কিন্তু সমিতির মোট সভ্য সংখ্যা ৪০ জনের কম হইলে অন্ততঃ আট জন সভ্য উপস্থিত না হইলে কোন কার্য্য করা হইবে না। প্রত্যেক সভ্যের একটি মাত্র ভোট থাকিবে এবং কেবল উপস্থিত সভ্যগণ ভোট দিবেন। কোনও বিষয়ে মত ভেদ হইলে অধিকাংশ সভ্যের মতানুসারে কার্য্য হইবে। দুই পক্ষে সমান ভোট হইলে সভাপতি একটি অতিরিক্ত ভোট দিতে পারিবেন। সভার কার্য্য বিবরণ একখানি বহিতে লিখিয়া রাখিতে হইবে এবং সমিতির সম্পাদক ও সভাপতি উহাতে স্বাক্ষর করিবেন। সাধারণ সভা নিম্নলিখিত কার্য্য করিবেন :—

(১) সমিতির বৎসর কখন আরম্ভ এবং শেষ হইবে তাহা স্থির করিবেন এবং উক্ত বৎসরে সমিতির কাজ চালাইবার জন্য একটি কমিটি ও সেই কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিবেন;

(২) উক্ত বৎসরের জন্য সমিতি মোট কত টাকা কর্জ্জ লইবেন তাহা স্থির করিবেন ;

(৩) সমিতি কত সুদে টাকা আমানত গ্রহণ করিবেন তাহা নির্ণয় করিয়া দিবেন ;

(৪) প্রতি সভ্য কত টাকা পর্য্যন্ত সমিতি হইতে কর্জ্জ লইতে পারেন তাহা ধার্য্য করিবেন ;

(৫) কমিটির সভ্য অথবা কোন কর্ম্মচারীর নামে কেহ নালিশ করিলে তাহার মীমাংসা করিবেন ;

(৬) হিসাব রক্ষকের পারিতোষিক এবং বেতনভোগী কর্ম্মচারীর বেতন নির্দ্ধারণ করিবেন ; এবং

(৭) অন্যান্য যে কোন বিষয় আবশ্যকীয় বিবেচনা করেন তাহার মীমাংসা করিবেন ;

কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটি।

অন্যূন ৫ জন এবং অনধিক ৯ জন সভ্য লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইবে। সভ্যগণ প্রতি বৎসর সাধারণ সভায় এই কমিটি গঠন করিবেন। কমিটির সভ্যগণের মধ্যে একজন সভাপতি ও একজন সম্পাদক হইবেন। সভাপতি সাধারণ সভায় মনোনীত হইবেন। কমিটি নিজেদের মধ্য হইতে একজন সম্পাদক নিযুক্ত করিবেন। মাসে অন্ততঃ একবার কোনও নির্দ্দিষ্ট দিনে ও স্থানে কমিটির অধিবেশন হইবে। অন্ততঃ তিন জন সভ্য এবং যে স্থলে কমিটির সভ্য ছয় জনের অধিক সেই স্থলে ৪ জন সভ্য উপস্থিত না হইলে কোনও কার্য্য হইবে না। কমিটি নিম্নোক্ত কার্য্য করিবেন ঃ—

(১) সভ্যপদ প্রার্থীর আবেদন পত্র বিবেচনা করিবেন ;

(২) সমিতির মূলধন সংগ্রহ করিবেন ;

(৩) কর্জ্জের আবেদন পত্র সকল বিবেচনা করিবেন ; কর্জ্জ দিলে, কত সময়ের জন্য কত টাকা কিরূপ জামিনে দেওয়া হইবে তাহা স্থির করিবেন ;

(৪) যে উদ্দেশ্যে টাকা কর্জ্জ দেওয়া হইয়াছে তাহাতেই খরচ হইয়াছে কিনা দেখিবেন; উদ্দেশ্য মত খরচ না হইলে টাকা ফিরাইয়া লইবেন।

(৫) ঋণ গ্রহীতা ও জামিনদারের অবস্থার তদন্ত করিবেন;

(৬) কর্জ্জের টাকার কিস্তিমত সুদ এবং ওয়াদামত আসল আদায় করিবেন;

(৭) আবশ্যক বোধ করিলে আদালতে নালিশ করিয়া প্রাপ্য টাকা আদায় করিবেন;

(৮) তহবিলদারের হাতে মজুত তহবিল মাসিক বৈঠকে মিলাইয়া দেখিবেন;

(৯) সমিতির প্রাপ্য টাকা উসুল ও আবশ্যকীয় ব্যয় করিবেন;

(১০) নির্দ্দিষ্ট সময়ে আয় ব্যয়, দেনা পাওনা ও লাভ লোকসানের হিসাব প্রস্তুত করিবেন; এবং

(১১) সাধারণ সভার আদেশ মত অন্যান্য কার্য্য করিবেন।

সমিতির তহবিল সভাপতির নিকট থাকিবে। কমিটি আবশ্যক মনে করিলে পৃথক ধনরক্ষক নিযুক্ত করিতে পারেন। সেক্রেটারীর নিকট কখনও তহবিল থাকিবে না। তিনি হিসাব ও খাতা পত্র রাখার জন্য দায়ী থাকিবেন। কমিটির সভ্যগণ নিয়মিতরূপে কমিটীর কার্য্য পরিচালনা না করিলে সাধারণ সভা তাহাদিগকে পদচ্যুত করিয়া নূতন কমিটি গঠন করিতে পারেন। কেহ ক্রমাগত তিন বৎসরের অধিককাল চেয়ারম্যান বা সেক্রেটারী থাকিতে পারিবেন না। হিসাব লেখক ব্যতীত কমিটির কোন সভ্য কোনরূপ পারিশ্রমিক পাইবেন না। কমিটির কোন সভ্য মরিয়া গেলে, কার্য্য ত্যাগ করিলে অথবা উপর্য্যুপরি তিনবার কমিটির বৈঠকে উপস্থিত না হইলে কমিটির অপর সভ্যগণ অন্য একজন সভ্যকে তাহার স্থানে কমিটির সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিতে পারেন। কমিটি সভ্যগণকে সমবায়ের নিয়ম শিখাইবেন এবং সচ্চরিত্র, সময়নিষ্ঠ ও সঞ্চয়ী

হইতে উপদেশ দিবেন। কমিটি সর্ব্বদা কিস্তি এবং ওয়াদামত মহাজনের (সেণ্ট্রল ব্যাঙ্কের) সুদ ও আসল টাকা পরিশোধ করিবেন। সমিতি যাহাতে সাধারণের বিশ্বাসভাজন হইতে পারেন কমিটি তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা মনোযোগী হইবেন। সমিতির টাকা প্রাপ্ত হওয়া মাত্র রসিদ দিবেন এবং খাতায় জমা করিবেন।

প্রতিনিধিত্ব।

সমিতির পক্ষে কোন দলিল সম্পাদন করিতে হইলে চেয়ারম্যান অর্থাৎ সভাপতি অথবা সেক্রেটারী বা সম্পাদক এবং কমিটির আরও দুইজন সভ্য স্বাক্ষর করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে। কিন্তু টাকার রসিদ কিম্বা পাশ বহিতে চেয়ারম্যান কিম্বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্ম্মচারী সহি দিলে সমিতি উক্ত টাকার জন্য দায়ী থাকিবেন। সমিতির পক্ষে সম্পাদক আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করিতে পারেন।

ঋণদান।

কোন সভ্য ঋণ চাহিলে নির্দ্দিষ্ট ফারম পূরণ করিয়া কমিটির নিকট আবেদন করিবেন। ঋণ গ্রহণের প্রার্থনা-পত্র কমিটির বৈঠকে বিবেচিত এবং মীমাংসিত হইবে। সভ্য ভিন্ন অন্য কেহ কর্জ্জ পাইবেন না। আবশ্যকীয় কার্য্যের জন্য কর্জ্জ দেওয়া হইবে। কেহ কর্জ্জ চাহিলে কি জন্য টাকার প্রয়োজন তাহা আবেদন পত্রে স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। কর্জ্জ পাইলে কেবল সেই কাজে তাহা খরচ করিতে হইবে। যে কাজের জন্য টাকা লওয়া হইয়াছে সেই কাজে খরচ না করিলে কমিটি সুদ ও জরিমানা সহ আসল টাকা আদায় করিয়া লইতে পারেন। যে কাজে লাভ হইবার সম্ভাবনা এরূপ কোন কাজের জন্য কর্জ্জ লইলে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত কর্জ্জের জন্য একজন এবং তাহার অধিক হইলে দুইজন জামিন দিতে হইবে। যে কাজে লাভের সম্ভাবনা নাই সে কাজের জন্য কর্জ্জ লইলে অতিরিক্ত আর একজন, জামিন দিতে হইবে। কৃষিকাজ লাভের কার্য্য কিন্তু পরিবারের

আহার সংস্থান কিম্বা বিবাহ শ্রাদ্ধাদি লাভের কার্য্য বলিয়া গণ্য হইবে না। আবশ্যক বোধ করিলে কমিটি স্থাবর সম্পত্তি ও বন্ধক রাখিতে পারেন; কিন্তু অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখা নিষিদ্ধ। কমিটি খাতকের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কর্জ্জ পরিশোধের সময় বা কিস্তি স্থির করিয়া দিবেন। কেহ কৃষিকর্য্যের জন্য কর্জ্জ লইলে কিস্তির সময় ফসল অর্জ্জিত হওয়ার পর নির্দ্দেশ করিতে হইবে। কেহ ওয়াদামত টাকা পরিশোধ করিতে অক্ষম হইলে, কমিটির নিকট আবেদন করিবে; কমিটি ইচ্ছা করিলে ওয়াদার সময় বাড়াইয়া দিতে পারেন। বার্ষিক শতকরা ১৫৷৵০ পর্য্যন্ত সুদ ধার্য্য করা যাইতে পারে। ইহার অধিক সুদ এবং সুদের সুদ গ্রহণ করা অনুচিত। ওয়াদা খেলাপ হইলে কমিটি অতিরিক্ত সুদ লইতে পারেন। যে সভ্যের নিকট টাকা পাওনা আছে তাঁহার অবস্থা এবং তাঁহার প্রদত্ত জামিনদারের অবস্থার অবনতি হইলে কমিটি তাঁহার নিকট অন্য উপযুক্ত জামিন চাহিতে পারেন এবং না দিলে প্রাপ্য টাকা তৎক্ষণাৎ আদায় করিয়া লওয়ার ব্যবস্থা করিতে পারেন। সাদা কাগজে তমসুক লিখিয়া দিতে হয়। ইহার মুদ্রিত ফারম আছে। তাহার মুল্য দিতে হয়। কোনরূপ ষ্ট্যাম্পের কিম্বা দলিল লেখার ব্যয় বহন করিতে হয় না।

সভ্যগণের অন্যত্র ঋণ গ্রহণ।

সমিতির সভ্য হওয়ার পর কোনও সভ্য অন্য স্থান হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে কমিটিকে জানাইবেন; না জানাইলে তাঁহাকে সভ্য পদ হইতে বিচ্যুত করা যাইতে পারে।

আমানত।

কমিটি সমিতির পক্ষে অন্যের টাকা আমানত রাখিয়া নির্দ্দিষ্ট হারে তাহার সুদ দিয়া থাকেন।

ঋণদান ব্যতীত অন্য কারবার।

রেজিষ্ট্রার সাহেবের অনুমতি ক্রমে সমিতি (১) ধান্যের কারবার করিতে পারেন; (২) কৃষিকার্য্যের জন্য বীজ, সার এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ এবং ক্রয় বিক্রয় করিতে পারেন; (৩) কৃষি সম্বন্ধীয় যন্ত্রাদি ক্রয় কিম্বা সংগ্রহ করিয়া সভ্যগণের

নিকট ভাড়া দিতে কিম্বা বিক্রয় করিতে পারেন এবং কৃষি জাত কিম্বা অন্য প্রকারে জাত (সভ্যগণের) দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ সংগ্রহ, বিক্রয় এবং তজ্জন্য কমিশন গ্রহণ করিতে পারেন।

বিবাদ।

কমিটি যে সকল বিবাদ অথবা কোন জটিল প্রশ্ন মিটাইতে অক্ষম হইবেন তাহা মীমাংসার জন্য রেজিষ্ট্রার সাহেবের নিকট পাঠাইবেন। তিনি নিজে এই বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিবেন অথবা মীমাংসার জন্য সালিসের হাতে দিবেন। রেজিষ্ট্রার সাহেবের কিম্বা সালিসের মীমাংসাই চুড়ান্ত হইবে।

খাতাপত্র ও হিসাব।

হিসাবের খাতাপত্র এবং মিনিট বহি (যাহাতে কমিটি ও সাধারণ সভার কার্য্য বিবরণ লেখা হয়) সভ্যগণ সকল সময়ে দেখিতে পাইবেন; এবং কেহ দেখিতে চাহিলে এই সকল বহি ও হিসাব পত্র দেখান সেক্রেটারীর কর্ত্তব্য।

রক্ষিত তহবিল ও লাভ।

সমিতি সাধারণতঃ শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা হইতে ১২৲ টাকা সুদে ঋণ গ্রহণ করিয়া ১২৲ টাকা হইতে ১৫৷৶০ আনা পর্য্যন্ত হারে দাদন করিয়া থাকেন। তাহাতে সমিতির শতকরা ৩৲ টাকা হইতে ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত লাভ থাকে। এতদ্ব্যতীত সমিতি অল্পসুদে টাকাও গচ্ছিত রাখেন। এই টাকা অধিক সুদে কর্জ্জ দিয়া বিশেষ লাভবান্ হন। এই সকল লাভের টাকা হইতে সমিতির একটি পৃথক তহবিল গঠিত হয়। হিসাব রক্ষকের পারিশ্রমিক এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় ব্যয় সঙ্কুলনের পর উদ্বৃত্ত সমস্ত লাভের টাকা এই তহবিলে জমা থাকে। লাভের এক দশমাংসের অধিক হিসাবরক্ষকের পারিশ্রমিক দেওয়া নিষিদ্ধ। লাভের শতকরা ৭৷৹ টাকা হইতে ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত স্থানীয় বিদ্যালয়ের সাহায্যে, কিম্বা গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি প্রভৃতি সাধারণ হিতকর কার্য্যে ব্যয় করা যাইতে পারে। কিন্তু এই বিষয়ে রেজিষ্ট্রার সাহেবের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। এই তহবিলের টাকা সভ্যগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া

হইবে না। কিন্তু ব্যাঙ্কের ক্ষতি হইলে তাহা পূরণের জন্য, সাময়িক ঋণ শোধের জন্য এবং ঋণের জামিন স্বরূপ ব্যবহার করা যাইতে পারে। কোনও সীমাবদ্ধ দায়িত্ববিশিষ্ট সমিতি লাভের এক চতুর্থাংশ টাকা এই তহবিলে জমা দিয়া, বাকী লভ্যাংশ সভ্যগণের মধ্যে বণ্টন করিতে পারেন।

ব্যাঙ্ক লোপ করা।

সভ্যগণের মধ্যে ৾ চতুর্থাংশ লোকের মত হইলে তাহারা রেজিষ্ট্রার সাহেবের মত লইয়া সমিতি তুলিয়া দিতে পারেন।

উপবিধি।

সমিতির উপবিধির পরিবর্ত্তন করিতে হইলে সাধারণ সভায় তাহা মঞ্জুর করা আবশ্যক। তথায় মঞ্জুর হইলে রেজিষ্ট্রার সাহেবের আদেশ ক্রমে তাহা প্রচলিত হইতে পারে। উপবিধি গুলির এক খণ্ড নকল সমিতির কার্য্যালয়ে রাখিতে হইবে। সকল সভ্য সকল সময়ে উহা দেখিতে পারেন।

২। সম্মিলনী বা ইউনিয়ন।

ইউনিয়ন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ইউনিয়ন দুই প্রকার। কোন কোন ইউনিয়ন অংশ বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করেন। অন্যান্য ইউনিয়ন কোন রূপ অংশ বিক্রয় করেন না। প্রথমোক্ত ইউনিয়ন এবং সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের কার্য্য প্রণালীতে বিশেষ প্রভেদ নাই। সুতরাং তাহার স্বতন্ত্র বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। পাঠকবর্গ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের নিয়ম পাঠ করিলে উহার প্রণালী অবগত হইতে পারিবেন। মূলধন বিহীন ইউনিয়নের বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল :—

পরস্পর নিকটবর্ত্তী কতিপয় (অন্ততঃ ৮।১০ টি) গ্রাম্য সমিতি মিলিত হইলে একটি ইউনিয়ন স্থাপন করা যায়।

ইউনিয়নভুক্ত সমিতি সমূহের প্রতিনিধিগণ গ্রাম্য সমিতির প্রার্থিগণের ন্যায় আবেদন পত্র এবং দুই খণ্ড উপবিধিতে স্বাক্ষর করিয়া রেজিষ্ট্রার সাহেবের নিকট প্রেরণ করিবেন। কিন্তু প্রত্যেক গ্রাম্য সমিতির পক্ষে ইহার সভাপতি, সম্পাদক এবং অপর একজন সভ্য, এই তিন ব্যক্তি আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করিবেন। রেজিষ্ট্রার সাহেব আবেদন মঞ্জুর করিয়া সার্টিফিকেট দিলেই ইউনিয়ন স্থাপিত হয়।

গঠন প্রণালী।

উদ্দেশ্য।

নিম্ন লিখিত উদ্দেশ্যে ইউনিয়ন স্থাপন করা যাইতে পারে ঃ—

১। ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত গ্রাম সমূহের নূতন সমিতি গঠন করা;

২। সংযুক্ত সমিতি গুলির সমস্ত দেনার জন্য জামিন হইয়া তাহাদের মূলধন সংগ্রহের সাহায্য করা;

৩। সমিতি গুলির তত্ত্বাবধান করা এবং

৪। সমিতি গুলিকে উপদেশ এবং সাহায্য দিয়া তাহাদের উন্নতি সাধন করা।

যে সকল সমিতি রেজিষ্টারী করিবার আবেদন পত্রে যোগ দিয়াছেন এবং যাহারা পরে বিধি অনুসারে মনোনীত হইবেন তাহারাই ইউনিয়নের সভ্য বলিয়া গণ্য হইবেন। এই সকল সমিতিকে সংযুক্ত সমিতি বলা যায়।

সভ্য।

কোনও সমিতি ইউনিয়নের সভ্য হইতে ইচ্ছা করিলে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার (কমিটির) নিকট আবেদন করিবেন।

আবেদন পত্র সাধারণ সভায় বিবেচিত হইবে। উপস্থিত সভ্যগণের $\frac{3}{8}$ মাংশের মত হইলে সমিতি সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইবেন। সভ্য শ্রেণীভুক্ত হওয়ার পর উক্ত সমিতির সভাপতি এবং উহার কমিটির দুই জন সভ্য এক খানি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিবেন। ইহার ফলে নব সংযুক্ত সমিতি ইউনিয়নের নিয়মাবলীতে বাধ্য হইবেন।

সভ্য নির্ব্বাচন।

দায়িত্ব।

সংযুক্ত সমিতিগুলি ইউনিয়নের উপবিধিতে নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে একে অন্যের ঋণের জন্য দায়ী থাকিবেন।

ইউনিয়নের তহবিল

ইউনিয়নের কার্য্য চালাইবার জন্য নিম্নোক্ত আয় হইতে উহার তহবিল গঠিত হইবে:—

(১) সংযুক্ত সমিতি সকল হইতে প্রাপ্ত চাঁদা (Cess)। ইহার পরিমাণ রেজিষ্ট্রার সাহেব নির্দ্দেশ করিবেন। সমিতির মূলধনের উপর শতকরা ॥০ আনা হইতে ৷৵০ আনা পর্য্যন্ত চাঁদা ধার্য্য হয়।

(২) সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক (মহাজন) হইতে প্রাপ্ত সাহায্য কিম্বা এক কালীন দান;

(৩) বিবিধ।

উপরোক্ত তহবিল হইতে ইউনিয়নের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে। বর্ষ শেষে কিছু টাকা বাঁচিলে তদ্দ্বারা একটি রক্ষিত তহবিল (Reserve Fund) গঠন করা যাইতে পারে। এই তহবিলের টাকা রেজিষ্ট্রার সাহেবের আদেশ মত ব্যয় করিতে হইবে।

সকল বিষয়ে সকলের উপর সাধারণ সভা কর্ত্তৃত্ব করিবেন। প্রত্যেক

সাধারণ সভা।

সংযুক্ত সমিতি সাধারণ সভায় তিনজন করিয়া প্রতিনিধি পাঠাইবেন। প্রত্যেক প্রতিনিধি একটি মাত্র ভোট দিতে পারিবেন। সংযুক্ত সমিতিগুলির মধ্যে অর্দ্ধেক সমিতির পক্ষ হইতে অন্ততঃ দুইজন করিয়া প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিলে সভার কার্য্য চলিবে। কোন বিষয়ে মতভেদ হইলে উপস্থিত অধিকাংশ সভ্যের সিদ্ধান্ত প্রবল হইবে। কোন বিষয়ে উভয় পক্ষে সমান ভোট হইলে তাহা অগ্রাহ্য হইবে। সাধারণ সভা বৎসরে অন্ততঃ একবার সমবেত হইয়া নিম্নোক্ত কার্য্য করিবেন:—

(১) এক বৎসরের অনধিক কালের জন্য ইউনিয়নের সভাপতি মনোনীত করিবেন;

(২) সংযুক্ত সমিতিগুলি কে কত টাকা ধার পাইতে পারেন তাহা নির্দ্ধারণ করিবেন; এবং

(৩) অপরাপর বিষয়ের মীমাংসা করিবেন।

সাধারণ সভা কোন্ কোন্ তারিখে কোন সময়ে বসিবে এবং কি কি কার্য্য করিবেন তাহার নোটিশ সভা বসিবার সাতদিন পূর্ব্বে দিতে হইবে।

ইউনিয়ন কমিটি।

প্রত্যেক সংযুক্ত সমিতি হইতে এক একজন প্রতিনিধি লইয়া ইউনিয়ন কমিটি গঠিত হইবে। রেজিষ্ট্রার সাহেবের অনুমতি লইয়া অন্য কোন ব্যক্তিকেও উক্ত কমিটিতে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। ইউনিয়নের সভাপতি কমিটিরও সভাপতি থাকিবেন। ইউনিয়ন কমিটি নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে সম্পাদক নিযুক্ত করিবেন। এই কমিটির হস্তে সমুদয় কার্য্যের ভার থাকিবে। কমিটির অর্দ্ধেক সভ্য উপস্থিত থাকিলে সভার কার্য্য চলিবে। কমিটি নিম্নলিখিত কার্য্য করিবেন :—

(১) কোন সমিতি ইউনিয়নভূক্ত হওয়ার প্রার্থনা করিলে তাহার আবেদন গ্রহণ করিয়া সাধাবণ সভায় উপস্থিত করিবেন;

(২) ঋণের জন্য কোন সংযুক্ত সমিতি আবেদন করিলে তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন এবং কোন্ সমিতি কত টাকা ঋণ পাইতে পারেন তদ্বিষয়ে মত প্রকাশ করিয়া আবেদন পত্র যথাস্থানে (সেণ্ট্রল ব্যাঙ্কে) পাঠাইবেন।

(৩) ইউনিয়নের আয় অনুসারে একজন হিসাব পরীক্ষক (Examiner) কিম্বা অন্য কোন বেতনভোগী কিম্বা অবৈতনিক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবেন এবং তাহাদের কার্য্য তত্ত্বাবধান করিবেন।

(৪) সংযুক্ত সমিতিগুলি যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন তাহার আসল ও সুদ যথাসময়ে আদায় করিতেছেন কিনা দেখিবেন। আদায় না করিলে উদ্যোগী হইয়া আদায় করিয়া দিবেন।

(৫) কমিটির সভ্যগণ সুবিধামত সংযুক্ত সমিতিগুলি পরিদর্শন করিয়া কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে সমিতিকে উপদেশ দিবেন এবং কোন বিষয়ে ক্রটি দেখিলে তাহা সংশোধন করিবেন। কমিটির সভ্যগণ তাহাদের কার্য্যের জন্য কোনরূপ পারিশ্রমিক পাইবেন না।

সমিতি পরিদর্শন। প্রত্যেক সংযুক্ত সমিতি বৎসরে অন্ততঃ দুইবার পরিদর্শন করা কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ ইউনিয়নের দুইজন সভ্য দ্বারা পরিদর্শন কার্য্য সম্পাদিত হইবে।

সংযুক্ত সমিতির কর্ত্তব্য। প্রত্যেক সংযুক্ত সমিতি ইউনিয়নের উপদেশ মত কার্য্য করিবেন এবং কোন হিসাব তলব করিলে দাখিল করিতে বাধ্য থাকিবেন। সমিতির আর্থিক অবস্থার অবনতির কোন কারণ হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা ইউনিয়নকে জানাইবেন এবং আবশ্যক মত ইউনিয়নে প্রতিনিধি পাঠাইবেন।

বিবাদ। কোন বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হইলে কমিটি তাহা মীমাংসা করিবেন। কমিটির মীমাংসার বিরুদ্ধে সাধারণ সভায় এবং সাধারণ সভার বিরুদ্ধে রেজিষ্ট্রার সাহেবের নিকট আপিল হইতে পারে।

ইউনিয়ন লোপ করা। ¾ র্থাংশ সভ্যের মত হইলে রেজিষ্ট্রার সাহেবের অনুমতি ক্রমে ইউনিয়ন লোপ করা যাইতে পারে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা সেণ্ট্রেল ব্যাঙ্ক।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। প্রথম অধ্যায়ে তিন শ্রেণীর সেণ্ট্রেল ব্যাঙ্কের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে বঙ্গদেশে কেবল এক শ্রেণীর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইতেছে। এই শ্রেণীর ব্যাঙ্কের কার্য্য নিম্নলিখিত প্রণালীতে নির্ব্বাহিত হয়ঃ—

ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য:—(১) একটি নির্দ্দিষ্ট এলাকার মধ্যে গ্রাম্য সমিতি সমূহ স্থাপন করা; (২) উক্ত সমিতি সমূহের মূলধন সরবরাহ করা; (৩) তাহাদের তত্ত্বাবধান এবং নিয়মমত হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থা করা; এবং (৪) তাহাদিগকে পরামর্শ দেওয়া ও সর্ব্বপ্রকারে তাহাদের উন্নতি সাধন করা।

উদ্দেশ্য।

ঋণদানের জন্য এদেশে সর্ব্বত্রই যৌথব্যাঙ্ক বা লোন আফিস স্থাপিত হইতেছে। কিন্তু এই সকল ব্যাঙ্কের দ্বারা দেশের দরিদ্রতা দূর হইয়া দেশীয় লোকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হওয়া সম্ভবপর নহে। মহাজনী কারবার করিয়া লাভবান্ হওয়াই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য। গ্রাম্য মহাজন এবং এই সকল লোন আফিসের মধ্যে অল্পই প্রভেদ দেখা যায়। এই সকল ব্যাঙ্ক অত্যুচ্চ হারে সুদ ধার্য্য করেন। বৎসরান্তে শতকরা ২০৲ টাকা হইতে ৬০৲।৭০৲টাকা পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কের লাভ অংশীদারগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া থাকেন। কিন্তু সেণ্ট্রেল ব্যাঙ্ক শতকরা ১২॥০ টাকার অধিক লভ্য অংশীদারগণের মধ্যে বণ্টন করিতে পারেন না। সেণ্ট্রেল ব্যাঙ্ক কেবল লাভের আশায় স্থাপিত হয় না। গ্রাম্য সমিতির জন্য অর্থ সংগ্রহ এবং গ্রামবাসীর আর্থিক বিষয়ের উন্নতি সাধন করাই এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কতিপয় ব্যক্তি কিম্বা সমিতি মিলিত হইয়া রেজিষ্ট্রার সাহেবের নিকট আবেদন করিলে তিনি এই শ্রেণীর ব্যাঙ্ক রেজিষ্টারী করেন। প্রার্থিগণ আবেদন পত্র এবং উপবিধিতে স্বাক্ষর করিয়া পাঠাইলে ব্যাঙ্ক রেজিষ্টরী করা হয়। সেণ্ট্রেল ব্যাঙ্কের মূলধনের টাকা কয়েকটি অংশে বিভক্ত করা হয়। এই সমস্ত অংশের অর্দ্ধেকগুলিকে বিশিষ্ট (Preference) এবং অপরার্দ্ধেকগুলিকে সাধারণ (Ordinary) শেয়ার বা অংশ বলা যায়। এতদ্ব্যতীত ব্যাঙ্ক আমানত বা ঋণ গ্রহণ করিয়া মূলধন বাড়াইতে

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও লোন আফিস।

পারেন; কিন্তু মোট ঋণের পরিমাণ শেয়ারের মোট মূল্যের দশগুণের অধিক হইতে পারে না।

ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রার্থিগণ উহার সভ্য হইবেন। এতদ্ব্যতীত ব্যাঙ্কের এলাকাবাসী যে কোন ব্যক্তি বা কোন সমবায় সমিতি ব্যাঙ্কের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। ব্যাঙ্কের এলাকায় কোন প্রকার স্থাবর সম্পত্তি থাকিলেও সভ্য হওয়া যায়। যে সকল সমবায় সমিতি এই ব্যাঙ্কের সভ্য হইবেন তাহাদিগকে সংযুক্ত সমিতি বলা যাইবে।

সভ্যপদ।

কোনও ব্যক্তি সভ্য হইতে চাহিলে ডিরেক্টর সভার নিকট আবেদন করিবেন। ডিরেক্টর সভা তাহা গ্রাহ্য কিম্বা অগ্রাহ্য করিতে পারেন। কোনও সমিতি সভ্য হইতে চাহিলেও ডিরেক্টর সভার নিকট আবেদন করিবেন। আবেদন পত্রের সঙ্গে সমিতির সভ্যগণের সম্পত্তি ও ঋণের একটি তালিকা দাখিল করিবেন। ডিরেক্টর সভা আবেদন গ্রাহ্য কিম্বা অগ্রাহ্য করিতে পারেন।

সভ্য নির্ব্বাচন।

প্রত্যেক সভ্যকে অন্ততঃ একটি শেয়ার লইতে হইবে; কিন্তু কোন এক জন সভ্য ব্যাঙ্কের শেয়ার গুলির এক পঞ্চমাংশের অধিক লইতে পারিবেন না। একজন বিশিষ্ট অংশীদার এক হাজার টাকার অধিক শেয়ার গ্রহণ করিতে পারিবেন না। প্রত্যেক সংযুক্ত সমিতিকে ৫৲ টাকা আবেদন ফিস্ দিতে হইবে। বিশিষ্ট অংশীদার ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। কেবল সংযুক্ত সমিতি সাধারণ শেয়ার কিনিতে পারিবেন এবং ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ প্রাপ্ত হইবেন। অংশীদার-গণ তাঁহাদের ক্রীত শেয়ারের দরুণ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সাধারণ মোহর যুক্ত সার্টিফিকেট পাইবার অধিকারী হইবেন।

শেয়ার সম্বন্ধে নিয়ম।

ব্যাঙ্কের ঋণের জন্য অংশীদারগণ শেয়ারের মূল্য পর্য্যন্ত দায়ী থাকিবেন।

অংশীদারগণের দায়িত্ব।

ব্যাঙ্কের সকল অংশীদারগণ লইয়া একটি সাধারণ সভা গঠিত হইবে। ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে চূড়ান্ত ক্ষমতা এই সাধারণ সভার উপর ন্যস্ত হইবে। শেয়ারের সংখ্যা যতই হউক না কেন, উপস্থিত প্রত্যেক অংশীদারের অথবা সংযুক্ত সমিতি হইলে প্রত্যেক সমিতির প্রতিনিধির একটি মাত্র ভোট থাকিবে। পর্দ্দানসীন স্ত্রীলোক ভিন্ন কেহই প্রতিনিধি পাঠাইয়া ভোট দিতে পারিবেন না। এই সভা বার্ষিক অধিবেশনে একটি ডিরেক্টর সভা গঠন করিয়া দিবেন। ডিরেক্টর সভা ব্যাঙ্কের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

সাধারণ সভা।

ডিরেক্টর সভার সভ্যগণ প্রতি বৎসর সাধারণ সভায় নির্ব্বাচিত হইবেন। ডিরেক্টর সভার অর্দ্ধেক সভ্য বিশিষ্ট অংশীদারগণ (Preference Share-holders) ও অপর অর্দ্ধেক সাধারণ অংশীদারগণের (Ordinary Share-holders) প্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃক সংযুক্ত সমিতি গুলির সভ্যদিগের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন। এই সভার চেয়ারম্যান সাধারণ সভায় নির্ব্বাচিত হইবেন। সচরাচর জিলার কালেক্টর এবং মহকুমার মাজিষ্ট্রেট ইহার সভাপতি মনোনীত হন। ডিরেক্টর সভা উহার একজন সভ্যকে সম্পাদক নিযুক্ত করিবেন এবং প্রয়োজন মত অন্যান্য কর্ম্মচারীও নিযুক্ত করিতে পারেন।

ডিরেক্টার সভা।

ডিরেক্টর সভা তাহাদের কার্য্যভার একটি কার্য্যকরী কমিটির উপর ন্যস্ত করিতে পারেন এবং এই কমিটির ক্ষমতা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারেন।

কার্য্যকরী কমিটি।

ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে প্রত্যেক সংযুক্ত সমিতি বৎসরে অন্ততঃ একবার পরিদর্শিত হওয়া আবশ্যক। তজ্জন্য একজন বেতনভোগী পরিদর্শক নিযুক্ত হইবেন। পরিদর্শন কার্য্যে সংযুক্ত সমিতির কর্ম্মচারিগণ যথাসাধ্য তাঁহাকে সাহায্য করিবেন।

সংযুক্ত সমিতি পরিদর্শন।

কেবল সংযুক্ত সমিতি সমূহ ঋণ প্রাপ্ত হইবেন।

সংযুক্ত সমিতি নিজ শেয়ারের দশ গুণ পর্য্যন্ত টাকা ব্যাঙ্ক হইতে কর্জ্জ

ঋণ দান

পাইবেন। ঋণ গ্রহণের নির্দ্দিষ্ট ফারমে আবেদন করিতে হইবে।

লভ্যাংশ বণ্টন। ব্যাঙ্কের বার্ষিক লভ্য নিম্নোক্ত প্রকারে বণ্টন করা হয়:—

(১) নিট্ লাভের এক চতুর্থাংশ রিজার্ভ ফণ্ডে জমা হইবে।

(২) বক্রী টাকা হইতে প্রথমে বিশিষ্ট অংশীদারগণকে লভ্যাংশ (শতকরা ৬৷৹ টাকা) দেওয়া হইবে।

(৩) অবশিষ্ট টাকা হইতে সাধারণ অংশীদারগণকে লভ্যাংশ (শতকরা ৬৷৹ টাকা) দেওয়া হইবে।

ইহার অতিরিক্ত লাভ উভয় শ্রেণীর অংশীদারগণের মধ্যে সমভাগে বণ্টন করা হইবে। কিন্তু কোন অংশীদার শতকরা ১২৷৷৹ টাকার অধিক লভ্যাংশ পাইবেন না।

রিজার্ভ ফণ্ড।

লভ্যের টাকা এবং অন্যান্য প্রকারে প্রাপ্ত টাকা হইতে ব্যাঙ্ক একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করেন।

ব্যাঙ্ক লোপ। ¾ র্থাংশ সভ্য মত করিলে ব্যাঙ্ক তুলিয়া দিতে পারেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

সার কথা।

গবর্ণমেণ্টের সাহার্য্য।

অনেকের ধারণা যে আমাদের সদাশয় গবর্ণমেণ্ট রাজকোষের অর্থ দ্বারা যাবতীয় গ্রাম্য কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক সংস্থাপন করিয়াছেন এবং জনসাধারণ যে টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কিম্বা গ্রাম্য ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিতেছেন তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদা দায়ী থাকিবেন। বলা বাহুল্য যে এইরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। গবর্ণমেণ্ট যদিও ইতি পূর্ব্বে রাজকোষের অর্থ দ্বারা কোনও কোনও ব্যাঙ্ককে সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে কুত্রাপি উপরোক্ত ব্যাঙ্ক সমূহের মূলধন রাজ-কোষ হইতে প্রদত্ত হয় না। যাহারা কেন্দ্রীয় কিম্বা গ্রাম্য ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন, মূলধন তাঁহারাই সংগ্রহ করিয়া থাকেন। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক শেয়ার বিক্রয় এবং জনসাধারণের গচ্ছিত অর্থ দ্বারা গ্রাম্য ব্যাঙ্ক সমূহের মূলধন যোগাইতেছেন। এই গচ্ছিত অর্থের জন্য গবর্ণমেণ্ট কখনও দায়ী হইবেন না। কিন্তু কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলি যাহাতে সুচারুরূপে পরিচালিত হইয়া প্রজাবর্গের হিতসাধন করে তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট নিজ ব্যয়ে একজন রেজিষ্ট্রার ও তাহার অধীন অনেক রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন। কোনও সমিতি স্থাপনকালে রেজিষ্ট্রার সাহেব তদন্ত করিয়া দেখিবেন যেন কোনও অসাধু ও অপটু লোকে ইহাব মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভবিষ্যতে উহার অনিষ্ট করিতে না পারে। উপযুক্ত লোক মিলিয়া সমিতি স্থাপন করিলে আইনের বিধান মতে তিনি তাহা রেজেষ্টারী করিয়া দিবেন। যথা নিয়মে স্থাপিত সমিতির হিসাবাদি তিনি তাঁহার অধীন

রাজকর্ম্মচারী দ্বারা পরিদর্শন করাইয়া থাকেন। প্রত্যেক সমিতির আয় ব্যয় এবং দেনা পাওনার হিসাব তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া থাকেন। উপবিধির বিধান অনুসারে কার্য্য পরিচালিত না হইলে তিনি ব্যাঙ্ক তুলিয়া দিতে পারেন। পরস্পরের সহযোগিতায় যাহাতে ব্যাঙ্কের কার্য্য চলে, সমিতির দেনা পাওনা নিয়মিত কালে পরিশোধ হয় এবং কার্য্য কলাপ উপবিধি অনুযায়ী সম্পাদিত হয় তদ্বিষয়ে তিনি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন। কিন্তু ব্যাঙ্কের মূলধন সংগ্রহ, পাওনা আদায়, দেনা শোধ এবং নিয়মিত হিসাবাদি রক্ষা করা তাঁহার কিম্বা তদধীন কোনও কর্ম্মচারীর কার্য্য নহে। তজ্জন্য সমিতির সভ্য ও কর্ম্মচারীরাই সম্পূর্ণ দায়ী থাকিবেন।

সমিতির সুবিধা।

যদিও গভর্ণমেণ্ট সমবায় সমিতিগুলিকে সাক্ষাৎভাবে সাহায্য কিম্বা তাহাদের মূলধন সংগ্রহ করেন নাই, তথাপি যাহাতে এই সকল সমিতি দেশময় বিস্তার লাভ করে তজ্জন্য কতকগুলি সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। নিম্নে তাহা বিবৃত হইল :—

(১) সমবায় সমিতি সংস্থাপন ও পরিচালনার নিমিত্ত আইন প্রণয়ন করিয়াছেন।

(২) সমবায় সমিতিগুলি রেজিষ্টারী করা এবং উহার কার্য্য পরিদর্শনের নিমিত্ত একজন রেজিষ্ট্রার ও অনেক রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন। উহাদের বেতন ইত্যাদি গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং বহন করিয়া থাকেন।

(৩) সমবায় ব্যাঙ্ক আইন অনুসারে রেজিষ্টারী করিতে কোন ফিস্ বা টাকা লাগে না।

(৪) ব্যাঙ্কের দলিলাদি রেজিষ্টারি করিতে হইলে উহা সাদা কাগজে লিখিলেই হয়। কোনরূপ ষ্ট্যাম্প কিম্বা রেজেষ্টারী খরচ লাগে না। বন্দকী তমসুক ও সাদা কাগজে লিখিয়া বিনা ফিসে রেজিষ্টারী করা যায়।

(৫) কোনও সভ্যের নামে অনাদায়ী কর্জ্জের টাকা আদায়ের জন্য আদালতে নালীশ করিতে হইবে। কিন্তু সমিতির খাতা পত্র সভাপতির অথবা সেক্রেটারীর স্বাক্ষরযুক্ত থাকিলে আদালতে প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইবে।

(৬) অনাদায়ী কর্জ্জের টাকা আদায়ের জন্য কোনও সভ্যের বিষয় ক্রোক করিলে, বাকী খাজানার ডিক্রী ব্যতীত অন্যান্য সকল ডিক্রির পূর্ব্বে উহা গণ্য হইবে।

(৭) ব্যাঙ্কে সভ্যগণের যে স্বত্ব কিম্বা শেয়ার থাকিবে তাহা আদালত হইতে ক্রোক করা যাইবে না।

(৮) "কো-অপারেটিভ" অর্থাৎ "সমবায়" এই শব্দটী অপর কোনও ব্যাঙ্ক ব্যবহার করিতে পারিবেনা।

(৯) ব্যাঙ্কের লাভের উপর কোনরূপ ইনকমটেক্স ধার্য্য হইবেনা।

(১০) যে কোন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক এককালে দশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ডাকঘরে জমা করিতে পারিবেন।

প্রাথমিক সমিতিগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুচারুরূপে পরিচালিত করিতে হইলে নিম্নলিখিত দশটি সার কথাব প্রতি প্রণিধান করা আবশ্যক :—

(১) সমিতির উদ্দেশ্য কি ?

উদ্দেশ্য।

অল্প সুদে ঋণ দান করিয়া সভ্যগণের সাংসারিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা সমিতির প্রধান লক্ষ্য। এ দেশে সুদের হার অতিরিক্ত হওয়াতে অল্প আয় বিশিষ্ট কৃষক, শিল্পী এবং ব্যবসায়িগণ সর্ব্বদা ঋণভারে জড়ীভূত হইয়া থাকে। সুদ ক্রমশঃ এত বৃদ্ধি হইতে থাকে যে উহা পরিশোধ করাই তাহাদের পক্ষে সুকঠিন হইয়া উঠে। সুতরাং তাহাবা আজীবন ঋণগ্রস্ত হইয়া জীবন যাপন করে। তজ্জন্য সংসারের যাবতীয় আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অল্পহারে ঋণ দান করাই সমিতির উদ্দেশ্য। কিন্তু কেবল অল্প সুদে ঋণ গ্রহণ করিলে

কোনও সভ্যের অবস্থার উন্নতি হইবে না। সঙ্গে সঙ্গে মিতব্যয়ী ও সঞ্চয়ী হওয়া প্রয়োজন। সাংসারিক ক্রিয়াকলাপে পরিমিত ব্যয় করিয়া কিছু কিছু অর্থ সঞ্চয়ের অভ্যাস করা প্রত্যেক সভ্যের কর্ত্তব্য। তজ্জন্য সমিতিতে টাকা জমা রাখিবার নিয়ম আছে। সভ্যগণ কিছু কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া সমিতিতে গচ্ছিত রাখিলে স্বত্বরই অবস্থার উন্নতি করিতে পারিবেন।

(২) সভ্যগণের দায়িত্ব কিরূপ ?

সভ্যগণের দায়িত্ব।

সমিতির সভ্যগণের দায়িত্ব অসীমাবদ্ধ অর্থাৎ সমিতির নামে যে টাকা ঋণ স্বরূপ গ্রহণ করা হয় অথবা সমিতির তহবিলে গচ্ছিত রাখা হয় তজ্জন্য প্রত্যেক সভ্য সমভাবে দায়ী থাকিবেন। ইহাতে সভ্যগণের আশঙ্কার বিশেষ কারণ নাই। অন্যান্য সভ্যগণ সম্পূর্ণরূপে বিষয়শূন্য না হইলে, কখনও একের ঋণের জন্য অপরকে দায়ী করা হয় না। বিশেষতঃ প্রতি সভ্যের ঋণের জন্য উপযুক্ত জামিন গ্রহণ করা হয়। সমিতির সভ্য বিশেষের বিষয় সামান্য হইতে পারে, কিন্তু জামিনদারের বিষয়ের সহিত যোগ করিলে ইহার মূল্য অধিক হইবে। পক্ষান্তরে, প্রতি সভ্যের এই গুরুতর দায়িত্ব থাকাতে সকলেই সমিতির কার্য্য কলাপের উপর নজর রাখিবেন এবং কেবল বিশ্বস্ত এবং কার্য্য-পটু ব্যক্তিগণের হস্তেই উহার কার্য্যভার ন্যস্ত করিবেন।

উপবিধি।

(৩) উপবিধিগুলি কি এবং তদ্দ্বারা কি প্রকারে সমিতি ও সভ্যগণের স্বার্থ রক্ষিত হইয়া থাকে ?

সমিতির কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালনার নিমিত্ত কতকগুলি নিয়ম আইনের বিধানমতে গঠিত হইয়া থাকে। রেজিষ্ট্রার সাহেবের অনুমতি ব্যতীত এই নিয়মগুলি পরিবর্ত্তন করা যায় না। এই নিয়মগুলিকে উপবিধি বলা হয়। উপবিধির নিয়মানুসারে—

(ক) কেবল সাধু এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণকে সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিতে হইবে।

(খ) প্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্য ঋণ দান করিতে হইবে এবং যে উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করা হয় কেবল তজ্জন্য তাহা ব্যয় করিতে হইবে।

(গ) কর্জ্জের টাকার জন্য জামিন দিতে হইবে। খাতক টাকা পরিশোধ করিতে অক্ষম হইলে জামিনদার তজ্জন্য দায়ী থাকিবেন।

(ঘ) কিস্তিমত সুদ এবং ওয়াদামত আসল টাকা পরিশোধ করিতে হইবে।

(৪) সাধারণ সভার ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য কি ?

সমিতির সকল বিষয়ে সকল সভ্যের উপর সাধারণ সভা কর্ত্তৃত্ব করিবে।

সাধারণ সভা।

এক পঞ্চমাংশ সভ্য উপস্থিত না থাকিলে সাধারণ সভার অধিবেশন হইতে পারিবে না। সভ্য সংখ্যা ৪০ জনের কম হইলে অন্ততঃ ৮জন সভ্য উপস্থিত না থাকিলে সাধারণ সভা হইতে পারে না। সাধারণ সভা কমিটি অর্থাৎ পঞ্চায়েৎ নিযুক্ত করিবেন এবং কমিটির সভ্যগণ নিয়ম মত কার্য্য না করিলে তাহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারেন। সমিতির সেক্রেটারী কি চেয়ারম্যানকেও সাধারণ সভা ইচ্ছা করিলে পদচ্যুত করিতে পারেন। সমিতি কত টাকা কর্জ্জ করিবেন এবং প্রত্যেক সভ্যকে ঊর্দ্ধ সংখ্যায় কত টাকা ধার দিবেন সাধারণ সভা তাহা স্থির করিবেন। সমিতির কার্য্যের উপর সাধারণ সভার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব রহিয়াছে। কমিটি অর্থাৎ পঞ্চায়ৎ সাধারণ সভার প্রতিনিধিরূপে কার্য্য পরিচালনা করেন।

(৫) কমিটি অর্থাৎ পঞ্চায়তের ক্ষমতা এবং কর্ত্তব্য কি ?

সভ্যগণের তরফে কমিটি সমিতির কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন।

কমিটি।

সাধারণ সভায় তাহারা নিযুক্ত হন এবং সুচারুরূপে কার্য্য পরিচালনা না করিলে উক্ত সভা তাহাদের স্থলে অন্য কমিটি নিযুক্ত করিতে পারেন। নির্দ্দিষ্ট তারিখে কমিটির সভ্যগণ

একত্র হইয়া কার্য্য পরিচালনা করিবেন। সেক্রেটরী কি চেয়ারম্যান কেহই নিজ দায়িত্বে কোন কার্য্য করিতে পারেন না। মাসিক সভায় তহবিলের টাকা মিলাইয়া দেখা কমিটির কর্ত্তব্য। ধনরক্ষক টাকা তস্রুপ করিলে কমিটি তাহাকে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করিতে পারেন।

(৬) কিরূপ প্রকৃতির সভ্য মনোনীত করা উচিত এবং অনুপযুক্ত সভ্যকে কিরূপে সমিতি হইতে অপসারিত করা যাইতে পারে?

সভ্য মনোনয়ন এবং অপসারণ।

সভ্যগণ সমিতির এলাকার মধ্যে বাস করিবেন; এবং সকলেই চরিত্রবান হইবেন। অসাধু লোক ধনী হইলেও তাহাকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা উচিত নয়। কারণ সাধু ব্যক্তি দরিদ্র হইলেও কোনরূপ প্রবঞ্চনার কার্য্য করার আশঙ্কা নাই। কিন্তু অসাধু অর্থশালী হইলেও নানাপ্রকারে ছলনার দ্বারা সমিতিকে ক্ষতিগ্রস্থ করিতে পারে। কমিটির বৈঠকে সভ্য মনোনীত করা হয়। কোনও সভ্য (১) ব্যাঙ্কের নিয়ম ও উপবিধি না মানিয়া চলিলে, (২) ইচ্ছা পূর্ব্বক পাওনা টাকা না দিলে, (৩) অথবা যাহাতে ব্যাঙ্কের দুর্ণাম হয় বা ব্যাঙ্কের উপর লোকের বিশ্বাস কমিয়া যায় এইরূপ কার্য্য করিয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইলে কমিটি তাহাকে অপসারিত করিতে পারেন। কিন্তু এ বিষয়ে সাধারণ সভার অন্যূন বার আনা সভ্য মত না দিলে কমিটির সিদ্ধান্ত বহাল থাকিবে না।

(৭) কিরূপে কর্জ্জ দান এবং কিস্তি স্থির করা হয়?

কর্জ্জদান।

কমিটি কর্জ্জের টাকা মঞ্জুর করিয়া থাকেন। কোনও সভ্য ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার করিতে ইচ্ছুক হইলে কিজন্য ধার করিতেছেন তাহা কমিটিকে জানাইবেন। কমিটি ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য এবং ঋণ প্রার্থীর অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিয়া তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য অথবা অগ্রাহ্য করিবেন। যে উদ্দেশ্যে কর্জ্জ

লওয়া হয় তজ্জন্য যে পরিমাণ টাকার দরকার, কেবল সেই পরিমাণ টাকাই কর্জ্জ দেওয়া উচিত। যাহার যে পরিমাণ টাকা পরিশোধের সংস্থান আছে, তাহাকে তদতিরিক্ত টাকা দেওয়া অনুচিত। উপযুক্ত জামিন লইয়া টাকা কর্জ্জ দিতে হইবে। যে উদ্দেশ্যে টাকা লওয়া হইয়াছে সেই কার্য্যে যদি তাহা প্রয়োগ করা না হয় তবে কমিটি তৎক্ষণাৎ তাহা ফিরাইয়া লইবেন।

নিম্নলিখিত আবশ্যকীয় কার্য্যগুলির জন্য ঋণদান করা কর্ত্তব্য—(১) জমি খরিদ, জঙ্গল পরিষ্কার এবং জলাশয় প্রতিষ্ঠা; (২) কৃষিকার্য্যের জন্য গোমহিষাদি পশু, লাঙ্গল প্রভৃতি যন্ত্র এবং বীজ সার প্রভৃতি উপকরণ ক্রয়; (৩) গৃহ নির্ম্মাণ ও সংস্কার; (৪) পূর্ব্বকৃত ঋণ পরিশোধ; (৫) পরিবারের ভরণ পোষণ; (৬) সন্তানাদির শিক্ষা দান; (৭) বিবাহ শ্রাদ্ধাদি সামাজিক ক্রিয়াকলাপে এবং (৮) রাজস্ব ও কর প্রদান।

কিস্তি স্থির।

ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য, ঋণের পরিমাণ এবং ঋণগ্রহীতার আয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কিস্তি স্থির করিতে হইবে। যদি চাষ আবাদের জন্য টাকা ধার লওয়া হয় তবে ফসল পাওয়ার পরেই কিস্তির সময় নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। যদি শ্রাদ্ধাদি কার্য্য কিম্বা ঋণ পরিশোধের জন্য দাদন করা হয়, তবে দুই তিন কিস্তিতে টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু কিস্তি নির্দ্দিষ্ট হওয়ার পর ওয়াদা মত আসল টাকা সুদ সহ আদায় করিয়া লইতে হইবে। যদি কর্জ্জ দেওয়া টাকা পরিশোধ না হয়, তবে খাতকের ঋণের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইবে এবং সমিতির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে।

টাকা দাদনের সময় কমিটির কোনও কর্ম্মচারী কোনরূপ খরচা লইতে পারিবেন না।

(৮) প্রতি সভ্যের কর্ত্তব্য কি?

সভ্যের কর্ত্তব্য।

(ক) সমিতির প্রত্যেক সভ্য অতিশয় আগ্রহ ও যত্নের সহিত সমিতির কার্য্যে যোগদান করিবেন।

(খ) অসাধু লোককে সমিতির ভিতরে প্রবেশ করিতে বাধা দিবেন।

(গ) সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকিবেন।

(ঘ) উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে কমিটীর সভ্য ও কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবেন। অপটু লোকের উপর যাহাতে কোনরূপ কার্য্যের ভার ন্যস্ত না হয় তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন।

(ঙ) কমিটির সভ্যগণের কার্য্যের উপর নজর রাখিবেন। তাঁহারা ক্ষমতার অপব্যবহার করিলে তাহা সংশোধনের চেষ্টা করিবেন।

(চ) কোনও সভ্য যাহাতে তাহার অবস্থা কিম্বা সাধারণ সভায় নির্দ্দিষ্ট টাকার অতিরিক্ত কর্জ্জ গ্রহণ না করিতে পারেন তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবেন।

(ছ) নিজে ওয়াদামত আসল ও সুদের টাকা পরিশোধ করিবেন এবং অন্যান্য সভ্যকেও এ বিষয়ে যত্নবান হইতে উপদেশ দিবেন।

(৯) রিজার্ভ ফণ্ড অর্থাৎ সংরক্ষিত তহবিল কিরূপে মজুত হয় এবং তাহার উদ্দেশ্য কি?

সংরক্ষিত তহবিল।

সমিতি যে সুদে ঋণ গ্রহণ করেন কিম্বা অপরের টাকা গচ্ছিত রাখেন তদপেক্ষা অধিক সুদে টাকা দাদন করেন। সমিতির যাবতীয় ব্যয় বহন করিয়া যাহা লাভ থাকে তদ্দ্বারা একটি পৃথক তহবিল গঠিত হইয়া থাকে। তাহাকে রিজার্ভ ফণ্ড বলা যায়। এই টাকা সমিতির সকল সভ্যের সম্পত্তি। কিন্তু কাহাকেও ভাগ করিয়া দেওয়া যাইবে না। এই ফণ্ডে অনেক টাকা মজুত হইলে সমিতির সুদের হার কমাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এই টাকার কতকাংশ গ্রামের হিতকর

নানা অনুষ্ঠানে যথা, স্কুল, রাস্তাঘাট, কূপ খনন প্রভৃতি কার্য্যে ব্যয় করা যাইতে পারে।

(১০) সেণ্ট্রল ব্যাঙ্কের সহিত গ্রাম্য সমিতির সম্বন্ধ কি ?

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক।

প্রাথমিক সমিতির মূলধন সরবরাহ এবং কাজকর্ম্মের তত্ত্বাবধান করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক জিলার সদরে এবং প্রত্যেক মহকুমায় এক একটি সেণ্ট্রল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইতেছে। সেণ্ট্রল ব্যাঙ্কের পরিদর্শকগণ সময় সময় প্রাথমিক সমিতির কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করিয়া উহার কার্য্য সুনিয়মে পরিচালনা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া থাকেন। সেণ্ট্রল ব্যাঙ্কের কার্য্য পরিচালনার জন্য একটী বোর্ড বা কার্য্যকরী সভা আছে তাহাকে "বোর্ড-অব ডাইরেক্টর্স" বলে। প্রাথমিক সমিতি ও অংশীদারগণ হইতে সমভাগে নির্ব্বাচিত সভ্যগণ লইয়া এই বোর্ড সাধারণ সভা কর্ত্তৃক গঠিত হয়। এই সাধারণ সভায় প্রত্যেক গ্রাম্য সমিতি একজন করিয়া প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দোষ এবং তাহার প্রতিকারের কথা।

কার্য্য বিশৃঙ্খলা।

অল্প কাল হইল ভারতে সম্ভূয় কার্য্যের বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে বাঙ্গালার বিভিন্ন গ্রামে বহু সমবায় সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে। সমিতির সংখ্যা যেরূপ দ্রুত বেগে বাড়িতেছে, তাহাতে বোধ হয় যে অনতিবিলম্বে বহু সহস্র সমিতি এতদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই সকল অনুষ্ঠানগুলি প্রায় সর্ব্বত্রই সুপরিচালিত। বঙ্গীয় কৃষক যে সমবায়ের কার্য্যে অভ্যস্ত এবং সমিতি পরিচালনায় সমর্থ তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন কোন স্থলে সমিতির কার্য্যে কিছু কিছু দোষ পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহাতে কার্য্যের বিশৃঙ্খলাও ঘটিতেছে। এই বিশৃঙ্খলা অবিলম্বে বিদূরিত না হইলে ভবিষ্যতে সভ্যগণের অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা। কি কি কারণে এই সকল বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে এবং কি উপায়ে উহা নিবারিত হইতে পারে যথা সম্ভব নিম্নে তাহা উল্লিখিত হইল :—

কমিটির সভ্য ও কর্ম্মচারিগণের অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ।

(১) কোন কোন স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে কমিটির সভ্যগণ, বিশেষতঃ সেক্রেটারী এবং চেয়ারম্যান সমিতির মূলধনের অধিকাংশ টাকা আত্মসাৎ করিয়া অন্যান্য সভ্যগণকে সমিতি হইতে আবশ্যকীয় ঋণ গ্রহণে বঞ্চিত করেন। কমিটি ও কর্ম্মচারিগণের এই গর্হিত কার্য্য নিবারণ করা অত্যাবশ্যক। সমিতির কার্য্যারম্ভ কালে সাবধানতার সহিত কার্য্য করিলে এইরূপ অনিয়ম ঘটিতে পারে না। সমিতি রেজেষ্টরী

হইবামাত্র সকল সভ্য মিলিয়া একটি সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মীমাংসা করিবেন ঃ—

(ক) সমিতির বাৎসরিক মোট ঋণের পরিমাণ নির্ণয় ;

(খ) একজন সভ্যকে সমিতি হইতে ঊর্দ্ধ সংখ্যায় কত টাকা ঋণ দেওয়া যাইতে পারে ;

(গ) প্রতি সভ্যের আর্থিক বিষয়ের তালিকা প্রস্তুত এবং তাহার মোট ঋণের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া কাহাকে কত টাকা ঋণ দেওয়া যাইতে পাবে তাহা নির্ণয় ;

এবং (ঘ) সমিতির কমিটি এবং যোগ্য কর্ম্মচারী নিয়োগ। কার্য্যকুশল হইলেও অভাবগ্রস্ত স্বার্থপর লোকদিগকে কমিটির সভ্য নিযুক্ত করা অকর্ত্তব্য। কারণ তাহাদিগের দ্বারা অপর সভ্যের স্বার্থহানি হওয়া বিচিত্র নহে। অভাবে লোকের স্বভাব নষ্ট হয়। তজ্জন্য সচ্ছল অবস্থাপন্ন এবং সচ্চরিত্র ব্যক্তিগণকে কমিটির সভ্য বা কর্ম্মচারী নিয়োগ করা যুক্তি সঙ্গত।

এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সমিতিরও বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত ; নবগঠিত সমিতির প্রথম সাধারণ অধিবেশনে সেণ্ট্রেল ব্যাঙ্কের ইন্স্পেক্টরের উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য পরিচালনা সম্বন্ধে সভ্যগণকে উপদেশ দেওয়া বাঞ্ছনীয়। সমিতিকে প্রথম ঋণ দান এবং উক্ত ঋণের টাকা সভ্যগণের মধ্যে বণ্টন-কালে সেণ্ট্রেল ব্যাঙ্কের ইন্স্পেক্টর সমিতির কার্য্যালয়ে উপস্থিত থাকিয়া বণ্টন কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিলে সমিতির কোনও সভ্য বা কর্ম্মচারী অতিমাত্রায় ঋণ গ্রহণ করিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধনায় কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। যাহাতে কোন সভ্য কি কর্ম্মচারী কোন সময়ে নিজের অবস্থার অতিরিক্ত টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে না পারেন তদ্বিষয়ে সকল সভ্যেরই সর্ব্বদা সতর্ক থাকা আবশ্যক। কারণ, কেহ এইরূপ ঋণ গ্রহণ

করিয়া পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইলে তাহার অনাদায়ী ঋণের জন্য অপর সকল সভ্য দায়ী হইবেন। সমিতি তজ্জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইলে সকল সভ্য মিলিয়া তাহা পূরণ করিতে আইনানুসারে বাধ্য হইবেন।

সমিতির টাকা তস্করূপ।

(২) কোন কোন সমিতির ধনরক্ষক সমিতির তহবিলের টাকা আত্মসাৎ করিয়া থাকেন। অনেক সময়ে অজ্ঞতা বশতঃ এইরূপ ত্রুটী হইয়া থাকে। ধনরক্ষক মনে করেন যে সমিতির টাকা তাহার নিকট গচ্ছিত আছে। তলব মত শোধ করিলেই হইল। এই টাকা ব্যবহারে দোষ কি? কিন্তু তাহার স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য এই টাকা তাহার নিকট গচ্ছিত রাখা হয় নাই। তিনি সমিতির একজন কর্ম্মচারী। সমিতির পক্ষে এই তহবিল রক্ষার ভাব তাঁহার উপর ন্যস্ত হইয়াছে। এই তহবিলের টাকা নিজ কার্য্যে ব্যবহার করিবার তাঁহার কোনরূপ অধিকার নাই। করিলে আইনতঃ তহবিল তস্করূপের অপরাধে দণ্ডিত হইবেন। সুতরাং সমিতির অনুমতি ব্যতিরেকে ইহাতে হস্তক্ষেপ করা অতি গর্হিত কার্য্য।

কেহ কেহ অভাববশতঃ তহবিলের টাকা ভাঙ্গিয়া থাকেন। এই কারণে অভাবগ্রস্ত কোন লোককে ধনরক্ষক নিযুক্ত করা অকর্ত্তব্য। অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থাপন্ন, ধর্ম্মভীরু এবং বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিকে ধনরক্ষক নিযুক্ত করিলে এইরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিবার আশঙ্কা থাকে না।

সাময়িক তস্করূপ।

(৩) এরূপও কখনও কখনও দেখা যায় যে সম্পাদক সভ্যগণের নিকট সমিতির প্রাপ্য সুদ এবং আসল টাকা আদায় করিয়া সমিতির হিসাবে তৎক্ষণাৎ জমা না দিয়া নিজ সংসারের কার্য্যে ব্যয় করেন এবং কিছুকাল পরে কোনও উপরিস্থ কর্ম্মচারীর পরিদর্শন করিবার পূর্ব্বাহ্ণে তাহা জমা দিয়া থাকেন। এইরূপ সাময়িক আত্মসাৎ করাও দণ্ডার্হ। এই বিষয়ে সভ্যগণের সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য। সমিতির সহিত টাকা আদান প্রদানের জন্য প্রতি সভ্যের নিকট একখানি

পাশ বহি থাকে। সম্পাদকের নিকট টাকা দেওয়ামাত্র পাশ বহিতে তাহা জমা করিয়া লইলে আর এরূপ অনিয়ম ঘটিতে পারে না। সভ্যগণ নিজেরা এবিষয়ে বিশেষ সাবধান না হইলে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেন। কোনও সম্পাদক এইরূপ অবৈধ আচরণ করিলে অবিলম্বে তাহাকে পদচ্যুত করিয়া তাহার স্থলে অপর কোন সচ্চরিত্র লোক নিয়োগ করা সঙ্গত।

তহরি কি পার্ব্বনী গ্রহণ।

(৪) সমিতির সভ্যগণের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে সমিতি হইতে ঋণ গ্রহণকালে কোনরূপ ষ্ট্যাম্প বা দলিল লেখার ব্যয় বহন করিতে হয় না। কোনও ষ্ট্যাম্প কাগজে দলিল লিখিতে হয় না। একখানি ছাপার ফরমে নিজে ও জামিনদার স্বাক্ষর করিলেই টাকা পাওয়া যায়। ঋণের উদ্দেশ্য, পরিমাণ, ওয়াদা, কিস্তি ইত্যাদি সম্পাদক নিজে লিখিয়া দিবেন। তজ্জন্য তাহাকে কোনরূপ পারিশ্রমিক দেওয়ার নিয়ম নাই। কারণ, তিনি এই সকল কার্য্যের জন্য বৎসরান্তে পারিতোষিক পাইয়া থাকেন। কোন কোন স্থানে মুদ্রিত ফরমের মূল্য একটি কি দুইটি পয়সা এবং নূতন সভ্য হইলে ভর্ত্তির ফি (আট আনা) দিবার নিয়ম আছে। এই সকল টাকা পয়সা সমিতির তহবিলে জমা হয়। সমিতির কোনও কর্ম্মচারী কোন প্রকার তহরি কি পার্ব্বনী লইতে পারেন না। এইরূপ টাকা পয়সা দেওয়াও দূষনীয়।

কর্জ্জের টাকা সাময়িক তঞ্চপ।

(৫) কোন কোন সম্পাদক সভ্যগণকে ঋণ দেওয়ার সময়ে ঋণের সম্পূর্ণ টাকা সমিতির তহবিলে খরচ লিখিয়া থাকেন; কিন্তু ঋণগ্রহীতাকে সমস্ত টাকা না দিয়া তাহার কতকাংশ নিজের সাংসারিক কার্য্যে ব্যবহার করেন এবং ক্রমে তাহা শোধ দিয়া থাকেন। এইরূপ কার্য্য নিয়ম বিরুদ্ধ। ঋণের সমস্ত টাকা এক সঙ্গে একদিনে দেওয়াই নিয়ম। কিস্তিবন্দী করিয়া ঋণ দেওয়া হয় না। ঋণ শোধের কিস্তিবন্দী হইতে পারে; কিন্তু ঋণ

দানের কিস্তিবন্দী নাই। সম্পাদক ঋণের টাকা এক সঙ্গে না দিলে অবিলম্বে তাহা সভাপতি এবং কমিটির অন্যান্য সভ্যকে জানাইলে তাঁহারা প্রতিবিধান করিবেন। কোনও সম্পাদক এরূপ কার্য্য করিলে তাহাকে পদচ্যুত করা আবশ্যক।

বেনামী ঋণ।

(৬) অনেক সময়ে কমিটির সভ্য এবং কর্ম্মচারিগণ বেনামী ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। নিজেরা সমিতি হইতে একবার ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন; পুনরায় নিজ নামে ঋণ পাওয়ার সম্ভাবনা নাই; তখন নিজের মাতা, ভগ্নী, স্ত্রী কিম্বা একান্নভুক্ত অপর কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের নামে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই টাকার জন্য নিজে জামিন হইয়া থাকেন, অথবা নিজ পরিবারভুক্ত অপর কোন লোক জামিন স্বরূপ অর্পণ করেন। ইহাতে সমিতির ঘোর অনিষ্টের আশঙ্কা রহিয়াছে। কারণ, প্রত্যেক সভ্যকে তাহার অবস্থার পরিমিত টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ইহার অতিরিক্ত ঋণ দিলে আদায়ের সম্ভাবনা অল্প। কিন্তু এক পরিবারভুক্ত অপর লোকের নামে ঋণ গ্রহণ করিলে অবস্থার অতিরিক্ত অর্থ সমিতি হইতে গ্রহণ করা হয়। ভবিষ্যতে এই টাকা শোধ করিতে অসমর্থ হইলে তাহার বিষয় বিক্রয়ের দ্বারা শোধ হওয়া কঠিন। তজ্জন্য যাহাতে কোন সভ্য এইরূপ বেনামী ঋণ গ্রহণ করিয়া সমিতিকে ক্ষতিগ্রস্ত না করেন তজ্জন্য প্রতি সভ্যের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কেহ বেনামী ঋণ গ্রহণ করিলে অন্যান্য সভ্য এবং উপরিস্থ রাজ কর্ম্মচারী এবং সেণ্ট্রেল ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারিগণকে অগোপে তাহা জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য।

ঋণের অপব্যবহার।

(৭) কেবল প্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্য সমিতি হইতে ঋণ দেওয়া হয়। কোন কোন সভ্য যে প্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্য ঋণ গ্রহণ করেন তদুদ্দেশ্যে তাহা ব্যয় না করিয়া অপর অনাবশ্যকীয় কার্য্যে তাহা প্রয়োগ করেন। কি জন্য ঋণের প্রয়োজন,

ঋণ গ্রহণের প্রার্থনা পত্রে তাহা লিখিয়া দিতে হয়। ঋণ গ্রহণ করিয়া তাহা পূর্ব্বোক্ত কার্য্যে প্রয়োগ না করিলে কমিটি তাহা সুদ ও জরিমানা সহ তৎক্ষণাৎ আদায় করিতে পারেন। যাহাতে কেহ অপ্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্য কিম্বা অযথা অপব্যয়ের জন্য ঋণ গ্রহণ করিতে না পারেন তজ্জন্য উপরোক্ত নিয়ম করা হইয়াছে। এই নিয়ম যেন ভঙ্গ কিম্বা ব্যর্থ না হয় তদ্বিষয়ে কমিটির এবং কর্ম্মচারিগণের সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ঋণ গ্রহণ করিয়া তাহা অপব্যয় করিলে সমিতির অর্থ অযথা নষ্ট হয় এবং তাহা আদায় হওয়াতেও বিঘ্ন ঘটিতে পারে। আদায় না হইলে তজ্জন্য অপর সকল সভ্য দায়ী হইবেন।

কুচক্রী সভ্য।

(৮) সময় সময় গ্রামের প্রতিপত্তিশালী কুচক্রী দুই একটি লোক সমিতির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় ইষ্ট এবং সভ্যগণের অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হয়। ইহাদের দ্বারা সময় সময় সমিতির ভিতরে দলাদলীর সৃষ্টি হইয়া থাকে। এইরূপ চরিত্র বিহীন অসৎ প্রকৃতির কোন লোক যাহাতে সমিতিতে প্রবিষ্ট না হয় তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। গ্রামে একত্র বাস করা হেতু সভ্যগণ একে অন্যের চরিত্র বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ। গ্রামের প্রধান ও ধনী ব্যক্তি হইলেও, কুটিল এবং কলহপ্রিয় কোনও লোককে সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত করা অকর্ত্তব্য। সচ্চরিত্র, সরল এবং নিরীহ প্রকৃতির লোক দরিদ্র হইলেও সমিতির অন্তর্ভুক্ত হইতে বাধা নাই। কারণ তাহার দ্বারা কোনরূপ অনিষ্ট হওয়ার আশঙ্কা অল্প। পূর্ব্বেও এ বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে।

কিস্তি খেলাপ।

(৯) কোন কোন সমিতির সভ্য এবং কর্ম্মচারিগণ নিয়মিত সময়ে সুদ এবং ওয়াদা মত আসল টাকা শোধ করা কর্ত্তব্য মনে করেন না। কিন্তু ইহাতে যে সভ্য এবং সমিতি উভয়ের ক্ষতি হয় তাহা সভ্যগণ বুঝিতে অক্ষম বলিয়া বোধ হয়। সভ্যগণের

ঋণভার ক্রমে লঘু করা এবং সময়ে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ ঋণমুক্ত করা সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু সুদ পরিশোধ না করিলে ঋণের পরিমাণ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং ঋণমুক্ত হওয়ার আশা তিরোহিত হয়। ইহাতে নিজের অভ্যাসও দূষিত হয় এবং লোকের নিকট প্রতিপত্তি হ্রাস হয়। কেহ প্রতিজ্ঞা মত দেনা শোধ না করিলে তাহার কথার উপর কাহারও তেমন আস্থা থাকে না। কোনও সভ্য স্বীকৃত সুদ নির্দ্দিষ্ট সময়ে শোধ না করিলে তিনি সমিতির বিশ্বাসভাজন হইতে পারিবেন না। পুনরায় অভাব হইলে সমিতির নিকট ঋণ প্রাপ্তির আশাও কম। অতএব, সময়ে সুদ ও আসল টাকা শোধ করা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। সভ্যগণ সময় মত নিজেদের দেয় টাকা শোধ না করিলে সমিতি নিজ মহাজনের টাকা শোধ করিতে অক্ষম হইবেন। ইহাতে সমিতি লোপও হইতে পারে। কর্ম্মচারিগণের সর্ব্বাগ্রে কিস্তি শোধ করা কর্ত্তব্য। কারণ তাহাদের দৃষ্টান্ত অন্যান্য লোকে অনেক সময়ে অনুসরণ করিয়া থাকে। যে সকল কর্ম্মচারী নিয়মিত সময়ে নিজের দেয় টাকা শোধ না করেন তাহারা উক্ত পদের অনুপযুক্ত। অগৌণে তাহাদিগকে পদচ্যুত করা বিধেয়।

কমিটির শৈথিল্য।

(১০) সময় সময় কমিটির সভ্যগণের শৈথিল্যবশতঃ সমিতির কার্য্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা দৃষ্ট হয়। তাঁহাদের অমনোযোগ ও অবহেলা প্রযুক্ত নিয়মিত সময়ে কমিটির অধিবেশন হয় না, কেহ প্রয়োজন মত ঋণ প্রাপ্ত হয় না, কেহ বা অবস্থার অতিরিক্ত ঋণ প্রাপ্ত হয় এবং সময় মত কাহারও সুদ ও আসল টাকা আদায় হয় না। এমন কি সমিতির প্রাপ্য টাকা তামাদি হইতেও দেখা যায়। ইহার ফলে সমিতি অচিরে লোপ পাইয়া থাকে। সমিতির উন্নতি কিম্বা অবনতি কমিটির কার্য্যপটুতার উপর নির্ভর করে। কমিটির সভ্যগণের কর্ত্তব্য কঠিন এবং দায়িত্ব গুরুতর। সমিতি পরিচালনার গুরুভার

যাঁহারা গ্রহণ করেন তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে অবৈতনিক কার্য্য হইলেও গৃহীত কর্ত্তব্য সাধন করিতে তাহারা লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ দায়ী। কর্ত্তব্য বোধহীন ব্যক্তির হস্তে এই গুরুভার অর্পণ করা বিধেয় নহে। নিঃস্বার্থভাবে স্বদেশ ও সমাজের হিতার্থে শ্রম করিতে যাঁহারা অগ্রসর এইরূপ প্রকৃতির লোককে কমিটির সভ্য নিযুক্ত করা প্রশস্ত। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে বিষয় কার্য্যে অভিজ্ঞ লোকও থাকা প্রয়োজনীয়। নতুবা কার্য্য সুপরিচালিত হইবে না। কমিটির কার্য্যের উপর সকল সভ্য সর্ব্বদা নজর রাখিবেন। তাঁহাদের কার্য্যে ত্রুটি হইলে সকলে সাধারণ সভায় সমবেত হইয়া নূতন কমিটি গঠন করিবেন। কমিটির সভ্যগণ সকলে মিলিত হইয়া কার্য্য করেন কিনা এবং সমিতির কার্য্যে সকলে যোগদান করেন কি না তাহাও দেখা কর্ত্তব্য। কমিটির বৈঠকে সকল বিষয়ের মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। যাহাতে সকল কার্য্য কমিটির বৈঠকে সম্পন্ন হয় সভ্যগণ তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবেন।

সভ্যগণের ঔদাস্য।

(১১) অনেক সভ্য কেবল অল্প সুদে ঋণ গ্রহণের জন্য সমিতির সভ্য হন, ঋণ গ্রহণ করার পর সমিতির কার্য্য কলাপের আর কোন খবর রাখেন না। সমিতির যাবতীয় কার্য্যের জন্য এবং সমুদয় ঋণের জন্য তাঁহারা যে সম্পূর্ণ দায়ী তাহা ভুলিয়া যান। দুই একটি লোকে সমিতির কার্য্য চালাইয়া থাকে। আর সকলেই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেন। সমিতির সভ্যগণ এইরূপ উদাসীন হওয়াতে কার্য্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটে। শিক্ষার অভাবই ইহার প্রধান কারণ। সমিতির শিক্ষিত সভ্যগণ এই বিষয়ে অশিক্ষিত সভ্যগণকে উপদেশ দিলে সমিতির কার্য্যে তাহারা যে অধিকতর মনোযোগী হইবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রতি মাসে সমিতির বৈঠক হওয়ার নিয়ম আছে, কিন্তু কার্য্যতঃ ষাণ্মাসিক অধিবেশনও ঘটিয়া উঠে না। এই সকল বৈঠক নিয়ম মত হওয়া আবশ্যক। এই বৈঠকে সভ্যগণের কর্ত্তব্য

সম্বন্ধে আলোচনা হইলে অশিক্ষিত সভ্যগণের ক্রমে দায়িত্ব বোধ হইবে। সকল সভ্য সমবায়ের নিয়মে অভিজ্ঞ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদের ঔদাস্য দূর হওয়ার আশা অল্প।

হিসাব পত্রে বিশৃঙ্খলা।

(১২) কোন কোন সমিতির হিসাব এবং খাতাপত্র নিয়মমত লিখিত ও রক্ষিত হয় না। মাত্র ছয়খানি খাতায় সমিতির হিসাব এবং আবশ্যকীয় বিষয় লিখিত হয়। তন্মধ্যে ক্যাস বা জমা খরচের বহি, কর্জ্জের খাতিয়ান এবং দেনা ও সম্পত্তির তালিকা বহি বিশেষ প্রয়োজনীয়। হিসাবাদি রীতিমত রাখার প্রণালী পরিশিষ্টে উল্লিখিত হইয়াছে। সমিতির কোন টাকা জমা বা খরচ হওয়ামাত্র জমা খরচ বহিতে লেখা উচিত। যে দিন কোন টাকা পয়সার আদান প্রদান হইবে, সেই দিন তাহা বহিতে জমা বা খরচ লিখিয়া হিসাব মিল করিয়া পৃষ্ঠার শেষভাগে সম্পাদকের সহি দিতে হইবে। এই কার্য্যে অবহেলা করিলে হিসাবে গোলযোগ ঘটে। কর্জ্জের খতিয়ান নিয়মমত রাখা কর্ত্তব্য। যখন যে কোন সভ্যের নিকট টাকা দাদন করা হইবে বা কাহারও নিকট হইতে আদায় হইবে তাহা তৎক্ষণাৎ পাস বহি, কর্জ্জের খতিয়ান এবং জমা খরচ বহিতে লেখা অত্যাবশ্যক। সম্পত্তি ও দেনার বহি অনেক সময় অসম্পূর্ণ থাকে। এই বহিখানি সর্ব্বদা শুদ্ধরূপে পূর্ণ করিয়া রাখা এবং প্রতি বৎসর পুনঃ পরীক্ষা এবং সংশোধন করা কর্ত্তব্য। ইহা অশুদ্ধ কিম্বা অসম্পূর্ণ থাকিলে সমিতির ক্ষতি হইতে পারে। কারণ ইহার দ্বারা প্রতি সভ্যের আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করিয়া তাহাকে কি পরিমাণ ঋণ দেওয়া যাইবে তাহা স্থির করা হয়। কোনও তালিকা না থাকিলে তাহার অবস্থার অতিরিক্ত ঋণ দেওয়া হইতে পারে। ইহাতে টাকা আদায় সম্বন্ধে বিঘ্ন ঘটিবে। কেহ টাকা শোধ না করিলে আদালতে তাহার নামে নালিশ করিয়া তাহার সম্পত্তি ক্রোক করা আবশ্যক। সম্পত্তির তালিকা না থাকিলে তাহার বিষয় ক্রোক করিয়া টাকা আদায় করা

কঠিন হইবে। বিশেষতঃ সমিতির হিসাব ও খাতা পত্র আদালতে প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইবার বিধান আছে। যদি হিসাব শুদ্ধমত লিখিত না হয় তাহা হইলে আদালতে তাহা বিশ্বাস যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না। ইহাতেও সমিতির ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। অতএব সমিতির হিসাব এবং খাতাপত্র সময়মত শুদ্ধভাবে লিখিয়া রাখা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

লগ্নী কারবার।

(১৩) কোন কোন স্থলে গ্রামের কয়েকটি মাতব্বর লোক মিলিত হইয়া সমিতি স্থাপন করেন এবং সমিতির নামে গৃহীত টাকা আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া তদ্দ্বারা লগ্নী কারবার চালাইয়া থাকেন। ইহা অতি গর্হিত কার্য্য। সাংসারিক ব্যয় বিধান এবং কৃষিকার্য্যাদি পরিচালনার নিমিত্ত সমিতি হইতে ঋণ দেওয়া হয়। লগ্নীকার্য্যের জন্য সমিতি কখনও কাহাকেও ঋণদান করেন না। সমিতি হইতে অল্প সুদে ঋণ গ্রহণ করিয়া তাহা গ্রামবাসী দরিদ্র লোকের মধ্যে অতিরিক্ত সুদে খাটাইলে সমিতির উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় এবং সমিতির দ্বারা এই সকল দরিদ্র লোকের উপকার না হইয়া তাহাদের দরিদ্রতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সমিতির টাকা দ্বারা যাহাতে কেহ লগ্নী কারবার করিতে না পারে তদ্বিষয়ে অন্যান্য সভ্যগণ সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন।

সপ্তম অধ্যায়

সুফলের কথা।

সমবায় সমিতির দ্বারা বিদেশে বিপন্ন কৃষককুল ও শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের কিরূপ কল্যাণ সাধিত হইতেছে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে স্বদেশে সমবায়ের শুভ ফলের কথা নিম্নে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল।

অল্প সুদে ঋণ।

(১) গ্রামে গ্রামে সমবায় সমিতি হওয়াতে লোকে অল্প সুদে টাকা ধার পাইতেছে। গ্রামে মহাজনের সুদের হার মাসিক শতকরা ২৲ টাকা হইতে ৬।০ টাকা পর্য্যন্ত ধার্য্য হইয়া থাকে। সমবায় সমিতির সুদের হার বার্ষিক শতকরা ১৫।।৶০ আনার অধিক হইবার নিয়ম নাই। সুতরাং এই সমিতিতে ভর্ত্তি হইয়া লোকে অনায়াসে অধিক সুদের ঋণ পরিশোধ করিতেছে। সুদের হার কম হওয়াতে বৎসরান্তে ঋণের পরিমাণও অধিক বর্দ্ধিত হইতে পারে না। ফসলাদি বিক্রয় করিয়া অনেক গৃহস্থ ক্রমশঃ ঋণদায় হইতে একেবারে মুক্ত হইয়া সুখে সচ্ছন্দে গ্রামে বাস করিতেছে।

মিতাচার।

(২) এই সমিতির দ্বারা কৃষককুল মিতাচার শিক্ষা করিতেছে। কৃষকগণ প্রায়ই আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া থাকে। কিন্তু ব্যাঙ্ক কেবল আবশ্যকীয় কার্য্যের জন্য টাকা কর্জ্জ দিয়া থাকেন। সুতরাং কৃষকগণ আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করার অভ্যাস ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিতেছে। ইহার ফলে বিবাহ এবং শ্রাদ্ধাদিতে অযথা ব্যয় বিধান ক্রমশঃ কমিতেছে।

সঞ্চয়।

(৩) এই সমিতির সভ্যগণ ক্রমে সঞ্চয় করিতে শিখিতেছে। বৎসরান্তে নিজে যাহা কিছু সঞ্চয় করিতে পারে তাহা নিজেদের ব্যাঙ্কেই আমানত রাখিতে পারে এবং তাহার উপর কিছু সুদও পাইতে পারে। আবশ্যকমত এই টাকা তুলিয়া লওয়া যায়। এই সকল কারণে কৃষকগণ কিছু কিছু করিয়া টাকা আমানত রাখিয়া সঞ্চয় অভ্যাস করিতেছে। গ্রন্থকারের পরিচিত একজন কৃষক প্রতি হাটের দিনে একটি করিয়া শিকি জমা রাখিয়া বৎসরান্তে ৫০৲ টাকার খত শোধ করিয়াছে।

উৎপন্ন ফসল অধিক মূল্যে বিক্রয়।

(৪) অভাবগ্রস্ত কৃষক অনেক সময় নিজের অভাব মোচনের জন্য অর্জ্জিত ফসল মাঠে থাকিতেই অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়াতে তাহারা সর্ব্বদাই অভাব মোচনের জন্য টাকা কর্জ্জ পাইতেছে। সুতরাং তাহাদের ফসল ঘরে রাখিয়া সুবিধামত অধিক মূল্যে বিক্রয় করিবার সুযোগ ঘটিতেছে। কোন কোন স্থানে কৃষকগণ কৃষিজাত দ্রব্য অধিকমূল্যে বিক্রয় করিবার মানসে সমবায় সমিতির যোগে একগ্রামবাসী সকলের অর্জ্জিত ফসল একত্র এক গোলাঘরে মজুত করিয়া রাখে এবং বাজারে উহা মহার্ঘ হইলে উচ্চদরে বিক্রয় করিয়া লাভবান্ হয়। এই প্রণালী অবলম্বন করাতে স্বার্থপর ক্রেতৃগণ সরল স্বভাব কৃষকদিগকে প্রবঞ্চনা করিতে পারে না। কৃষকেরা যথাসময়ে সমিতির নিকট হইতে বিক্রয়লব্ধ অর্থ পাইয়া থাকে এবং নিজ নিজ কার্য্য করিবার অধিক অবসর প্রাপ্ত হয়।

চরিত্র সংশোধন।

(৫) এই সমিতির দ্বারা সভ্যগণের চরিত্রও ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে। চরিত্রবান্ না হইলে এই ব্যাঙ্কে ভর্ত্তি হইয়া টাকা কর্জ্জ পাইবার অল্পই সম্ভাবনা। কর্জ্জ লইবার পূর্ব্বে প্রতি সভ্যকেই জামিন দেওয়ার নিয়ম রহিয়াছে। অসাধু লোকের জন্য

কেহই জামিন হয় না। জামিন হইলে জামিনদার সর্ব্বদা তাহার গতি-বিধির উপর লক্ষ্য রাখিয়া থাকে। সুতরাং কুপথগামী হওয়া তাহার পক্ষে কঠিন। এই সুনিয়ম থাকাতে সভ্যদের চরিত্রেরও উন্নতি সাধিত হইতেছে। স্থান বিশেষে মাতাল মদ্যপান এবং জুয়ারী জুয়া খেলা পরিত্যাগ করিতেছে।

শুভানুষ্ঠান।

(৬) লোকের মনকে ঐক্যসূত্রে গাঁথিবার পক্ষে এই সকল সমিতি বিশেষভাবে উপযোগী। একই উদ্দেশ্যে, একই লক্ষ্য সাধনে একগ্রামবাসী সকল লোককে সমবেত করিয়া সমবায় সমিতি গ্রামে একতার বীজ পুনরায় অঙ্কুরিত করিতেছে। ইহাতে গ্রামের দলাদলি দূর হইয়া গ্রামের উন্নতি বিধায়ক অনেক শুভানুষ্ঠানের সূত্রপাত হইতেছে। কোন কোন স্থলে ব্যাঙ্কের লাভের টাকা হইতে গ্রামে স্কুল কিম্বা দরিদ্র ছাত্রের বৃত্তি স্থাপিত হইয়া শিক্ষার বিস্তার হইতেছে। কোথায়ও বা কূপ খননে জলাভাব দূর হইতেছে এবং স্থল বিশেষে কুইনাইন বিতরিত হইয়া গ্রামবাসিগণকে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হইতে রক্ষা করিতেছে। এই সমিতির সাহায্যে মেদিনীপুর জেলায় একটি মধ্য ইংরাজি স্কুল পরিচালিত হইতেছে এবং অন্যান্য জেলায় অনেক গ্রাম্য পাঠশালা সাহায্য লাভ করিতেছে।

বিবাদ মীমাংসা।

(৭) গ্রামের অনেক বিবাদ বিসম্বাদ এই সমিতির দ্বারা মীমাংসা হইতেছে। সমিতি স্থাপিত হওয়াতে গ্রামে একটি স্থায়ী পঞ্চায়েৎ বা কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। সমিতির সভ্যগণের অনেক বিবাদ উহারা সালিসী দ্বারা নিষ্পত্তি করিতেছেন। ইহাতে অনেক দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার হ্রাস হইতেছে এবং প্রজাকুল ধনেপ্রাণে রক্ষা পাইতেছে। গ্রামে বিবাদ বিসম্বাদ দূর করিয়া পুরাতন সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করিবার সুযোগ ঘটিতেছে। গবর্ণমেণ্টের রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া যায় যে এক বৎসরে একটি জেলায় এই সমিতির সাহায্যে এগারশত দেওয়ানী মোকদ্দমার হ্রাস হইয়াছিল।

(৮) এই সমিতির দ্বারা কৃষিকার্য্যেরও উন্নতি সাধিত হইয়াছে। সমিতির ভাণ্ডার হইতে বিবিধ প্রকার শস্য ও আলুর বীজ অল্প মূল্যে সংগ্রহ করিয়া সভ্যগণের নিকট বিক্রয় করা হইতেছে। গ্রাম্য কৃষক নিজের ঘরে থাকিয়া অনায়াসে ও অল্প মূল্যে বিবিধ কৃষিজাত দ্রব্যের বীজ পাইতেছে। গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগ নানা রকমের সার বিক্রয় এবং কৃষি কার্য্যের সুবিধাজনক অনেক নূতন নূতন যন্ত্র সরবরাহ করিতেছেন। সমবায় সমিতির যোগে এই সকল সার ও যন্ত্রাদি প্রত্যেক কৃষকের ঘরে পৌঁছিবার সুযোগ ঘটিয়াছে। গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগ হইতে কৃষিকার্য্যের উন্নতি বিষয়ক অনেক পুস্তকাদিও এই সমিতির যোগে গ্রামে গ্রামে বিলি হইতেছে।

কৃষিকার্য্যের যন্ত্রাদি ক্রয়।

(৯) এই সমিতির সাহায্যে দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্য বিস্তার লাভ করিতেছে। কোন কোন গ্রামে তন্তুবায় সমিতি স্থাপিত হওয়াতে তন্তুবায়গণ ভাল তাঁত ক্রয় করিতেছে, সকলে একত্র হইয়া সস্তা দরে সূতা আমদানী করিতেছে এবং নিজেদের প্রস্তুত বস্ত্রাদি সুবিধামত বাজারে বিক্রয় করিতেছে। গোয়ালন্দ মহকুমায় এইরূপ সমিতির সাহায্যে একটি চিনির কারখানা স্থাপিত হইয়া দেশীয় প্রণালীতে চিনি প্রস্তুত হইতেছে। সমবায় সমিতির সাহায্যে গোয়ালাগণ গরু ক্রয় করিয়া দুগ্ধের ব্যবসায় চালাইতেছে এবং মৎস্য জীবীরা মৎস্যের ব্যবসায় করিতেছে। এই সকল সমিতির দ্বারা অল্প আয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ীদেরও বিশেষ উপকার সাধিত হইতেছে।

শিল্প বিস্তার।

(১০) গ্রামে গ্রামে এই সকল সমিতি স্থাপিত হওয়াতে অনেক স্থলে অব্যবহৃত ধনের ব্যবহার হইতেছে এবং তদ্বারা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থাপন্ন গৃহস্থ এবং অর্থশালিনী আত্মীয়-বিহীনা নারীগণের মহৎ উপকার সাধিত হইতেছে। ইঁহাদের গৃহে অর্থ সঞ্চিত হইলেও আপনাদের অজ্ঞানতা

অব্যবহৃত ধনের ব্যবহার

এবং গ্রামে বিশ্বাসভাজন লোকের অভাব বশতঃ ইহাঁরা সঞ্চিত অর্থ কোন প্রকার কারবারে খাটাইবার সুযোগ পান না। পুরাতন প্রথানুসারে অনেকে সঞ্চিত ধন ভূগর্ভে প্রথিত করিয়া রাখে। কোন কোন স্থলে সঞ্চিত ধনের দ্বারা কোন প্রকার অর্থাগম হওয়া দূরের কথা, গ্রামবাসী দুশ্চরিত্র লোকেরা ধনশালী গৃহস্থকে হত্যা করিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব হরণ করে। সম্প্রতি গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে গ্রামে গ্রামে এক একটি ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়াতে সচ্ছল গৃহস্থের সঞ্চিত অর্থ নিরাপদ স্থানে রাখিবার এবং তাহার দ্বারা অর্থাগমের সুযোগ হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের প্রচারিত রিপোর্টে প্রকাশ যে, মেদিনীপুর জেলার একজন মহাজন জীবিতকালে গ্রামের সমবায় সমিতিকে কোনরূপ ঋণ দান করিতে কিম্বা অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া উহার সাহায্য করিতে স্বীকৃত হয় নাই। কারণ সমিতির দ্বারা তাহার সুদের হার বৃদ্ধির বেঘ্ন হইতেছিল। কিন্তু মহাজনের মৃত্যুর দুই দিন পরেই তাহার নিরাশ্রয়া বিধবা পত্নী সঞ্চিত অর্থ গৃহে রাখা বিপজ্জনক মনে করিয়া এক সঙ্গে আট শত টাকা গ্রাম্য ব্যাঙ্কে জমা করেন। খুলনা জেলার একজন পাল্কীবাহক সারা জীবনে সঞ্চিত বার শত টাকা খুলনা ইউনিয়নে জমা রাখিয়াছিল। ব্যাঙ্কে জমা হইবার পূর্ব্বে এই টাকা ভূতলে নিহিত ছিল। আর একটি ঘটনা এখানে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। গোয়ালন্দ মোহকুমাবাসী একজন বৃদ্ধ ব্যবসায়ী একদিন তাহার একটি নাবালিকা বিধবা কন্যা এবং নগদ বার শত টাকা সহ বর্ত্তমান লেখকের নিকট উপস্থিত হইয়া অতি কাতরভাবে এইরূপ নিবেদন করে :—

"এই বিধবা বালিকার স্বামীকে তাহার সঞ্চিত ধনের জন্য গ্রামের "কোনও দুর্ব্বৃত্ত লোক খুন করিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব হরণ করি-"য়াছে। আমি ভিন্ন এই বালিকার আপন বলিতে আর কেহ ইহজগতে "নাই। কিন্তু আমি এখন জরাগ্রস্ত। আমার আর অধিককাল বাঁচি-"বার আশা নাই। আমার অভাবে ইহার কি উপায় হইবে ভাবিয়া স্থির

"করিতে পারি না। তজ্জন্য আপনার নিকটে আসিয়াছি। এই টাকাগুলি "আপনার কাছে রাখিলাম। অপনি এই অনাথা বালিকার জীবিকার "উপায় করুন।" বৃদ্ধ ব্যবসায়ীর অনুমতি ক্রমে টাকাগুলি স্থানীয় সমবায় সমিতির তহবিলে গচ্ছিত রাখা হয়। উহাতে বিধবার মাসিক ছয় টাকা আয় হইয়াছে। এই ঘটনার কিছু কাল পরেই বৃদ্ধের মৃত্যু হয়। কিন্তু তাহার গচ্ছিত অর্থের দ্বারা এখনও বিধবা বালিকার জীবিকা নির্ব্বাহ হইতেছে।

স্বাবলম্বন ও স্বায়ত্ত শাসন শিক্ষা।

(১১) একথা সকলেই জানেন, যে আজীবন অপরের দ্বারা রক্ষিত হয় তাহার আত্মরক্ষা শক্তির স্ফূর্ত্তি কখনও হয় না। সর্ব্বদা শিশুর ন্যায় পালিত হইলে বলিষ্ঠ যুবাও দীর্ঘকায় শিশুতে পরিণত হয়। প্রজারঞ্জন রাজার দ্বারা সর্ব্ববিষয়ে রক্ষিত ও পালিত প্রজাকুল কখনও স্বায়ত্ত শাসন শিখিতে পারে না। পরমুখাপেক্ষী হইলে শক্তিশালী পুরুষ যেমন ক্রমে নির্ব্বীর্য্য হইয়া যায়, সর্ব্ববিষয়ে রাজমুখাপেক্ষী হইলে প্রজাকুলও তদ্রূপ শক্তিহীন হইয়া পড়ে। বহুকাল ব্যাপী পরমুখাপেক্ষাই ভারতীয় প্রজাকুলকে শক্তিহীন করিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সমবায় সমিতির সাহায্যে তাহাদের এই সুপ্ত শক্তি পুনরুদ্দীপিত করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, সমবায় সমিতি প্রজাকুলের স্বকৃত অনুষ্ঠান, ইহা তাহাদেব আত্ম শক্তির প্রয়োগে প্রতিষ্ঠিত এবং উহার বিকাশের পরিচায়ক। পল্লীগ্রামে এই সমিতি সংস্থাপন করিয়া পল্লীবাসীরা আত্মনির্ভর পরায়ণ হইতেছেন। পল্লীবাসীর আর্থিক বিষয়ের উন্নতি, পল্লীশাসন এবং পরস্পরের বিবাদ মীমাংসার জন্য আর তাহাদের পরমুখাপেক্ষী হওয়ার প্রয়োজন নাই। পল্লীবাসীদের সমবেত শক্তির প্রয়োগে প্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠানের দ্বারাই এই সকল কার্য্য সাধিত হইবে। গ্রাম্য সমবায় সমিতি গ্রামবাসী সকলের অর্থাভাব মোচন করিতে সমর্থ। ইহার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসী সকলের আর্থিক বিষয়ের শ্রীবৃদ্ধি

হইতেছে। গ্রামবাসীর বিবাদ মীমাংসা, আবশ্যকীয় রাস্তা ঘাট নির্ম্মাণ, স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি বিধান প্রভৃতি কার্য্য এই সমিতির সাহায্যে সম্পন্ন হইতেছে। সমিতির সভ্যগণকে সুশাসনে রাখিয়া এবং উহার কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া গ্রামবাসীরা যেমন আত্মনির্ভর এবং আত্মশাসন বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতেছেন, এরূপ উহার দ্বারা তাঁহাদের আর্থিক, নৈতিক এবং সাংসারিক বহুবিধ কল্যাণ সাধিত হইতেছে। গ্রামশাসনে শিক্ষিত হইলে গ্রামবাসিগণ ক্রমে দেশ শাসনের উপযুক্ত হইবেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই হিতকর অনুষ্ঠানের দ্বারা অচিরে পল্লীগ্রামের ভ্রষ্টশ্রী উদ্ধার হইবে। এই অতি কল্যাণকর অনুষ্ঠান যাহাতে দেশময় পরিব্যাপ্ত হয় তদ্বিষয়ে স্বদেশানুরাগী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যত্নশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পরিশিষ্ট

(ক)

ভারতবর্ষের গভর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থা বিভাগ।

ভারতবর্ষের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনারল সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইনটী ১৯১২ সালের ১লা মার্চ্চ তারিখে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের সম্মতি লাভ করায় সাধারণের অবগতির নিমিত্ত এতদ্দ্বারা প্রচার করা গেল ঃ—

১৯১২ সালের ২ আইন।

সম্ভূয়কারী সমিতিসমূহবিষয়ক ১৯১২ সালের আইন।

সূচীপত্র।

সূচনা।

সভ্যগণের অধিকার এবং দায়িত্ব।

রেজিষ্টারী করা সমিতির কর্ত্তব্য।

রেজিষ্টারী করা সমিতিসমূহের বিশেষাধিকার।

রেজিষ্টারী করা সমিতিসমূহের সম্পত্তি ও ফণ্ড।

কার্য্যাদির পরিদর্শন।

সমিতির লোপবিষয়ক বিধি।

বিধির কথা।

বিবিধ।

সম্ভূয়কারী সমিতিসমূহবিষয়ক আইন সংশোধনার্থ আইন।

কৃষক, শিল্পী এবং অল্প আয়বিশিষ্ট অপরাপর ব্যক্তিদিগের মধ্যে মিতব্যয়িতা এবং স্বাবলম্বনঃগুণ বর্দ্ধিতকরণার্থে সম্ভূয়কারী সমিতিসমূহ গঠনের আরও সুবিধা করিয়া দেওয়া এবং সেই সম্ভূয়কারী সমিতিসমূহবিষয়ক আইন সংশোধন করা বিহিত, অতএব এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিতমত বিধান করা গেল :—

সূচনা।

সংক্ষিপ্ত নাম ও ব্যাপ্তি।

১ ধারা। (১) এই আইনটী সম্ভূয়কারী সমিতিসমূহবিষয়ক ১৯১২ সালের আইন নামে অভিহিত হইতে পারিবে; এবং

(২) ইহা সমস্ত বৃটিশ ভারতবর্ষে প্রচলিত হইবে।

লক্ষণ।

২ ধারা। বিষয় বা পূর্ব্বাপর কথায় বিরোধীভাবের কিছু না থাকিলে এই আইনে—

(ক) "উপবিধি" বলিতে উপস্থিত সময়ের প্রচলিত রেজেষ্টারী করা উপবিধিসমূহ বুঝাইবে এবং ঐ উপবিধিসমূহের রেজেষ্টারী করা সংশোধনও গণ্য;

(খ) "কমিটি" বলিতে রেজেষ্টারী করা কোন সমিতির যে শাসকদলের প্রতি ঐ সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহের ভার অর্পিত আছে সেই শাসকদলকে বুঝাইবে,

(গ) "সভ্য" শব্দে যে ব্যক্তি কোন সমিতি রেজিষ্টারী করিবার প্রার্থনায় যোগদান করেন এবং রেজিষ্টারী করিবার পর যে ব্যক্তিকে উপবিধিসমূহ অনুসারে ও কোন বিধি অনুসারে সভ্যপদে গ্রহণ করা হয় তাঁহারাও গণ্য;

(ঘ) "কর্ম্মচারী" শব্দে সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, কমিটির সভ্য, কি অন্য যে ব্যক্তি বিধি কিম্বা উপবিধি অনুসারে সমিতির বিষয়কর্ম্মসম্বন্ধে আদেশ দিতে ক্ষমতাপন্ন তাঁহাকেও বুঝাইবে;

(ঙ) "রেজিষ্টারী করা সমিতি" বলিতে এই আইনমতে রেজিষ্টারী করা কিম্বা রেজিষ্টারী করা বলিয়া বিবেচিত কোন সমিতিকে বুঝাইবে ; এবং

(চ) "রেজিষ্ট্রার" শব্দে যে কোন ব্যক্তি এই আইনমতে সম্ভূয়কারী সমিতিসমূহের রেজিষ্ট্রারের কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদনার্থে নিযুক্ত হন সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(ছ) "বিধি" বলিতে এই আইনক্রমে প্রণীত বিধি বুঝাইবে।

রেজিষ্টারীকরণবিষয়ক বিধি।

রেজিষ্ট্রার।

৩ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন ব্যক্তিকে সেই প্রদেশের কিম্বা উহার কোন অংশের নিমিত্ত সম্ভূয়কারী সমিতিসমূহের রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করিতে পারিবেন, এবং ঐ রেজিষ্ট্রারকে সাহায্য করিবার জন্য অপরাপর ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, ও সাধারণ বা বিশেষ আদেশক্রমে তদ্রূপ কোন ব্যক্তিকে এই আইনমত কোন রেজিষ্ট্রারের সমস্ত বা যে কোন ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

যে সকল সমিতিকে রেজিষ্টারী করা যাইতে পারিবে।

৪ ধারা। সম্ভূয়কার্য্যের নিয়মানুসারে সভ্যগণের আর্থিক বিষয়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা যে সমিতির উদ্দেশ্য কিম্বা তদ্রূপ কোন সমিতির কার্য্যের সুবিধা করিয়া দেওয়ার অভিপ্রায়ে যে সমিতি স্থাপিত হইয়াছে, সেই সমিতিকে পশ্চাৎ লিখিত বিধানসমূহের অধীনে, সীমাবদ্ধ দায়িত্বের সহিত বা বিনা এই আইনমতে রেজিষ্টারী করা যাইতে পারিবে—

কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সাধারণ কিম্বা বিশেষ আদেশক্রমে প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে—

(১) যে সমিতির কোন সভ্য একটি রেজিষ্টারী করা সমিতি, সেই সমিতির দায়িত্ব সীমাবদ্ধ হইবে ;

(২) সভ্যগণকে ধার দেওয়ার জন্য তহবিল সৃষ্ট করা যে সমিতির উদ্দেশ্য এবং যাহার অধিকাংশ সভ্য কৃষক, এবং যাহার কোন সভ্যই রেজিষ্টারী করা সমিতি নহে, সেই সমিতির দায়িত্বের সীমা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না।

সীমাবদ্ধ দায়িত্ব এবং শেয়ার মূলধন বিশিষ্ট সমিতির সভ্যের স্বার্থেরসীমা।

৫ ধারা। শেয়ার ক্রমে কোন সমিতির সভ্যগণের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ হইবার স্থলে, কোন রেজিষ্টারী করা সমিতির সভ্য ভিন্ন অপর কোন সভ্য—

(ক) বিধিক্রমে যে অংশ নির্দ্দিষ্ট হয় ঐ সমিতির শেয়ার মূলধনের সেই অংশের অধিক এবং উর্দ্ধ সংখ্যা এক-পঞ্চমাংশের অধিক লইবেন না; কিম্বা

(খ) ঐ সমিতির শেয়ারে এক হাজার টাকার অধিক কোন স্বার্থ লইবেন না বা দাওয়া করিবেন না।

রেজিষ্টারীকরণের সর্ত্তসমূহ।

৬ ধারা। (১) যে সমিতির সভ্যগণ রেজিষ্টারী করা সমিতি তদ্ভিন্ন কোন সমিতি এই আইনমতে রেজিষ্টারী করা হইবে না যাহার আঠার বৎসরের অধিক বয়স্ক অন্ততঃ দশজন সভ্য নাই; এবং যেস্থলে সমিতির সভ্যগণের মধ্যে টাকা ধার দিবার নিমিত্ত তহবিল সৃষ্টি করা ঐ সমিতির উদ্দেশ্য সেস্থলে ঐরূপে রেজিষ্টারী করা যাইবে না যদি ঐ ব্যক্তিগণ—

(ক) একই নগর কিম্বা গ্রাম বা একই গ্রামপুঞ্জে বাস না করেন; কিম্বা

(খ) রেজিষ্ট্রার ভিন্ন প্রকারের আদেশ করিবার স্থল ছাড়া একই সম্প্রদায়, শ্রেণী, জাতি বা পেশাভুক্ত লোক না হন।

কোন কোন প্রশ্ন রেজিষ্ট্রারের নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা।

৭ ধারা। এই আইনের প্রয়োজনার্থে কোন ব্যক্তি কৃষক বা কৃষক নহে, কিম্বা কোন ব্যক্তি কোন নগরের বা গ্রামের বা গ্রামপুঞ্জের অধিবাসী কি না, কিম্বা দুই বা তদধিক গ্রাম একটী পুঞ্জ গঠন করে বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে কি না, কিম্বা কোন ব্যক্তি কোন বিশেষ সম্প্রদায়, শ্রেণী, জাতি বা পেষাভুক্ত ব্যক্তি কি না, এতদসম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থিত হইলে রেজিষ্ট্রার তাহার নিষ্পত্তি করিবেন, এবং তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

রেজিষ্টারীকরণের দরখাস্ত।

৮ ধারা। (১) রেজিষ্টারীকরণের প্রয়োজনার্থে রেজিষ্টারী করণের কোন দরখাস্ত রেজিষ্ট্রারের নিকট করিতে হইবে।;

(২) ঐ দরখাস্ত—

(ক) যে সমিতির কোন সভ্যই কোন রেজিষ্টারী করা সমিতি নহেন এরূপ কোন সমিতির স্থলে, ৬ ধারার (১) প্রকরণের আদেশানুসারে উপযুক্ত অন্ততঃ দশজন ব্যক্তির দ্বারা; এবং

(খ) যে সমিতির সমস্ত সভ্য রেজিষ্টারী করা সমিতি, তাহার স্থলে, ঐ সকল রেজিষ্টারী করা সমিতির প্রত্যেকের স্বপক্ষে যথাবিধি ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা এবং যেস্থলে ঐ সমিতির সমস্ত সভ্য রেজিষ্টারী করা সমিতি নহেন সেস্থলে অপর দশজন সভ্য কিম্বা যেস্থলে দশজনের কম অপর সভ্য থাকে সেস্থলে তাঁহাদের সকলের দ্বারা স্বাক্ষরিত হইবে।

(৩) ঐ দরখাস্তের সঙ্গে ঐ সমিতির প্রস্তাবিত উপবিধিসমূহের এক কেতা নকল দিতে হইবে এবং যে ব্যক্তিগণ কর্তৃক কিম্বা যাহাদের পক্ষে ঐ দরখাস্ত করা হয় রেজিষ্ট্রার ঐ সমিতি সম্বন্ধে যে সংবাদ চাহেন সেই ব্যক্তিদিগকে তাহা দিতে হইবে।

রেজিষ্টারীকরণ।

৯ ধারা। যদি রেজিষ্ট্রারের প্রতীতি হয় যে কোন সমিতি এই আইনের বিধানসমূহ এবং বিধিসমূহ পালন করিয়াছে, এবং ইহার প্রস্তাবিত উপবিধিসমূহ এই আইন বা বিধিসমূহের বিরোধী নহে, তাহা হইলে তিনি উপযুক্ত বিবেচনা করিলে ঐ সমিতি ও উহার উপবিধিসমূহকে রেজিষ্টারী করিবেন।

রেজিষ্টারীকরণের প্রমাণ।

১০ ধারা। রেজিষ্ট্রারের স্বাক্ষরিত রেজিষ্টারীকরণের সার্টিফিকেট, তল্লিখিত সমিতির রেজিষ্টারীকরণ রদ করা হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত না হইলে, উহার যথাবিধি রেজিষ্টারী হওয়া চূড়ান্ত প্রমাণ হইবে।

রেজিষ্টারী করা সমিতির উপবিধির সংশোধন।

১১ ধারা। (১) কোন রেজিষ্টারী করা সমিতির উপবিধি সমূহের কোন সংশোধন এই আইনমতে রেজিষ্টারী না হওয়া পর্য্যন্ত সিদ্ধ হইবে না এতদর্থে ঐ সংশোধনের একখানি প্রতিলিপি রেজিষ্ট্রারের নিকট পাঠাইতে হইবে।

(২) উপবিধিসমূহের কোন সংশোধন এই আইন কিম্বা বিধিসমূহের বিরুদ্ধ নহে রেজিষ্ট্রারের এরূপ প্রতীতি হইলে তিনি যদি উপযুক্ত বিবেচনা করেন তবে ঐ সংশোধন রেজিষ্টারী করিতে পারিবেন।

(৩) যখন রেজিষ্ট্রার কোন রেজিষ্টারী করা সমিতির উপবিধিসমূহের কোন সংশোধন রেজিষ্টারী করেন তখন তিনি তাঁহার দ্বারা সংশিত ঐ সংশোধনের একখানি প্রতিলিপি ঐ সমিতিকে পাঠাইয়া দিবেন যাহা ঐ সংশোধন যথাযথ রেজিষ্টারী হওয়ার চূড়ান্ত প্রমাণ হইবে।

সভ্যগণের অধিকার এবং দায়িত্ব।

দেয় টাকা না দেওয়া পর্য্যন্ত কোন সভ্য কোন অধিকার পরিচালন করিবেন না।

১২ ধারা। কোন রেজিষ্টারী করা সমিতির কোন সভ্য, বিধিসমূহ কিম্বা উপবিধি-সমূহের দ্বারা যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হয় যদি, বা যে পর্য্যন্ত, তাহার সভ্যপদের জন্য সেইমত টাকা না দেন কিম্বা সেইমত স্বার্থ অর্জ্জন না করেন, সেই পর্য্যন্ত তিনি সভ্যের অধিকার পরিচালন করিবেন না।

১৩ ধারা। (১) যেস্থলে রেজিষ্টারী করা কোন সমিতির সভ্যগণের দায়িত্ব শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, সেস্থলে মূলধনে প্রত্যেক সভ্যের যে পরিমাণ স্বার্থই থাকুক ঐ সমিতির বিষয় কার্য্যে সভ্যস্বরূপ তাঁহার একটী মাত্র ভোট থাকিবে।

সভ্যগণের ভোট।

(২) যেস্থলে রেজিষ্টারী করা কোন সমিতির সভ্যগণের দায়িত্ব শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়, সেস্থলে, ঐ সমিতির উপবিধি দ্বারা যতগুলি ভোট নির্দ্দিষ্ট হয় প্রত্যেক সভ্যের ততগুলি ভোট থাকিবে।

(৩) যে রেজিষ্টারী করা সমিতি উহার তহবিলের কোন অংশ অপর কোন রেজিষ্টারী করা সমিতির শেয়ার বা সিকিউরিটীতে প্রয়োগ করিয়াছে, ঐ অপর রেজিষ্টারী করা সমিতির বিষয় সম্পর্কে ভোট দিবার প্রয়োজনার্থে সেই সমিতি তাহার কোন সভ্যকে প্রতিনিধি স্বরূপ নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

১৪ ধারা। (১) এই আইন দ্বারা কিম্বা বিধিসমূহ দ্বারা কোন রেজিষ্টারী করা সমিতির মূলধনে কোন সভ্যের শেয়ার কিম্বা স্বার্থের সর্ব্বোচ্চ সীমাসম্বন্ধীয় যে সকল নিয়ম নির্দ্দিষ্ট থাকে ঐ শেয়ার বা স্বার্থের হস্তান্তরকরণ বা চার্জ্জকরণ সেই সকল নিয়মের অধীন হইবে।

শেয়ার বা স্বার্থ হস্তান্তরকরণ সম্বন্ধে সংকোচ।

(২) অসীমাবদ্ধ দায়িত্ববিশিষ্ট কোন সমিতির স্থলে কোন সভ্যের যে শেয়ার থাকে কিম্বা ঐ সমিতির মূলধনে কোন সভ্যের যে স্বার্থ থাকে তাহা কিম্বা তাহার কোন অংশ হস্তান্তর করিবেন না যদি—

(ক) তিনি ঐ শেয়ার কিম্বা স্বার্থ এক বৎসরের অন্যূন কাল না রাখিয়া থাকেন; এবং

(খ) ঐ সমিতিকে কিম্বা ঐ সমিতির কোন সভ্যকে হস্তান্তর কিম্বা চার্জ্জ করা না হয়।

রেজিষ্টারী করা সমিতির কর্ত্তব্যকর্ম্ম।

১৫ ধারা। প্রত্যেক রেজিষ্টারী করা সমিতির বিধিসমূহ অনুসারে রেজিষ্টারী করা এমন একটি ঠিকানা থাকিবে যথায় সমস্ত নোটীশ ও চিঠিপত্র প্রেরণ করা যাইতে পারিবে এবং যাহার কোন পরিবর্ত্তন ঘটিলে তাহার সংবাদ রেজিষ্টারের নিকট পাঠাইতে হইবে।

সমিতির ঠিকানা।

আইন, বিধি এবং উপবিধি সমূহের প্রতিলিপি দেখিবার জন্য রাখিতে হইবে।

১৬ ধারা। প্রত্যেক রেজিষ্টারী করা সমিতি এই আইনের এবং ঐ সমিতির অনুশাসনকারী বিধিসমূহের ও উহার উপবিধিসমূহের একখানি নকল দেখিবার জন্য তাহার রেজিষ্টারী করা ঠিকানায় রাখিবেন। উহা যুক্তিযুক্ত সকল সময়ে বিনা ব্যয়ে দেখিতে পারা যাইবে।

হিসাব পরীক্ষা।

১৭ ধারা। (১) প্রতি বৎসরে অন্ততঃ একবার করিয়া রেজিষ্ট্রার প্রত্যেক রেজিষ্টারী করা সমিতির হিসাব পরীক্ষা করিবেন কিম্বা লিখিত সাধারণ কিম্বা বিশেষ আদেশক্রমে এতদপক্ষে তাঁহাদ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক হিসাব করাইবেন।

(২) যে সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিবার কাল অতীত হইয়াছে এরূপ কোন ঋণ থাকিলে ঐরূপ ঋণের বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখা এবং সমিতির স্থিতি ও দায়িত্বের মূল্যাবধারণ করাও (১) প্রকরণমত হিসাব পরীক্ষার অন্তর্গত হইবে।

(৩) রেজিষ্ট্রার, কালেক্টর কিম্বা লিখিত সাধারণ কিম্বা বিশেষ আজ্ঞাক্রমে যে কোন ব্যক্তি রেজিষ্ট্রারের নিকট হইতে এতদর্থে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন তিনি, যে কোন সময়ে কোন সমিতির বহি হিসাব, কাগজপত্র ও সিকিউরিটি পরিদর্শন করিতে পারিবেন, এবং পরিদর্শনকারী ব্যক্তি ঐ সমিতির লেনদেন ও কার্য্যপরিচালনসম্বন্ধীয় যে কোন সন্ধান চাহেন সমিতির প্রত্যেক কর্ম্মচারী সেই সন্ধান দিবেন।

রেজিষ্টারী করা সমিতিসমূহের বিশেষাধিকার।

সমিতি সমবায়িত সমাজ হইবে।

১৮ ধারা। কোন সমিতি রেজিষ্টারী করা হইলে উহা যে নামে রেজিষ্টারী করা হয় সেই নামে সমবেতভাবে গঠিত সমিতি হইবে এবং উহার অখণ্ড পর্য্যায় ও সাধারণ মোহর থাকবে ও সম্পত্তি অধিকার করিবার, চুক্তি করিবার, দেওয়ানী মোকদ্দমা এবং অপরাপর আইন সংক্রান্ত কার্য্যানুষ্ঠান উপস্থিত ও তাহাতে প্রতিবাদ করিবার, ও উহা যে উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যসাধনার্থ আবশ্যক সমস্ত কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

সমিতির দাবির অগ্রগণ্যতা।

১৯ ধারা। ভূমির রাজস্বসম্পর্কে বা ভূমির রাজস্বের ন্যায় আদায়যোগ্য কোন টাকা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের কিম্বা খাজানাসম্পর্কে বা খাজানার ন্যায় আদায়যোগ্য কোন টাকাসম্পর্কে ভূম্যধিকারীর অগ্রগণ্য দাওয়া

থাকিলে তাহা মান্য করিয়া, কোন রেজিষ্টারী করা সমিতির কোন সভ্যের কিম্বা যে ব্যক্তি আর সভ্য নাই তাঁহার নিকট হইতে—

(ক) ঐ সভ্য বা ব্যক্তিকে যে তারিখে বীজ কি সার সরবরাহ করা হয় কিম্বা বীজ বা সার ক্রয়ার্থে টাকা ঋণ দেওয়া হয় সেই তারিখ হইতে আঠার মাসের মধ্যে যে কোন সময়ে ঐ সভ্য বা ব্যক্তির ফসল বা কৃষিজাত অপর দ্রব্যের উপর ঐ বীজ বা সার সরবরাহ বা বীজ কি সার ক্রয়ার্থে প্রদত্ত ঐ ঋণ সম্বন্ধে,

(খ) যে কোন গবাদি পশু, গবাদির খাদ্য, কৃষি বা শিল্প সংক্রান্ত যে হাতিয়ার বা কলকব্জা কিম্বা দ্রব্যাদি প্রস্তুত করণের নিমিত্ত যে অসংস্কৃত মাল মসলা সরবরাহ করা হয়, কিম্বা পূর্ব্বোক্ত যে কোন দ্রব্যাদির ক্রয়ার্থে যে টাকা ঋণ দেওয়া হয় সেই টাকা হইতে সম্পূর্ণরূপে বা অংশত ক্রয় করা হয়, কিম্বা ঐরূপে সরবরাহ বা ক্রয় করা অসংস্কৃত মাল মসলা হইতে যে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা হয় তাহার উপর ঐ ঐ সরবরাহ বা ঋণসম্বন্ধে,

ঐ সমিতির যাহা পাওনা থাকে তাহা অন্য পাওনাদারগণের অগ্রে ঐ সমিতি আপন দাওয়া প্রবল করিতে স্বত্ববান হইবেন।

সভ্যের শেয়ার বা স্বার্থ সম্বন্ধে চার্জ্জ এবং দাওয়ার বিপরীত দাওয়া।

২০ ধারা। কোন সভ্য বা ভূতপূর্ব্ব সভ্যের নিকট কোন রেজিষ্টারী করা সমিতির কোন ঋণ প্রাপ্য থাকিলে তৎসম্বন্ধে ঐ সভ্য বা ভূতপূর্ব্ব সভ্যের শেয়ার, মূলধনগত স্বার্থ ও আমানতী টাকার উপর এবং ঐ সভ্য বা ভূতপূর্ব্ব সভ্যকে কোন ডিভিডেণ্ড, পারিতোষিক বা লভ্য দেয় থাকিলে সেই ডিভিডেণ্ড প্রভৃতির উপর ঐ সমিতির চার্জ্জ থাকিবে এবং কোন সভ্য বা ভূতপূর্ব্ব সভ্যের নামে যে কোন টাকা জমা থাকে কিম্বা তাঁহাকে দেওয় হয় তাহা ঐরূপ কোন ঋণ পরিশোধার্থে কি পরিশোধের আনুকূল্যার্থে ঐ সমিতি বাদ দিতে পারিবেন।

শেয়ার বা স্বার্থ ক্রোকযোগ্য নহে।

২১ ধারা। কোন রেজিষ্টারী করা সমিতির মূলধনে কোন সভ্যের যে শেয়ার কি স্বার্থ থাকে তাহা ২০ ধারার বিধান মান্য করিয়া ঐ সভ্যের ঋণ বা দায়িত্ব সম্বন্ধে কোন আদালতের ডিক্রী বা আজ্ঞাক্রমে ক্রোক বা বিক্রয় করিতে পারা যাইবে না, এবং রাজধানী নগরসমূহের দেউলিয়াবিষয়ক ১৯০৯ সালের

আইনমতে কোন অফিসিয়াল আসাইনী কিম্বা প্রাদেশিক যোত্রহীনতাবিষয়ক ১৯০৭ সালের আইনমতে নিযুক্ত কোন গ্রাহকের ঐ শেয়ার বা স্বার্থে কোন দাওয়া করিবার স্বত্ব থাকিবে না কিম্বা দাওয়া থাকিবে না।

মৃত সভ্যের মৃত্যু হইলে স্বার্থের হস্তান্তরণ

২২ ধারা। (১) কোন সভ্যের মৃত্যু হইলে কোন রেজিষ্টারী করা সমিতি ঐ মৃত সভ্যের শেয়ার কিম্বা স্বার্থ এতদপক্ষে প্রণীত বিধিসমূহ অনুসারে মনোনীত ব্যক্তিকে কিম্বা ঐরূপে মনোনীত কোন ব্যক্তি না থাকিলে যে ব্যক্তি ঐ মৃত সভ্যের উত্তরাধিকারী কিম্বা আইনমত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি বলিয়া কমিটীর বোধ হয় সেই ব্যক্তিকে হস্তান্তরিত করিয়া দিতে পারিবেন অথবা বিধি কিম্বা উপবিধিসমূহ অনুসারে যত টাকা ঐ সভ্যের শেয়ার কিম্বা স্বার্থের মূল্য স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হয় তত টাকা ঐ মনোনীত ব্যক্তি, উত্তরাধিকারী কিম্বা স্থলবিশেষে আইনমত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে দিতে পারিবেন।

কিন্তু -

(/০) অসীম দায়িত্ববিশিষ্ট কোন সমিতির স্থলে ঐরূপ মনোনীত ব্যক্তি, উত্তরাধিকারী কিম্বা স্থলবিশেষে আইনমত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তরূপে নির্ণীত মৃত সভ্যের শেয়ারের কিম্বা স্বার্থের মূল্য ঐ সমিতির নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবেন।

(৵০) অসীমদায়িত্ববিশিষ্ট কোন সমিতির স্থলে সমিতি মৃত সভ্যের শেয়ার কিম্বা স্বার্থ ঐরূপে মনোনীত ব্যক্তি, উত্তরাধিকারী কিম্বা স্থলবিশেষে আইনমত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি ঐ সমিতির সভ্যপদসম্পর্কীয় বিধি কিম্বা উপবিধি অনুসারে উপযুক্ত ব্যক্তি হইলে তাঁহাকে কিম্বা মৃত সভ্যের মৃত্যুর তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে তিনি দরখাস্ত করিলে তাহাতে ঐরূপ যে উপযুক্ত ব্যক্তির নির্দ্দেশ থাকে সেই ব্যক্তিকে হস্তান্তরিত করিবেন।

(২) কোন রেজিষ্টারী করা সমিতির নিকট হইতে মৃত সভ্যের অপরাপর যে সকল টাকা পাওনা থাকে তাহা ঐ সমিতি ঐরূপ মনোনীত ব্যক্তি, উত্তরাধিকারী কিম্বা আইনমত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে দিতে পারিবেন।

(৩) কোন রেজিষ্টারী করা সমিতিকর্ত্তৃক এই ধারানুসারে যে সকল হস্তান্তর এবং টাকা প্রদান করা হয় তাহা অপর কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃক ঐ সমিতির উপর কৃত কোন দাবীর বিরুদ্ধে সিদ্ধ এবং ফলবৎ হইবে।

২৩ ধারা। কোন ভূতপূর্ব্ব সভ্য যে সময় হইতে সভ্য রহিলেন না সেই সময়ে সমিতির যে ঋণ থাকে সেই ঋণের জন্য তাঁহার দায়িত্ব যে তারিখে তিনি আর সভ্য না থাকেন সেই তারিখ হইতে দুই বৎসর কাল চলিতে থাকিবে।

ভূতপূর্ব্ব সভ্যের দায়িত্ব।

২৪ ধারা। কোন মৃত সভ্যের মৃত্যু সময়ে কোন রেজিষ্টারী করা সমিতির যে ঋণ থাকে সেই ঋণের জন্য ঐ মৃত সভ্যের ইষ্টেট তাঁহার মৃত্যুর সময় হইতে এক বৎসর কাল দায়ী থাকিবে।

মৃত সভ্যের ইষ্টেটের দায়িত্ব।

২৫ ধারা। কোন রেজিষ্টারী করা সমিতি সভ্যগণের বা শেয়ার সমূহের যে কোন রেজিষ্টারী বা তালিকা রাখেন তাহা তল্লিখিত নিম্নলিখিত কোন বিবরণসম্বন্ধে আপাত প্রমাণ হইবে:—

সভ্যগণের রেজিষ্টারী।

(ক) কোন ব্যক্তির নাম যে তারিখে সভ্যস্বরূপ ঐ রেজিষ্টারীতে বা তালিকায় লিখিত হইয়াছিল সেই তারিখ;

(খ) ঐরূপ কোন ব্যক্তি যে তারিখ হইতে সভ্য না থাকেন সেই তারিখ।

২৬ ধারা। বিষয় কার্য্য চালাইবার রীত্যনুসারে যাহা নিয়মিতরূপে রাখা হইয়াছে রেজিষ্টারী করা কোন সমিতির এমন কোন বহির লিখিত কোন দফার নকল, বিধির নির্দ্দিষ্ট প্রকারে প্রশংসিত হইলে, কোন মোকদ্দমায় কিম্বা আইনমত কার্য্যানুষ্ঠানে লিখিত ঐরূপ দফা যে আছে আপাতদৃষ্টিতে সেই কথার সাক্ষ্যস্বরূপে গ্রাহ্য হইবে, এবং ঐ লিখিত কথায় যে যে বিষয়, লেনদেন ও হিসাব লিপিবদ্ধ থাকে তাহার সাক্ষ্যস্বরূপে যেস্থলে মূল লিখন গ্রাহ্য হইতে পারে তদ্রূপ প্রত্যেক স্থলে এবং যে পরিমাণে গ্রাহ্য হইতে পারে সেই পরিমাণে গ্রাহ্য হইবে।

সমিতির বহির লিখনসমূহের প্রমাণ।

রেজিষ্টারী করা সমিতির শেয়ার এবং ডিবেঞ্চার সম্পর্কীয় নিদর্শনপত্র সমূহকে বাধা হইয়া রেজিষ্টারী করার নিয়ম হইতে অব্যাহতি দেওন।

২৭ ধারা। ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টারীকরণ বিষয়ক ১৯০৮ সালের আইনের ১৭ ধারার (১) প্রকরণের (খ) ও (গ) দফার কোন কথা নিম্নলিখিত কোন বিষয় সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইবে না।

(১) কোন রেজিষ্টারী করা সমিতির স্থিত সম্পূর্ণরূপে কিম্বা অংশত স্থাবর সম্পত্তি হওয়া সত্ত্বেও ঐ সমিতির শেয়ারসম্পর্কীয় কোন নিদর্শপত্র; কিম্বা

(২) তদ্রূপ কোন সমিতি যে ডিবেঞ্চর বাহির করেন এবং তদ্রূপ ডিবেঞ্চরধারীদিগের উপকারার্থে কোন রেজিষ্টারী করা নিদর্শনপত্রক্রমে ঐ সমিতি

তাহার সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি বা তদংশ কিম্বা ন্যাসসম্পর্কীয় কার্য্যে নিযুক্ত ন্যাসধারীদিগের তদ্গত কোন স্বার্থ বন্ধক দিয়াছেন লিখিয়া দিয়াছেন কিম্বা প্রকারান্তরে হস্তান্তরিত করিয়া দিয়াছেন যে ডিবেঞ্চর ডিবেঞ্চরধারীকে যতদূর সেই নিদর্শনপত্রের প্রদত্ত প্রাতিভাব্যে স্বত্ববান্ করায় ততদূর ছাড়া স্থাবর সম্পত্তিতে কোন অধিকার, স্বত্ব কিম্বা স্বার্থ সৃষ্ট ব্যক্তি, এসাইন্, সীমাবদ্ধ কিম্বা লোপ করে না এমন যে কোন ডিবেঞ্চর ; কিম্বা

(৩) তদ্রূপ কোন সমিতির প্রচারিত কোন ডিবেঞ্চরের উপরিস্থ কোন পৃষ্ঠলিপি কিম্বা ঐ ডিবেঞ্চরের কোন হস্তান্তরকরণপত্র।

আয়কর, ষ্ট্যাম্প মাশুল এবং রেজিষ্টারীকরণের ফী হইতে অব্যাহতি দিবার ক্ষমতা।

২৮ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর-জেনরল সাহেব ইণ্ডিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া রেজিষ্টারী করা কোন সমিতি কিম্বা রেজিষ্টারী করা কোন শ্রেণীর সমিতিসম্বন্ধে নিম্নলিখিত মাশুল প্রভৃতি মাপ করিতে পারিবেন :—

(ক) ঐ সমিতির লভ্যসম্বন্ধে কিম্বা ঐ সমিতির সভ্যগণ লভ্যের হিসাবে যে সকল ডিভিডেণ্ড কিম্বা অপর টাকা প্রাপ্ত হন তৎসম্বন্ধে যে আয়কর দেয় হয় তাহা ;

(খ) কোন রেজিষ্টারী করা সমিতিকর্ত্তৃক বা উহার পক্ষে কিম্বা ঐ সমিতির কোন কর্ম্মচারী বা সভ্যকর্ত্তৃক সম্পাদিত ঐ সমিতির বিষয় কর্ম্মসংক্রান্ত কোন দস্তাবেজ কিম্বা কোন শ্রেণীর ঐরূপ দস্তাবেজের উপর উপস্থিত সময়ের প্রচলিত কোন আইনানুসারে যথাক্রমে যে ষ্টাম্প মাশুল ধরা যাইতে পারে তাহা ;

(গ) রেজিষ্টারীকরণসংক্রান্ত উপস্থিত সময়ের প্রচলিত কোন আইনানুসারে যে কোন ফী দেয় হয় তাহা।

রেজিষ্টারী করা সমিতিসমূহের সম্পত্তি ও ফণ্ড।

ঋণদানসম্বন্ধে সংকোচ।

২৯ ধারা। (১) রেজিষ্টারী করা কোন সমিতি সভ্য ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তিকে ঋণ দিবেন না।

কিন্তু রেজিষ্টারের সাধারণ বা বিশেষ মঞ্জুরী গ্রহণকরত কোন রেজিষ্টারী করা সমিতি অপর কোন রেজিষ্টারী করা সমিতিকে ঋণ দিতে পারিবেন।

(২) রেজিষ্ট্রারের মঞ্জুরী ব্যতীত কোন অসীমাবদ্ধ দায়িত্ববিশিষ্ট সমিতি অস্থাবর সম্পত্তি জামিনস্বরূপ রাখিয়া টাকা ঋণ দিবেন না।

(৩) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সাধারণ কি বিশেষ আদেশক্রমে রেজিষ্টারী করা কোন সমিতি বা রেজিষ্টারী করা কোন শ্রেণীর সমিতিকর্ত্তৃক স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া টাকা ঋণ দেওয়া নিষিদ্ধ অথবা সীমাবদ্ধ করিতে পারিবেন।

ঋণকরণসম্বন্ধে সংকোচ।

৩০ ধারা। রেজিষ্টারী করা কোন সমিতি বিধি কিম্বা উপবিধিসমূহদ্বারা যে পরিমাণ ও যে যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হয়, সভ্য নহেন এমন ব্যক্তিদের নিকট হইতে কেবল সেই পরিমাণে ও সেই সেই নিয়মাধীনে গচ্ছিত টাকা এবং ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

সভ্য নহেন এমন ব্যক্তিদিগের সহিত অপরাপর লেনদেনের সংকোচ।

৩১ ধারা। ২৯ ও ৩০ ধারার বিধানমত ছাড়া সভ্য ভিন্ন অপরাপর ব্যক্তিদিগের সহিত কোন রেজিষ্টারী সমিতির লেনদেন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিধিক্রমে যদি কোন নিষেধ এবং সংকোচের নির্দ্দেশ করেন তদধীনে কৃত হইবে।

ফণ্ডের নিয়োগ।

৩২ ধারা। (১) রেজিষ্টারী করা কোন সমিতি উহার ফণ্ডসমূহ—

(ক) গবর্ণমেণ্ট সেভিংস ব্যাঙ্কে; কিম্বা

(খ) ভারতবর্ষীয় ন্যাসবিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের ২০ ধারার নির্দ্দিষ্ট সিকিউরিটী-সমূহের কোন সিকিউরিটীতে; কিম্বা

(গ) রেজিষ্টারী করা অপর কোন সমিতির শেয়ারসমূহে বা সিকিউরিটীতে; কিম্বা

(ঘ) এতদর্থে রেজিষ্টারের অনুমোদিত কোন ব্যাঙ্ক বা ব্যাঙ্কস্বরূপ কার্য্যকারী কোন ব্যক্তির নিকটে; কিম্বা

(ঙ) বিধিসমূহের অনুমত অপর কোন প্রণালীতে;

নিয়োগ করিতে বা গচ্ছিত রাখিতে পারিবেন।

(২) এই আইনের প্রারম্ভের পূর্ব্বেকৃত যে সকল নিয়োগ বা গচ্ছিত এই আইন বলবৎ থাকিলে সিদ্ধ হইত তাহা এতদ্দ্বারা সিদ্ধ ও দৃঢ়ীকৃত হইল।

লভ্যের হিসাবে ফণ্ডগুলির টাকা বণ্টন করিতে দেওয়া যাইবে না।

৩৩ ধারা। রেজিষ্টারী করা কোন সমিতির ফণ্ডসমূহের কোন অংশ পারিতোষিক কিম্বা ডিভিডেণ্ডের হিসাবে কিম্বা অন্য প্রকারে তাহার সভ্যগণকে বণ্টন করিয়া দেওয়া যাইবে না।

কিন্তু কোন বৎসরের প্রকৃত লভ্যের অন্ততঃ এক চতুর্থাংশ কোন রিজার্ভ ফণ্ডে রাখা যাইবার পর ঐ লভ্যের অবশিষ্ট অংশ হইতে এবং গত বৎসরসমূহের যে লভ্য বণ্টনার্থে ব্যবহৃত হইত পারে তাহা হইতে বিধি কিম্বা উপবিধিসমূহদ্বারা যে পরিমাণ ও যে যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হয় সভ্যগণকে সেই পরিমাণে ও সেই সেই নিয়মাধীনে টাকা দেওয়া যাইতে পারিবে।

পরন্তু অসীমাবদ্ধ দায়িত্ববিশিষ্ট কোন সমিতি স্থলে এতদ্‌পক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সাধারণ বা বিশেষ আজ্ঞা ব্যতীত কোন প্রকার লভ্যের বণ্টন করা যাইবে না।

দাতব্য উদ্দেশ্যে চাঁদা দান।

৩৪ ধারা। রেজিষ্টারী করা কোন সমিতি রেজিষ্ট্রারের মঞ্জুরী গ্রহণ-করত কোন বৎসরের লভ্যের এক চতুর্থাংশ কোন রিজার্ভ ফণ্ডে রাখা যাইবার পর অবশিষ্ট লভ্যের শতকরা দশ টাকার অনধিক টাকা দাতব্য দান-বিষয়ক ১৮৯০ সালের আইনের ২ ধারার বর্ণিত কোন দাতব্য উদ্দেশ্যে চাঁদাস্বরূপ দিতে পারিবেন।

১৮৯০ সালের ১ আইন।

কার্য্যাদির পরিদর্শন।

রেজিষ্ট্রার কর্ত্তৃক অনুসন্ধান।

৩৫ ধারা। (১) রেজিষ্ট্রার আপন প্রবৃত্তিমতে রেজিষ্টারী করা কোন সমিতির সংগঠন কার্য্য ও আয় ব্যয় ঘটিত অবস্থাসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে পারিবেন কিম্বা এতদ্‌পক্ষে লিখিত আজ্ঞাক্রমে তাঁহার নিকট ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিবেন এবং কালেক্টরের অনুরোধানুসারে কিম্বা কমিটির অধিকাংশ ব্যক্তিদের কিম্বা সমগ্র সভ্য সংখ্যার অন্যূন এক তৃতীয়াংশের প্রার্থনামতে ঐরূপ অনুসন্ধান অবশ্যই করিবেন কিম্বা উক্তমত করাইবেন।

(২) রেজিষ্ট্রার কিম্বা রেজিষ্ট্রারের নিকট ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি সমিতির কার্য্য-সম্বন্ধীয় যে কোন সন্ধান জানিতে চাহেন ঐ সমিতির সমস্ত কর্ম্মচারী ও ভৃত্য ঐ সন্ধান দিবেন।

ঋণগ্রস্ত সমিতির বহি পরিদর্শন।

৩৬ ধারা। (১) রেজিষ্টারী করা কোন সমিতির কোন মহাজনের দরখাস্ত পাইলে রেজিষ্ট্রার ঐ সমিতির বহি পরিদর্শন করিবেন কিম্বা লিখিত আজ্ঞাক্রমে তাহার নিকট এতদর্থে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে ঐরূপ পরিদর্শন করিবার জন্য আদেশ করিবেন।

কিন্তু—

(ক) প্রার্থনাকারী ঐ ঋণের টাকা তখনও যে দেয় এবং তাঁহার ঋণের টাকা পাইবার জন্য তিনি যে তাগাদা করিয়াছেন ও যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে ঐ টাকা পান নাই, তৎসম্বন্ধে তিনি রেজিষ্ট্রারের প্রতীতি জন্মাইবেন ; এবং

(খ) রেজিষ্ট্রার যেরূপ আদেশ করেন প্রস্তাবিত পরিদর্শনের খরচার জামিনস্বরূপ প্রার্থনাকারী রেজিষ্ট্রারের নিকট সেইরূপ টাকা আমানত করিবেন।

(২) তদ্রূপ কোন পরিদর্শনের ফল রেজিষ্ট্রার ঐ মহাজনকে অবগত করাইবেন।

অনুসন্ধানের খরচা।

৩৭ ধারা। যেস্থলে ৩৫ ধারা অনুসারে কোন অনুসন্ধান কিম্বা ৩৬ ধারানুসারে কোন পরিদর্শন করা হয়, রেজিষ্ট্রার সেই স্থলে সমিতি, অনুসন্ধান বা পরিদর্শনপ্রার্থী সভ্যগণ বা মহাজন এবং সমিতির কর্ম্মচারীগণ বা ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারীগণের মধ্যে উক্ত অনুসন্ধান বা পরিদর্শন কার্য্যের খরচা বা ঐ খরচার যে অংশ উচিত বোধ করেন সেই অংশ বণ্টন করিয়া দিতে পারিবেন।

খরচা আদায়।

৩৮ ধারা। ৩৭ ধারামতে খরচা বলিয়া কোন টাকা নিরূপিত করিয়া দেওয়া হইলে, যে ব্যক্তির নিকট ঐ টাকা দাওয়া করা যাইতে পারে তিনি যেস্থানে প্রকৃতপক্ষে ও স্বইচ্ছায় বাস করেন কিম্বা ব্যবসা চালান সেইস্থানে বিচারাধিকারবিশিষ্ট কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রার্থনা করিয়া ঐ মাজিষ্ট্রেটের এলাকার মধ্যে ঐ ব্যক্তির কোন অস্থাবর সম্পত্তি থাকিলে তাহা ক্রোক ও বিক্রয়দ্বারা উক্ত টাকা আদায় করা যাইতে পারিবে।

সমিতির লোপবিষয়ক বিধি।

সমিতির লোপ।

৩৯ ধারা। (১) ৩৫ ধারামতে কোন অনুসন্ধান করাইবার পর কিম্বা ৩৬ ধারামতে কোন পরিদর্শন করা হইবার পর কিম্বা কোন রেজিষ্টারী করা সমিতির সভ্যদিগের তিন চতুর্থাংশ ব্যক্তিগণকৃত প্রার্থনা প্রাপ্ত হইয়া যদি রেজিষ্ট্রার এরূপ বিবেচনা করেন যে, ঐ সমিতির লোপ করা উচিত, তাহা হইলে তিনি ঐ সমিতির রেজিষ্টারী করা রহিত করিতে পারিবেন।

(২) (১) প্রকরণমতেকৃত কোন আজ্ঞার তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে কোন সমিতির কোন সভ্য ঐ আজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন।

(৩) কোন সমিতির রেজিষ্টারীকরণ রহিতকরণসূচক কোন আজ্ঞা করিবার দুই মাসের মধ্যে কোন আপীল উপস্থিত করা না হইলে, ঐ কাল অতীত হইলে ঐ আজ্ঞা ফলবৎ হইবে।

(৪) দুই মাসের মধ্যে আপীল উপস্থিত করা হইলে, আপীলসম্পর্কীয় কর্ত্তৃপক্ষকর্ত্তৃক ঐ আজ্ঞা দৃঢ়ীকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত উহা ফলবৎ হইবে না।

(৫) যে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এই ধারামত আপীল করিতে হইবে তাহা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইবে।

কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া আদেশ করিতে পারিবেন যে ঐ বিজ্ঞাপনে যে রাজস্বসংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ থাকে তাঁহার নিকট আপীল করিতে হইবে।

সমিতির রেজিষ্টারী-করণ রহিত করা।

৪০ ধারা। যেস্থলে কোন সমিতির রেজিষ্টারীকরণের একটী সর্ত্ত এই থাকে যে উহার সভ্যগণের সংখ্যা অন্ততঃ দশ হইবে সেস্থলে উহার সভ্যগণের সংখ্যা কমাইয়া দশের কম করা হইয়াছে কোন সময়ে ইহা রেজিষ্ট্রারের সন্তোষজনকভাবে প্রমাণিত হইলে রেজিষ্ট্রার লিখিত আদেশক্রমে ঐ সমিতির রেজিষ্টারী করা রহিত করিতে পারিবেন।

রেজিষ্টারী রহিত-করণের ফল।

৪১ ধারা। যখন কোন সমিতির রেজিষ্টারী রহিত করা হয় তখন ঐ সমিতি—

(ক) ৩৯ ধারার বিধানানুসারে রহিত হওয়ার স্থলে, রহিতের আদেশ যে তারিখে ফলবৎ হয় সেই তারিখ হইতে;

(খ) ৪০ ধারার বিধানানুসারে রহিত হওয়ার স্থলে, আদেশের তারিখ হইতে,

আর আইনানুসারে একীভূত সমাজ থাকিবে না।

সমিতি গুটাইয়া লইবার কথা।

৪২ ধারা। (১) যেস্থলে ৩৯ বা ৪০ ধারামতে কোন সমিতির রেজিষ্টারীকরণ রহিত করা হয় সেইস্থলে রেজিষ্ট্রার কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে ঐ সমিতির ঋণশোধক নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) (১) প্রকরণমতে নিযুক্ত ঋণশোধক—

(ক) আপন পদের নামে ঐ সমিতির পক্ষে মোকদ্দমা ও অপরাপর আইনমত কার্য্যানুষ্ঠান করিতে ও তাহাতে প্রতিবাদ করিতে;

(খ) সমিতির সভ্য ও ভূতপূর্ব্ব সভ্যগণ সমিতির স্থিতে যথাক্রমে কে কত টাকা দিবেন তাহা অবধারিত করিতে;

(গ) সমিতির বিরুদ্ধে যে সকল দাওয়া হয় তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে এবং দাওয়দারগণের মধ্যে অগ্রগণ্যতাসম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন উত্থিত হয় এই আইনের বিধান মান্য করিয়া তাহার নিষ্পত্তি করিতে;

(ঘ) ঋণশোধের খরচ কোন ব্যক্তিরা কি কি অনুপাতে বহন করিবেন ইহা অবধারিত করিতে; এবং

(ঙ) সমিতির কার্য্য গুটাইয়া লইবার নিমিত্ত যেরূপ আবশ্যক বিবেচনা করেন সমিতির স্থিত আদায় ও বণ্টনকরণসম্বন্ধে তদ্রূপ আদেশ দিতে—

ক্ষমতাপন্ন হইবেন।

(৩) কোন বিধি মান্য করিয়া এই ধারামতে নিযুক্ত কোন ঋণশোধক এই ধারার অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণতকরণার্থ যতদূর আবশ্যক হয় ততদূর ১৯০৮ সালের দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনানুসারে দেওয়ানী আদালতের স্থলে সাক্ষীদিগকে সমন দিয়া তাহাদিগকে উপস্থিত করাইবার এবং দলীল উপস্থিত করাইবার যে যে উপায় ও যে প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই সেই উপায়ে ও যতদূর সম্ভব সেই প্রকারে ঐ ঐ কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন।

১৯০৮ সালের ৫ আইন।

(৪) কোন ঋণশোধক এই ধারামতে যে কোন আজ্ঞা করেন তদ্বিরুদ্ধে আপীল হইবার নিমিত্ত বিধিতে বিধান থাকিলে ঐ আপীল জিলার জজ আদালতে করিতে হইবে।

(৫) এই ধারামতে যে সকল আজ্ঞা করা হয় তাহা, আবেদন করা হইলে পর নিম্নলিখিতরূপে প্রবল করা যাইতে পারিবে :—

(ক) কোন ঋণশোধককর্ত্তৃককৃত হইলে, স্থানীয় বিচারাধিকারবিশিষ্ট কোন দেওয়ানী আদালত দ্বারা ঐ আদালতের ডিক্রীর ন্যায়;

(খ) আপীলক্রমে জিলার জজের আদালতকর্ত্তৃককৃত হইলে, ঐ আদালতের বিচারাধীন কোন মোকদ্দমায় ঐ আদালতের কৃত কোন ডিক্রীর ন্যায়।

(৬) ইতিপূর্ব্বে এই আইনে যে স্থলের স্পষ্ট বিধান হইয়াছে তদ্ভিন্ন কোন স্থলে এই আইনমত কোন রেজিষ্টারী করা সমিতির লোপসংক্রান্ত কোন বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের কোন বিচারাধিকার থাকিবে না।

বিধির কথা।

৪৩ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই আইনের অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করণার্থে সমস্ত প্রদেশ কি উহার কোন অংশের নিমিত্ত এবং কোন রেজিষ্টারী করা সমিতি কি ঐরূপ সমিতির কোন শ্রেণীর নিমিত্ত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

[১৮৯৪ সালের ১০ আইন ২৭ ধা।]

বিধি।

(২) বিশেষতঃ, এবং উপরিলিখিত ক্ষমতার সাধারণভাবের ব্যতিক্রম না ঘটাইয়া, এরূপ বিধিক্রমে—

(ক) কোন সভ্য কোন সমিতির মূলধনের সর্ব্বোচ্চ সংখ্যক যে শেয়ার বা অধিকতম যে অংশ রাখিতে পারিবেন ৫ ধারার বিধান মান্য করিয়া তাহার নির্দ্দেশ করা যাইতে পারিবে;

(খ) কোন সমিতির রেজিষ্টারীকরণের প্রার্থনার নিমিত্ত যে সকল পাঠের ব্যবহার করিতে হইবে তাহার এবং ঐরূপ প্রার্থনাকরণ বিষয়ের কার্য্যপ্রণালীর নির্দ্দেশ করা যাইতে পারিবে;

(গ) কোন সমিতি যে যে বিষয়সম্বন্ধে উপবিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন বা করিবেন তাহার, এবং উপবিধি প্রণীত, পরিবর্ত্তিত ও রহিত করিতে যে কার্য্যপ্রণালীর অনুসরণ করা যাইবে তাহার, এবং ঐরূপ প্রণীত, পরিবর্ত্তিত বা রহিতকরণের পূর্ব্বে যে সকল সর্ত্ত পালন করিতে হইবে তাহার, নির্দ্দেশ করা যাইতে পারিবে;

(ঘ) প্রবেশের নিমিত্ত প্রার্থনাকারী ব্যক্তিদের কিম্বা সভ্যরূপে গৃহীত ব্যক্তিদের যে সকল নিয়ম পালন করিতে হইবে তাহার নির্দ্দেশ, এবং সভ্যগণের নির্ব্বাচন ও গ্রহণের এবং সভ্যপদগত স্বত্বের পরিচালন করিবার পূর্ব্বে যত টাকা দিতে হইবে ও যে সকল স্বার্থ অর্জ্জন করিতে হইবে তাহার বিধান করা যাইতে পারিবে;

(ঙ) শেয়ার বা ডিবেঞ্চরদ্বারা বা অন্য রকমে যে প্রকারে মূলধন তুলিতে পারা যাইবে তাহার ব্যবস্থা করা যাইতে পারিবে;

(চ) সভ্যগণের সাধারণ অধিবেশনের, এবং উক্তরূপ সভার কার্য্য প্রণালীর এবং উক্তরূপ সভাকর্ত্তৃক যে সকল ক্ষমতার পরিচালন করা যাইবে তাহার বিধান করা যাইতে পারিবে;

(ছ) কমিটীর সভ্যগণের ও অন্যান্য কর্ম্মচারীর নিয়োগের পদ হইতে স্থগিতকরণ ও অপসারণের, কমিটীর সভাধিবেশনের কার্য্য প্রণালীর এবং কমিটী ও অন্যান্য কর্ম্মচারী যে সকল ক্ষমতার পরিচালন ও যে সকল কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করিবেন তাহার বিধান করা যাইতে পারিবে ;

(জ) কোন সমিতির যে যে হিসাব ও বহী রাখিতে হইবে তাহার নির্দ্দেশের, এবং ঐ সকল হিসাব পরীক্ষা করিবার ও ঐরূপ পরীক্ষা করিবার জন্য কোন খরচ লওয়া হইলে সেই খরচের, এবং কোন সমিতির স্থিত ও দায়িত্ব প্রদর্শক একখানি আয় ব্যয় স্থিতিপত্রের নিয়মিত কালান্তরে প্রকাশিত-করণের, বিধান করা যাইতে পারিবে ;

(ঝ) সমিতিকে রেজিষ্ট্রারের নিকট যে সকল রিটর্ণ অর্পণ করিতে হইবে তাহার নির্দ্দেশ এবং যে সকল ব্যক্তিকর্ত্তৃক যে আকারে ঐ সকল রিটার্ণ অর্পিত হইবে তাহার বিধান করা যাইতে পারিবে ;

(ঞ) সমিতির বহির লিখিত কথার নকল যে ব্যক্তিদের দ্বারা ও যে পাঠে সার্টিফিকেটযুক্ত করা যাইতে পারিবে তাহার বিধান করা যাইতে পারিবে ;

(ট) সভ্যগণের একখানি রেজিষ্টারী সঙ্কলন ও রক্ষার, এবং যেস্থলে সভ্যগণের দায়িত্ব শেয়ারদ্বারা সীমাবদ্ধ হয় সেইস্থলে শেয়ারের একখানি রেজিষ্টারী সঙ্কলন ও রক্ষার বিধান করা যাইতে পারিবে ;

(ঠ) সমিতির সভ্যগণ বা ভূতপূর্ব্ব সভ্যগণ কিম্বা কোন সভ্য কি ভূতপূর্ব্ব সভ্যের সূত্রে যে ব্যক্তিরা দাওয়া রাখেন তাঁহাদের মধ্যে কিম্বা কোন সভ্য কি ভূতপূর্ব্ব সভ্য কিম্বা তদ্রূপ দাওয়াকারী ব্যক্তিদের এবং কমিটী কি কোন কর্ম্মচারী এই দুই পক্ষের মধ্যে, সমিতির বিষয় কর্ম্ম লইয়া কোন বিবাদ হইলে, ঐ বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য রেজিষ্ট্রারের নিকট অর্পিত হইবে কিম্বা তিনি আদেশ করিলে সালীসীতে অর্পণ করা যাইবে, এইরূপ বিধান এবং কোন বা কোন কোন সালীস যে প্রকারে নিযুক্ত করা যাইবে তাহার এবং রেজিষ্ট্রারের কিম্বা ঐরূপ সালীস কি সালীসগণের সম্মুখে যে কার্য্যপ্রণালী অনুসৃত হইবে সেই কার্য্যপ্রণালীর এবং রেজিষ্ট্রারের নিষ্পত্তি কিম্বা সালীস-গণের মীমাংসা যেরূপে প্রবল করা যাইবে তাহার নির্দ্দেশ করা যাইতে পারিবে ;

(ড) সভ্যগণকর্ত্তৃক সমিতির সহিত সম্পর্ক ত্যাগের ও তাঁহাদিগকে তাড়িতকরণের এবং ত্যক্তসম্পর্ক বা তাড়িত সভ্যদিগকে যে টাকা দেওয়া যাইবে তাহার এবং ভূতপূর্ব্ব সভ্যগণের দায়িত্বের বিধান করা যাইতে পারিবে ;

(ঢ) কোন মৃত সভ্যের স্বার্থের মূল্য যে প্রণালী অনুসারে নির্ণীত হইবে তাহার এবং যে ব্যক্তির প্রতি ঐ স্বার্থ প্রদত্ত বা হস্তান্তরিত হইতে পারিবে তাঁহাকে মনোনীতকরণের, বিধান করা যাইতে পারিবে ;

(ণ) ঋণপ্রার্থী সভ্যগণের যে যে টাকা দিতে হইবে এবং যে যে নিয়ম পালন করিতে হইবে ও যতকালের নিমিত্ত ঋণ দেওয়া যাইতে পারিবে ও কোন একজন সভ্যকে যত টাকা ঋণ দেওয়া যাইতে পারিবে তাহার নির্দ্দেশ করা যাইতে পারিবে ;

(ত) রিজার্ভ ফণ্ডসমূহ স্থাপন ও রক্ষা করিবার ও যে উদ্দেশ্যে ঐরূপ ফণ্ডের প্রয়োগ করা যাইতে পারিবে এবং সমিতির কর্ত্তৃত্বাধীনে কোন তহবিল খাটান যাইবে তাহার বিধান করা যাইতে পারিবে ;

(থ) কোন সমিতি তাহার সভ্য সংখ্যা কতদূর সীমাবদ্ধ করিতে পারিবে, তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারিবে ;

(দ) কোন অসীমাবদ্ধ দায়িত্ববিশিষ্ট সমিতির সভ্যগণের মধ্যে যে সকল সর্ত্তাধীনে লভ্য বণ্টন করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে এবং সমিতিসমূহকর্ত্তৃক সর্ব্বাপেক্ষা যে উচ্চ হারে ডিবিডেণ্ড দেওয়া যাইতে পারিবে তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারিবে ;

(ধ) কোন সমিতি তাহার সভ্যগণের সংখ্যা যে সীমা পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিবেন তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারিবে ;

(ন) ৩৯ ধারার বিধান মান্যকরত কোন্ কোন্ স্থলে রেজিষ্ট্রারের আজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল হইতে পারিবে তাহা অবধারিত করা এবং ঐরূপ আপীল উপস্থিত ও উহার নিষ্পত্তিকরণ পক্ষে যে কার্য্যপ্রণালী অনুসৃত হইবে তাহার নির্দ্দেশ করা যাইতে পারিবে ; এবং

(প) ৪২ ধারামতে নিযুক্ত ঋণশোধককর্ত্তৃক যে কার্য্যপ্রণালী অনুসৃত হইবে এবং যে সকল স্থলে ঐ ঋণশোধকের আজ্ঞার উপর আপীল চলিবে তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারিবে।

(৩) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন সর্ত্ত উপযুক্ত বোধ করিলে তদধীনে ক্ষমতা অর্পণ করিবার আজ্ঞাপত্রের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষকে এই ধারামতে বিধি প্রণয়ন করিবার সমস্ত বা কোন একটী ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারাদ্বারা বিধি প্রণয়ন করিবার যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইল তাহা এই নিয়মের অধীন হইবে যে, ঐ বিধি অগ্রে প্রকাশিত করিয়া পরে প্রণীত হইবে।

(৫) এই ধারানুসারে প্রণীত সমস্ত বিধি স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে প্রকাশিত করিতে হইবে এবং তদ্রূপে প্রকাশিত হইলে পর এই আইনে বিধিবদ্ধ হইবার ন্যায় ফলবৎ হইবে।

বিবিধ বিধি।

গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য টাকা আদায়।

৪৪ ধারা। (১) ৩৫ ধারামতে যে কোন খরচ গবর্ণমেণ্টকে দেয় বলিয়া মীমাংসা করা হয় তৎসমেত রেজিষ্টারী করা কোন সমিতি কিম্বা রেজিষ্টারী করা কোন সমিতির কর্ম্মচারী বা সভ্য বা ভূতপূর্ব্ব সভ্যস্বরূপ কোন ব্যক্তির নিকট গবর্ণমেণ্টের যত টাকা প্রাপ্য হয় সেই সমস্ত টাকা ভূমির বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারিবে।

(২) রেজিষ্টারী করা কোন সমিতির নিকট গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য যে টাকা (১) প্রকরণ-মতে আদায় করা যাইতে পারে তাহা, প্রথমতঃ, সমিতির সম্পত্তি হইতে, দ্বিতীয়তঃ, যে সমিতির সভ্যগণের দায়িত্বের সীমা আছে তাহার বেলা সভ্যদের দায়িত্বের সেই সীমার অধীনে তাঁহাদের নিকট হইতে, এবং তৃতীয়তঃ, অন্যান্য সমিতির বেলা, সভ্যগণের নিকট হইতে, আদায় করা যাইতে পারিবে।

রেজিষ্টারীকরণ সম্বন্ধীয় সর্ত্তসমূহ হইতে সমিতিসমূহকে মুক্ত করিবার ক্ষমতা।

৪৫ ধারা। এই আইনের কোন কথা সত্ত্বেও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক স্থলে বিশেষ আজ্ঞাক্রমে, এবং যে যে নিয়ম ধার্য্য করেন সেই সেই নিয়মের অধীনে, কোন সমিতিকে রেজিষ্টারী-করণসম্বন্ধীয় এই আইনের আবশ্যক বিধান হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন।

এই আইনের বিধানসমূহ হইতে রেজিষ্টারী করা সমিতিসমূহকে মুক্ত করিবার ক্ষমতা।

৪৬ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সাধারণ কিম্বা বিশেষ আজ্ঞাক্রমে কোন রেজিষ্টারী করা সমিতিকে এই আইনের যে কোন বিধান হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন কিম্বা এই আদেশ করিতে পারিবেন যে আজ্ঞাপত্রে যে সকল পরিবর্ত্তন নির্দ্দিষ্ট হয় তৎসহ ঐ সকল বিধান ঐ সকল সমিতির প্রতি বর্ত্তিবে।

৫ ৪৭ ধারা। (১) কোন রেজিষ্টারী করা সমিতি ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরী ব্যতীত "সম্ভূয়কারী" শব্দ যাহার অংশভূত এমন কোন নাম বা আখ্যায় বাণিজ্য করিবেন না কিম্বা ব্যবসা চালাইবেন না।

"সম্ভূয়কারী" শব্দের ব্যবস্থার সম্বন্ধে নিষেধ।

কিন্তু এই আইন যে তারিখে আমলে আইসে সেই তারিখে কোন ব্যক্তি যে নাম বা আখ্যাধীনে বাণিজ্য করিতে কিম্বা ব্যবসা চালাইতে ছিলেন সেই ব্যক্তি কিম্বা তাঁহার স্বার্থের উত্তরাধিকারীকর্ত্তৃক সেই নাম কিম্বা আখ্যার ব্যবহার সম্বন্ধে এই ধারার কোন কথা বর্ত্তিবে না।

(২) যে কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধান উল্লঙ্ঘন করেন তাঁহার পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে এবং অপরাধ চলিতে থাকার স্থলে অপরাধ প্রমাণিত হইবার পর অপরাধ চলিতে থাকিবার প্রত্যেক দিনের নিমিত্ত আরও পাঁচ টাকা করিয়া অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

ভারতবর্ষীয় কোম্পানিবিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন বর্ত্তিবে না।

৪৮ ধারা। ভারতবর্ষীয় কোম্পানিবিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের বিধানসমূহ রেজিষ্টারী করা সমিতিসমূহের প্রতি বর্ত্তিবে না।

১৮৮২ সালের ৬ আইন।

৪৯ ধারা। পরস্পরের সহযোগিতায় ঋণদানসম্বন্ধীয় সমিতিবিষয়ক ১৯০৪ সালের আইনমতে রেজিষ্টারী করা হইয়াছে এমন বর্ত্তমান প্রত্যেক সমিতি এই আইনমতে রেজিষ্টারী করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং উহার উপবিধিগুলি এই আইনের স্পষ্ট বিধানসমূহের সহিত যতদূর অসঙ্গত না হয় ততদূর পরিবর্ত্তিত বা রহিত করা না হওয়া পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

বর্ত্তমান সমিতিসমূহকে রক্ষাকরণ।

১৯০৪ সালের ১০ আইন।

৫০ ধারা। পরস্পরের সহযোগিতায় ঋণদানসম্বন্ধীয় সমিতিবিষয়ক ১৯০৪ সালের আইন এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

রহিত্য।

পরিশিষ্ট

(খ)

হিসাব পত্রের কথা।

(১) সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক।

উপরোক্ত ব্যাঙ্কে নিম্নলিখিত বহিগুলি রাখিতে হয়।

১। জমা খরচ বহি (Cash Book) :—ইহাতে দৈনিক জমা খরচ রাখা হয়। প্রত্যেক দিনের জমা খরচের নিমিত্ত একটী পৃষ্ঠা থাকে। দুই দিনের জমা খরচ এক পৃষ্ঠায় লেখা যায় না ; কিম্বা জমার পৃষ্ঠায় এক তারিখের জমা কি খরচের পৃষ্ঠায় অন্য তারিখের খরচ লেখা যায় না। যে দিন কোন জমা কি খরচ নাই সেই দিনে কিছুই লিখিতে হয় না; কোন পৃষ্ঠা বাদ রাখিতে হয় না। প্রত্যেক দিন যত প্রকার জমা কি খরচ হউক না কেন সাধারণ খতিয়ানের নির্দ্দিষ্ট শীর্ষলিপি (Heading) অনুযায়ী জমা কি খরচ লিখিতে হয়। প্রত্যেক শীর্ষলিপির অন্তর্গত সংখ্যার সমষ্টি লিখিতে হয় এবং সেই সমষ্টি সাধারণ খতিয়ানে উঠাইতে হয়। তৎপর সমস্ত শীর্ষলিপির সমষ্টি বাহির করিতে হয়। গত রোজের মজুত তহবিলের সঙ্গে দিনের জমা যোগ করিয়া এবং তাহা হইতে দিনের খরচ বাদ দিয়া হস্তের মজুত তহবিল ঠিক করিতে হয়। তৎপর প্রত্যেক শীর্ষলিপির প্রত্যেকটী জমা কি খরচ তদ্বিষয়ের নির্দ্দিষ্ট খতিয়ানে উঠাইতে হয়, এবং খতিয়ানের পৃষ্ঠার সংখ্যা জমা খরচ বহিতে লিখিতে হয়। সাধারণ খতিয়ানের পৃষ্ঠার নং মন্তব্যএর ঘরে লিখিতে হয়।

২। সাধারণ খতিয়ান (General Ledger) :—ব্যাঙ্কের দেনা পাওনা (assets and liabilities) অর্থাৎ ব্যাঙ্কের প্রকৃত অবস্থা সর্ব্বদা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত সাধারণ খতিয়ানই উপযুক্ত বহি। এই সাধারণ খতিয়ান দেখিলে ডিরেক্টরগণ অতি সহজে ব্যাঙ্কের প্রত্যেক প্রকার আয় ও ব্যয় বুঝিতে পারেন এবং ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ তাহা প্রতি দিনই ঠিক করিতে পারেন। এই খতিয়ানে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির হিসাব রাখা হয় :—(১) মেম্বরের স্থায়ী আমানত; (২) মেম্বরের অস্থায়ী আমানত;

(৩) নন্-মেম্বরের স্থায়ী আমানত ; (৪) নন্-মেম্বরের অস্থায়ী আমানত ; (৫) সমিতির স্থায়ী আমানত ; (৬) সমিতির অস্থায়ী আমানত ; (৭) বিশেষ অংশ (Preference Shares) ; (৮) সাধারণ অংশ (Ordinary Shares) ; (৯) কর্জ্জের হিসাব ; (১০) আদায়ী সুদের হিসাব ; (১১) সুদ দেওয়ার হিসাব ; (১২) বেতন বা মাহিয়ানার হিসাব ; (১৩) বাজে জমা খরচ ; (১৪) আসবাব্ পত্র ; (১৫) ইন্স্পেক্টরের ট্র্যাভিলিং বা রাহা খরচ ও পিয়নের রাহা খরচ ; (১৬) ডিরেক্টরগণের রাহা খরচ ; (১৭) ডিভিডেণ্ড ; (১৮) রিজার্ভ ফণ্ড ; (১৯) সংযুক্ত সমিতিসমূহের রিজার্ভ ফণ্ড ; (২০) পোষ্টাফিসে অস্থায়ী আমানত ; (২১) ব্যাঙ্কের ক্যাস ক্রেডিট হিসাব, (২২) আফিস ঘরের জমির হিসাব ; (২৩) আফিস ঘরের ভিত্তি স্থাপনের খরচ ; (২৪) আফিস ঘর নির্ম্মানের হিসাব ; (২৫) আফিস ঘরে প্রবেশ উপলক্ষে খরচ ; (২৬) আফিস ঘর মেরামত করার হিসাব ; (২৭) ভর্ত্তির ফিঃ ; (২৮) ইন্স্পেক্সন্ ফণ্ড ; (২৯) ডিস্কাউণ্ট ; (৩০) প্রোভিডেণ্ট ফণ্ড ; (৩১) প্রোভিডেণ্ট ফণ্ডের কণ্ট্রিবিউসন ; (৩২) ছাপা খরচ ; (Printing Charge) ; (৩৩) বোনাস্ ও রেমুনারেশন ; (৩৪) ডিরেক্টর-গণের মিটীংএ উপস্থিত হওয়ার ফি ; (৩৫) এবং সেক্রেটারীর ট্র্যাভিলিং। এই সমস্ত ব্যতীত ব্যাঙ্কের বিশেষ কোন জমা কি খরচ হইলে তাহারও হিসাব রাখিতে হয়। প্রত্যেক বিষয়ের নিমিত্ত খতিয়ানের ২টী কি ৩টী পৃষ্ঠা রাখিতে হয়, এবং খতিয়ানের প্রথম পৃষ্ঠায় একটী সূচী রাখিতে হয়।

৩। অংশের জন্য দরখাস্তের এবং এ্যালটমেণ্টের ও অংশের কল বা কিস্তির বহি। (Register of applications for and allotment of Shares, and Call list) :—এই বহি খানি দুই খণ্ডে রাখিতে হয়। প্রথম খণ্ডে অংশ গ্রহণের আবেদন পত্রগুলির বিষয় লিখিত হয়। ডিরেক্টরগণ শেয়ার প্রদান করিলে এ্যালটমেণ্ট নোটিশ প্রদান করিতে হয় এবং এ্যালটমেণ্ট নোটিশের প্রাপ্তি স্বীকার বিশেষ যত্নের সহিত রাখিতে হয়। টাকা প্রদানের পূর্ব্বে অংশগ্রহীতার রেজিষ্ট্রী বহিতে অংশীদারের নাম লেখা ঠিক নয়।

দ্বিতীয় খণ্ডে কল বা কিস্তির হিসাব রাখা হয়। যখন কোন কল বা কিস্তির টাকা তলব করা হয় তখন অংশের খতিয়ান হইতে অংশীদারগণের নামের একটী তালিকা প্রস্তুত করিতে হয় এবং প্রত্যেক অংশীদারের নিকট কত টাকা বাকী তাহা লেখা হয়। তৎপর কল বা কিস্তির নোটিশ বাহির করা হয়।

৪। বিশিষ্ট অংশীগ্রহীতার রেজিষ্ট্রী বহি। (Register of Prefer-

ence share-holders) :—এই খতিয়ানে বিশিষ্ট অংশগ্রহীতাগণের বিবরণ রাখিতে হয়। প্রত্যেক অংশীদার কত অংশ গ্রহণ করিলেন তাহা পেন্‌সিলে লিখিতে হয়; কারণ কোন অংশীদার পরে আরও অংশ গ্রহণ করিলে তাহাও তাহার এই হিসাবে যোগ হইবে। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন; কিন্তু তাহাদের নাম এক ক্রমিক নম্বরেই লিখিতে হইবে।

৫। সংযুক্ত সমিতিসমূহের রেজিষ্ট্রী বহি। (Register of affiliated societies) :—এই খতিয়ানে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের অন্তঃর্গত সংযুক্ত সমিতিগুলির হিসাব রাখা হয়। এই খতিয়ানে সংযুক্ত সমিতির রেজিষ্ট্রী হইবার তারিখ, সার্টিফিকেট নম্বর, সমিতির সম্পূর্ণ ঠিকানা, ভর্ত্তি হইবার তারিখ ইত্যাদি সমস্তই রাখা হয়; কোন্ কোন্ গ্রাম লইয়া একএকটী সমিতি স্থাপিত হইয়াছে তাহারও তালিকা রাখা হয়। বিশিষ্ট অংশ-গ্রহীতার রেজিষ্ট্রী বহি ও সংযুক্ত সমিতিসমূহের রেজিষ্ট্রী বহি অতি সতর্কতার সহিত লেখা আবশ্যক। কারণ কো-অপারেটিভ সমিতি সমূহের আইনের ২৫ ধারা বিধানমতে এই বহি হইতে মেম্বরগণের নামের তালিকা ও মেম্বার পদে ভর্ত্তি হইবার তারিখ ও মেম্বরপদ ত্যাগের তারিখ আদালতে প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইবে।

৬। বিশেষ অংশের খতিয়ান ও সাধরণ অংশের খতিয়ান (Register of preference shares and Register of ordinary shares):—এই দুই খানি বহি ঠিক এক ভাবেই লেখা হইয়া থাকে। প্রত্যেক অংশীদার কতগুলি অংশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং কাহার নিকট কোন তলবের বা কিস্তির কত টাকা পাওয়া গিয়াছে তাহার হিসাব এই বহিতে রাখা হয়। কোন অংশীদার কোন অংশ হস্তান্তর করিলে কাহার নিকট কত অংশ হস্তান্তর করিলেন এবং অংশীদারের অবশিষ্ট কত অংশ থাকিল তাহার হিসাব এই বহিতে রাখা হয়। হস্তান্তরিত ব্যক্তির নামে পৃথক একটি হিসাব খুলিতে হয়। এই বহির সূচীপত্র বর্ণমালা অনুযায়ী (alphabetical order) হওয়া আবশ্যক।

৭। স্থায়ী আমানতের খতিয়ান (Register of fixed deposits) :—প্রত্যেক আমানতকারীর নিমিত্ত পৃথক পৃথক পৃষ্ঠা লিখিতে হয়। আমানতকারী ব্যাঙ্কের সভ্যশ্রেণী ভুক্ত কিনা তাহা লিখিতে হয়; এবং মেম্বার হইলে অংশগ্রহীতার রেজিষ্ট্রী বহির পৃষ্ঠা নম্বর লিখিতে হয়। ননমেম্বার আমানতকারীর ২০৲ কুড়ি টাকার উর্দ্ধ টাকা তুলিতে হইলে কিম্বা সুদ গ্রহণ করিলে ⁄০ এক আনা মূল্যের ষ্ট্যাম্পে রসিদ দিতে হইবে।

৮। অস্থায়ী আমানতের খতিয়ান (Register of current deposits) :—অস্থায়ী আমানতের নিমিত্ত একটী পৃথক খতিয়ান রাখা হয়। এই খতিয়ানেও আমানতকারী ব্যাঙ্কের সভ্য শ্রেনীভুক্ত কিনা লিখিত হয়। সভ্য শ্রেণীভুক্ত না হইলে আমানতকারীর টাকা তুলিতে কি সুদ লইতে ২০৲ টাকার উর্দ্ধে /০ এক আনা মূল্যের ষ্ট্যাম্প লাগিবে।

৯। কর্জ্জের খতিয়ান বহি (Register of loans) :—প্রত্যেক সমিতির নিমিত্ত পৃথক পৃথক পৃষ্ঠা লিখিতে হয়। সমিতির নাম ও কর্জ্জের পাশ বহির নম্বর উপরিভাগে লিখিতে হয়। সমিতি প্রোনোটে টাকা কর্জ্জ লইলেও টাকা পরিশোধের ওয়াদা লেখা হয় এবং ওয়াদা অনুসারে টাকা আদায় করা হয়।

১০। ধনরক্ষকের হিসাব বহি (Treasurer's Pass-Book) :—দৈনিক উদ্বৃত্ত ক্যাস এই বহিতে জমা করিয়া ধনরক্ষকের নিকট প্রদান করিয়া তাঁহার দস্তখত লইতে হয়। ধনরক্ষকের নিকট হইতে টাকা উঠাইবার আবশ্যক হইলে এই বহিতে লিখিয়া টাকা উঠাইতে হয়। এই বহিতে সেক্রেটারীর ও ধনরক্ষক উভয়েরই দস্তখত থাকা আবশ্যক।

১১। অংশের সূচীপত্রবহি (Index register of shares) :—সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে যত সংখ্যক অংশ রেজিষ্ট্রী হইয়াছে তাহা ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী এই বহিতে লিখিয়া রাখিতে হয়; তৎপর যখন যে অংশ বিক্রয় হয় তাহার পার্শ্বে অংশীদারের নাম লিখিতে হয়। কোন অংশ কাহারও নামে পরিবর্ত্তিত হইলে, পরিবর্ত্তিত ব্যক্তির নাম লিখিতে হয়। এই বহির প্রথমার্দ্ধে বিশেষ অংশের ও অপরার্দ্ধে সাধারণ অংশের হিসাব রাখা হয়।

১২। লভ্যাংশ বিতরণের বহি (Register of Dividend) :—প্রতি বৎসরের নিমিত্ত একখানি ডিভিডেণ্ড বহি রাখা হয়। যে বৎসরের লভ্যাংশ লেখা হয় সেই বৎসর উপরে লিখিতে হয়। অংশের খতিয়ান হইতে বিশেষ বিবরণগুলি পুরণ করিতে হয়। প্রত্যেক অংশীদারের যত টাকা যত মাস আছে তাহা নির্ণয় করিয়া মাসের সংখ্যা ও টাকার সংখ্যা গুনন করিয়া একক (ইউনিট্) বাহির করিতে হয়। তৎপর বার্ষিক শতকরা কি হারে ডিভিডেণ্ট দেওয়া যাইতে পারে তাহা ঠিক করিতে হয়। ডিবিডেণ্ট যাহাতে বার্ষিক শতকরা ৬¼ কি ৯⅜ কি ১২½ হয় তাহার চেষ্টা করিতে হয়—

কারণ তাহা হইলে প্রতি অংশীদারের একক (ইউনিট্) হইতে অতি সহজে ডিভিডেণ্ট বাহির করা যাইতে পারে। ৬¼ হইলে প্রতি ইউনিটে ৴১ পাই, ৯⅜ হইলে প্রতি ইউনিটে ৴১½ পাই এবং ১২½ হইলে প্রতি ইউনিটে ৴২ পাই ধরিতে হয়।

১৩। নূতন সমিতি স্থাপনের রেজিষ্ট্রী বহি (Register of organisation):—সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের এলাকাভুক্ত গ্রাম সমূহে গ্রাম্য ব্যাঙ্ক স্থাপন করা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের একটী প্রধান কর্ত্তব্য। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের অন্তর্গত যে সমস্ত সমিতি স্থাপন হয় তাহার হিসাব এই বহিতে রাখা হয়। সমিতি রেজেষ্ট্রী হইবার নিমিত্ত রেজিষ্ট্রার সাহেব বাহাদুরের নিকট প্রেরণ করিবার পূর্ব্বেই এই বহির অধিকাংশ ঘর পূরণ করিতে হয়। পরে রেজেষ্ট্রী হইলে কিম্বা না হইলে তাহার বিবরণ লিখিতে হয়।

১৪। মনোনীত ব্যাক্তির রেজেষ্ট্রী বহি (Register of Nominees):—সমবায়কারী সমিতি বিষয়ক আইনের ৪৩ ধারায় বিধানমতে গভর্ণমেণ্টের ১০ নম্বর বিধি অনুসারে এই বহিখানি প্রচলিত হইয়াছে। উক্ত বিধি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) রেজিষ্টারী করা সমিতির কোন সভ্য ঐ সমিতির রেজিষ্টারী করা আফিসে অর্পিত কিম্বা প্রেরিত তাঁহার স্বহস্তে লিখিত নিয়ম দ্বারা কিম্বা যথাবিধি কৃত, উক্তি দ্বারা এমন কোন ব্যক্তি কিম্বা ব্যক্তিদিগকে মনোনীত করিতে পারিবেন যাঁহাকে কিম্বা যাঁহার নামে অংশ কিম্বা সুদ অথবা ঐ শেয়ার বা সুদের টাকা এবং এই আইনের ২২ ধারায় লিখিত অপর সমস্ত টাকা ঐ সভ্যের মৃত্যুর পর উক্ত ধারার বিধানমতে প্রদান কিংবা হস্তান্তরিত করা যাইতে পারিবে।

কিন্তু (/০) ঐ সভ্য ঐরূপে অর্পিত কিম্বা প্রেরিত তাঁহার স্বহস্তে লিখিত লিখন দ্বারা অথবা ঐরূপ কৃত কোন উক্তি দ্বারা সময়ে সময়ে ঐ মনোনয়ন প্রত্যাহার করিতে বা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন ; এবং

(৵০) কোন সভ্যের অংশের কিম্বা সুদের মূল্য ঐ অংশ কিম্বা সুদ অর্জ্জন করিবার জন্ত ঐ সভ্য প্রকৃতপক্ষে যত টাকা দিয়াছিলেন তাহাই হইবে।

(২) ঐরূপে মনোনীত ব্যক্তি থাকিলে প্রত্যেক রেজিষ্ট্রী করা সমিতি তাহাদিগের একখানি রেজিষ্টারী রাখিবেন। মেম্বারদিগের মনোনীত ব্যক্তি নির্দ্দেশ করা বাধ্যতা মূলক (Compulsory) নহে। কোন মেম্বার মনোনীত ব্যক্তির নাম পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করিলে পরে পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। প্রত্যেক

মেম্বারকে মনোনীত ব্যক্তি নির্দ্দেশ করিতে উপদেশ দেওয়া সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের কর্ত্তব্য কারণ ভবিষ্যতে মৃত মেম্বারের পাওনা শোধ করিতে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের কোনই অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না। মনোনীত ব্যক্তি মৃত মেম্বারের প্রকৃত উত্তরাধিকারী কিনা তাহা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের দেখিবার কোনই আবশ্যক নাই। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক মৃত মেম্বারের মনোনীত ব্যক্তিকে মৃত মেম্বারের প্রাপ্য প্রদান করিলেই দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারেন।

১৫। সভার কার্য্য বিবরণী বহি (Minute book):—সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে নিম্ন লিখিত চারিখানি সভার কার্য্য বিবরণী বহি রাখা হয়।

(১) সাধারণ সভার কার্য্য বিবরণী বহি।

(২) ডাইরেক্টর কমিটীর কার্য্য বিবরণী বহি।

(৩) কার্য্যকরী সভার (Working Committee) কার্য্য বিবরণী বহি।

(৪) সুপারভাইজর কমিটীর কার্য্য বিবরণী বহি।

সাধারণ সভা—সাধারণ সভার কার্য্যগুলি (Proceeding) বিশেষ সতর্কতার সহিত লেখা আবশ্যক। সভার নোটিশগুলি উপবিধি অনুসারে প্রচার করিতে হয়; নতুবা মন্তব্য গুলির কোনই মূল্য হয় না। সভার কার্য্যগুলি নোটিশে স্পষ্টরূপে লেখা থাকা আবশ্যক। সভায় নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সভ্য উপস্থিত না হইলে (quorum) সভার কার্য্য আরম্ভ করা যায় না। সংযুক্ত সমিতিগুলির পক্ষে যে সমস্ত ব্যক্তি প্রতিনিধি (delegate) নিযুক্ত হইয়া সভায় উপস্থিত হইয়াছেন তাহারা প্রকৃতপক্ষে সমিতির পক্ষে প্রতিনিধি (delegate) নিযুক্ত হইয়াছেন কিনা তাহা বিশেষ করিয়া দেখা আবশ্যক।

ডাইরেক্টর সভা—সাধারণ সভায় ডাইরেক্টর সভার নির্দ্দিষ্ট দিন স্থির করা আবশ্যক। সভার নির্দ্দিষ্ট দিন স্থির থাকিলেও সভার তারিখের পূর্ব্বে উপযুক্ত সময়ে সভার নোটিশ জারী করা আবশ্যক। সভার বিজ্ঞাপন (Notice) ছাপাইয়া রাখা আবশ্যক। সভার নিমিত্ত একখানা এজাণ্ডা (Agenda) বহি রাখা হয়। তাহার প্রতি পৃষ্ঠার অর্দ্ধাংশে (মার্জিনে) সভার বিষয়গুলি লেখা হয় এবং অপরার্দ্ধে সভার মন্তব্যগুলি লেখা হয়। সভার প্রথমেই গত সভার কার্য্যগুলি পাঠ করিয়া মঞ্জুর (Confirm) করিতে হয়।

কার্য্যকরী সভা ও সুপারভাইজর সভা ডাইরেক্টর সভার ন্যায় করিতে হইবে।

১৬। সংযুক্ত সমিতিসমূহের পরিদর্শন বহি (Register of inspection of affiliated Societies) :—সংযুক্ত সমিতিসমূহ তত্ত্বাবধান করা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের একটি প্রধান কর্ত্তব্য। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের পরিদর্শনকারী কর্ম্মচারী ও ডাইরেক্টরগণ প্রত্যেক সমিতি রীতিমত পরিদর্শন করিতেছেন কিনা তাহা অতি সহজে এই বহি হইতে জানা যায়। সংযুক্ত সমিতির রেজেষ্টী বহি হইতে সমিতির নামগুলি লিখিতে হয় এবং দুটি সমিতির মধ্যে প্রচুর পরিমান স্থান রাখা হয়। কোন সমিতি পরিদর্শিত হইলে পরিদর্শনের তারিখ ও কাহার দ্বারা পরিদর্শিত হইবে তাহা এই বহিতে লিখিতে হয়।

১৭। ফারম্ ও আসবাব পত্রের বহি (Stock Book of forms and furniture)—প্রত্যেক প্রকারের আসবাব পত্রের নিমিত্ত একটী করিয়া পৃষ্ঠা লিখিতে হয়। অর্থাৎ যত খানি চেয়ার খরিদ হইবে তাহা ভিন্ন ভিন্ন সময় খরিদ হইলেও এক স্থানে লিখিতে হইবে। এইরূপ আলমারী বেঞ্চ ইত্যাদি।

১৮। পরিদর্শন বহি (Visitors Remarks Book)—প্রত্যেক সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে এক খানি পরিদর্শন বহি রাখা হয়।

১৯। সংযুক্ত সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহক সভ্যগণের রেজেষ্টী বহি। (Register of office-bearers of affiliated societies)—সংযুক্ত সমিতি সমূহের সাধারণ সভার কার্য্য বিবরণের এক খণ্ড নকল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে প্রেরিত হয়। উক্ত সাধারণ সভার কার্য্য বিবরণ হইতে সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহক সভ্য নির্ণয় পূর্ব্বক এই বহিতে তাহাদের নামে লিখিতে হয়। প্রত্যেক সমিতির নিমিত্ত এক একটী পৃথক পৃষ্ঠা রাখিতে হয়। তৎপর কার্য্য নির্ব্বাহক সভ্যগণের নামের পার্শ্বে তাহাদের নিজ নিজ দস্তখত কি টীপ সহি লইতে হয়। পৃষ্ঠার উপরিভাগে সমিতির নাম লিখিতে হয় এবং আদর্শ মোহর রাখিতে হয়।

২০। প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টী বহি (Register of letters received)—যে সমস্ত চিঠি পাওয়া যায় তাহা এই রেজেষ্টী বহিতে জমা করিতে হয় এবং কোন চিঠি কোন্ ফাইলে রাখা হয় তাহা এই বহিতে লিখিয়া রাখা হয়। আবশ্যক মত এই রেজেষ্টী বহি দেখিয়া ফাইল হইতে চিঠি বাহির করিতে হয়।

২১। প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টী বহি (Register of letters issued)—যে সমস্ত চিঠি প্রেরিত হয় তাহা এই বহিতে জমা করিয়া পাঠান হয়। ডাকে

পাঠাইলে কত ডাক টিকিট লাগিল তাহা লিখিতে হয়। প্রেরিত চিঠিগুলির নকল ফাইলে গুছাইয়া রাখিতে হয়।

২২। ডাক বহি (Stamp Account Book)—প্রতি দিনই ডাক খরচ আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু প্রতিদিনই ডাক খরচ ক্যাস বহিতে খরচ লেখা বড়ই অসুবিধাজনক। তজ্জন্য প্রত্যেক সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে এক খানা ডাক বহি রাখা আবশ্যক। এক দিন এক যোগে আবশ্যক মত ডাক টিকিট খরিদ করিয়া ক্যাস বহিতে খরচ লিখিয়া এই ডাক বহিতে মোট ডাক ষ্ট্যাম্প জমা করিতে হয়; তৎপর দিন দিন চিঠির নম্বর অনুসারে ডাক বহিতে খরচ লিখিতে হয়।

২৩। স্থির আমানত ফেরতের ডাইরী (Deposit repayment Diary)—সাধারণ ডাইরী যেরূপ থাকে সেইরূপ একখানা ডাইরী রাখিতে হয়। যেদিন যাহার যত টাকা ফেরত দিতে হইবে তাহা লিখিয়া রাখা হয় এবং তারিখ অন্তে কিরূপ ভাবে মীমাংসা হইল তাহা লিখিতে হয়। এই ডাইরী দৃষ্টে টাকা সংগ্রহ করিতে হয়।

২৪। সংযুক্ত সমিতি সমূহের সঞ্চিত তহবিলের রেজিষ্ট্রী বহি। (Register of Reserve funds of the affiliated societies)—সংযুক্ত সমিতি সমূহের রিজার্ভ ফণ্ড সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের যোগে পোষ্ট আফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে আমানত রাখিতে হয়। প্রত্যেক সমিতির রিজার্ভ ফণ্ডে কত টাকা হইয়াছে এবং তন্মধ্যে কত টাকা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে আমানত হইয়াছে তাহার হিসাব এই বহিতে রাখিতে হয়। সংযুক্ত সমিতির বার্ষিক ষ্টেটমেণ্ট (Statement) হইতে রিজার্ভ ফণ্ড উঠাইতে হয়। বৎসরের শেষে সংযুক্ত সমিতির যাহা লাভ ধরা হয় তাহা সমস্তই সমিতির রিজার্ভ ফণ্ড।

(২) ইউনিয়ন।

নিম্নলিখিত রেজিষ্ট্রী প্রতি ইউনিয়নে রাখা হয়।

১। ইউনিয়ন ভুক্ত ব্যাঙ্ক সমূহের রেজিষ্ট্রী বহি (Register of affiliated societies)—নিকটবর্ত্তী কতকগুলি গ্রাম্য ব্যাঙ্ক লইয়া এক একটী ইউনিয়ন গঠিত হয়। ইউনিয়নের অন্তর্গত গ্রাম্য ব্যাঙ্কগুলির নাম ঠিকানা ইত্যাদি এই বহিতে রাখিতে হয়।

২। ইউনিয়ন ভুক্ত সমিতি সমূহের কার্য্য নির্ব্বাহক মেম্বারগণের রেজিষ্টী বহি (Register of office-bearers of affiliated societies)—ইউনিয়ন ভুক্ত সমিতি সমূহের সাধারণ সভার কার্য্য বিবরণের নকল হইতে প্রতি বৎসর কার্য্য নির্ব্বাহক মেম্বারগণের নাম এই বহিতে উঠাইতে হয় এবং তৎপর কোন পরিবর্ত্তন হইলে তাহাও সংশোধন করিতে হয়।

৩। ইউনিয়নের মঞ্জুরীকৃত কর্জ্জের রেজিষ্টী বহি (Register of loans recommended)—ইউনিয়নের অন্তর্গত সংযুক্ত সমিতি সমূহ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক হইতে কর্জ্জ গ্রহণ করিতে হইলে ইউনিয়নে কর্জ্জ মঞ্জুর করাইয়া লইতে হয়। ইউনিয়ন কোন সমিতির জন্য কত টাকা মঞ্জুর করিলেন তাহা এই বহিতে লিখিয়া রাখিতে হয়। মঞ্জুরীকৃত কর্জ্জের টাকা আদায়ের নিমিত্ত ইউনিয়ন সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের নিকট দায়ী থাকিবেন

৪। ইউনিয়নের চেঁদা আদায় বহি (Contribution Book)—ইউনিয়ন সংযুক্ত সমিতি সমূহের নিকট হইতে তাহাদের মূলধনের (Working Capitalএর) উপর কিছু কিছু চেঁদা আদায় করিয়া থাকেন। কোন্ সমিতিতে কত বার্ষিক চেঁদা প্রাপ্য হইয়াছে এবং তাহার মধ্যে কত আদায় হইয়াছে তাহার হিসাব এই বহিতে রাখা হয়। বৎসরের প্রারম্ভে সমিতির যে মূলধন থাকে তাহাই সমিতির মূলধন ধরা হয়।

৫। জমা খরচ বহি (Cash Book)—ইউনিয়নের চেঁদা বা এককালীন কোন দান ব্যতীত কোন আয় নাই। জমা খরচ বহিতে চেঁদা বা এককালীন দান যাহা আদায় হয় তাহা জমা করিতে হয় এবং অফিসের সরঞ্জামি খরচ ও সংযুক্ত সমিতি সমূহের পরিদর্শন কার্য্যে যাহা ব্যয় হয় তাহা খরচ লিখিতে হয়।

৬। সভার কার্য্য বিবরণী বহি (Minute Book)—প্রতি ইউনিয়নে সভার কার্য্য বিবরণীর নিমিত্ত এক খানা সাদা বহি রাখা হয়।

৭। পরিদর্শন পুস্তক (Visitors Remarks Book)—ইউনিয়নে এক খানি পরিদর্শন পুস্তক রাখা হয়।

(৩) প্রাথমিক সমিতি বা ব্যাঙ্ক।

নিম্নলিখিত বহিগুলি প্রতি প্রাথমিক ব্যাঙ্কে রাখিতে হইবে

১। জমা খরচ বহি (Cash Book)।

ইহাতে দৈনিক জমা খরচ রাখা হয়। প্রত্যেক দিনের জমা খরচের নিমিত্ত একটী পৃথক পৃষ্ঠা ব্যয় করিতে হয়। দুই দিনের জমা খরচ এক পৃষ্ঠায় লেখা যায় না। কিম্বা জমার পৃষ্ঠায় এক তারিখের জমা কি খরচের পৃষ্ঠায় অন্য তারিখের খরচ লেখা যায় না। যে দিন কোন জমা কি খরচ নাই সেই দিনের নিমিত্ত কোন পৃষ্ঠা লিখিতে হয় না; কিম্বা কোন পৃষ্ঠা বাদ রাখিতে হয় না। প্রাথমিক সমিতিতে সাধারণ খতিয়ান রাখা হয় না। জমা খরচের যে সমস্ত শীষ লিপি আছে তাহা প্রত্যেক দিনের জমা কি খরচ লিখিয়া প্রত্যেক শীষ লিপির সমষ্টি বাহির করিতে হয়। তৎপর পূর্ব্ব দিন পর্য্যন্ত প্রত্যেক শীষ লিপির সমষ্টি দৈনিক সমষ্টির নিম্নে লিখিত হয়; এবং উভয় সমষ্টির যোগফল বাহির করিতে হয়। বৎসরের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এইরূপ পূর্ব্বের সমষ্টির সহিত দৈনিক সমষ্টি যোগ করিতে হয়। প্রত্যেক শীষ লিপির সর্ব্ব মোট সমষ্টি দেখিয়া সহজেই দেখা যায় যে বর্ত্তমান বৎসরে কোন্ বিষয়ে কত আয় কি কত ব্যয় হইয়াছে। জমা খরচের নিম্নের ঘরগুলি প্রতি দিন পূরণ করা বিশেষ আবশ্যক। এই ঘর গুলি দ্বারা সাধারণ খতিয়ানের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সাধিত হইয়াছে।

২। কর্জ্জের খতিয়ান (Ledger of Loans)।

এই খতিয়ানে প্রত্যেক সভ্যের হিসাব পৃথকভাবে রাখা হয়। প্রতি সভ্যের নিমিত্ত একটী করিয়া পৃষ্ঠা লিখিতে হয়। পৃষ্ঠার উপরিভাগে সভ্যের নাম এবং কত নম্বরের সভ্য লিখিতে হয় এবং তাহাকে কত নম্বর পাশ বহি দেওয়া হইল তাহাও লিখিতে হয়। প্রতি তারিখেই টাকা লওয়া কালীন কি দেওয়া কালীন সমস্ত ঘরগুলি পূরণ করিয়া বাকী আসল ও সুদ কত থাকিল তাহা দেখাইতে হয়।

৩। মেম্বর দিগের সম্পত্তির ও দেনার রেজিষ্টরী বহি (Register of Property and Debt of members):—এই বহি খানি প্রাথমিক সমিতির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। কোন্ মেম্বরের কিরূপ অবস্থা, তাহার জমি জমা কিরূপ আছে, উক্ত জমি জমাতেই বা তাহার কিরূপ স্বত্ব এবং মেম্বর সমিতিতে কি পরিমাণে দায়ী ও বাহিরের মহাজনের নিকট কিরূপে ঋণী আছেন তাহা সমস্তই জানিতে পারা যায়।

এই বহি খানি রীতিমত দলিলাদি দৃষ্টে পূরণ করিতে হয়। প্রত্যেক মেম্বরের নিমিত্ত এক একটী স্বতন্ত্র পৃষ্ঠা লিখিতে হয়। মন্তব্যের ঘরে মেম্বরের দস্তখত কি টীপ সহি লইতে হয়। বৎসরান্তে এই বহি খানি সংশোধন করা আবশ্যক।

৪। সভ্যগণের তালিকা ও তাহাদের মনোনীত ব্যক্তির রেজিষ্টরী বহি (Register of Members and their Nominees) :—কোন্ সভ্য কোন্ তারিখে সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইলেন এবং তিনি ব্যাঙ্কের সমস্ত নিয়মে যে বাধ্য হইলেন তাহা এই বহি হইতে বুঝা যাইবে। এই বহিতে প্রত্যেক সভ্যের দস্তখত বা টীপ্ সহি স্পষ্ট ভাবে লইতে হইবে।

(৫) আমানতের ও গৃহীত কর্জ্জের খতিয়ান (Ledger of Deposits and Borrowings) :- -প্রতি সভ্যের ব্যাঙ্কে কিছু কিছু আমানত করা কর্ত্তব্য। যে সমস্ত সভ্য ব্যাঙ্কের আমানত করিবেন তাহাদের হিসাব এই বহিতে রাখা হয়। প্রত্যেক আমানতকারীর নিমিত্ত এক একটা স্বতন্ত্র পৃষ্ঠা লিখিতে হয়। প্রাথমিক সমিতি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক হইতে কি অপর কোন সমিতি হইতে, কি কোন ব্যক্তি বিশেষ হইতে কর্জ্জ করিলেও এই বহিতে তাহার হিসাব রাখা হয়।

(৬) সভার কার্য্য বিবরণী বহি (Minute Book) :- প্রতি প্রাথমিক সমিতিতে এক খানি সভার কার্য্য বিবরণী বহি রাখা হয়। এই বহিতে সাধারণ সভার ও পঞ্চাইত কমিটী সভার কার্য্য বিবরণী লেখা হয়। সাধারণ সভায় উপস্থিত সভ্যগণের দস্তখত বা টীপ্ সহি সাধারণ সভায় স্থিরীকৃত বিষয়ের নিম্নে থাকা আবশ্যক এবং পঞ্চাইত কমিটীর স্থিরীকৃত বিষয়গুলির নিম্নে পঞ্চাইতগণের দস্তখত বা টীপ সহি থাকা বিশেষ আবশ্যক। পঞ্চাইত কমিটীর সভা প্রতি মাসেই হওয়া আবশ্যক এবং যখনই সভা হয় তখনই সভার কার্য্য বিবরণী বহিতে সভার কার্য্য লিখিয়া রাখিতে হয়।

(৭) পরিদর্শন বহি (Inspection Book) :—প্রতি প্রাথমিক সমিতিতে এক খানি পরিদর্শন বহি রাখিতে হয়। পরিদর্শকগণ এই বহিতে তাহাদের মন্তব্য লিখিবেন। তাঁহারা যে সকল দোষ লিপিবদ্ধ করেন তাহা অগৌণে দূর করা কর্ত্তব্য।

(৮) কর্জ্জের পাশ বহি (Loan Pass Book) : প্রত্যেক সভ্যকে এক খানি কর্জ্জের পাশ বহি প্রদান করিতে হয়। প্রত্যেক সভ্য নিজ নিজ পাশ বহিতে টাকা আদান প্রদান ব্যাঙ্কের সেক্রেটারীর দ্বারা লেখাইয়া থাকেন। এই পাশ বহি প্রচলন হওয়াতে ব্যাঙ্কের সভ্যগণের বড়ই সুবিধা হইয়াছে। প্রত্যেক সভ্যের হিসাব

তাঁহার নিজের হাতে থাকিবে। তিনি সর্ব্বদাই জানিতে পারেন ব্যাঙ্কের নিকট আসল টাকা কি সুদ বাবদ তিনি কিরূপ দায়ী আছেন। ইহাতে তাঁহাদের টাকা আদান প্রদানেও কোনরূপ গোলযোগ হইতে পারে না। পাশ বহি খানি প্রতি সভ্য নিজের হাতে রাখিবেন।